ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ

আবু ছাইদ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ

ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ

(ইসলামী আইন শাস্ত্রের ইতিহাস)

আবু ছাঈদ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

হিজরী পঞ্চদশ শতককে স্বাগত জ্ঞাপন উপলক্ষে প্রকাশিত

www.pathagar.com

ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ

আবু ছাঈদ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ

ই. ফা. প্রকাশনা : ৯৫৭

ই. ফা. গ্রন্থাগার :
ইসলামী আইন-ইতিহাস : ৩৪০'৫৯০৯

প্রথম প্রকাশ :
নভেম্বর ১৯৮২
কার্তিক ১৩৮৯
মহররম ১৪০৩

প্রকাশক :
হাফেজ মঈনুল ইসলাম
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
৬৭, পুরানা পল্টন, ঢাকা—২

মুদ্রণে :
ইসলামী প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স
৩৭/৭, আজিমপুর রোড, ঢাকা—৫

প্রচ্ছদ অংকনে :
এম. এ. কাইয়ুম

বাঁধাইয়ে :
হাবিব এণ্ড সন্স
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা—১

মূল্য : ২০'০০ টাকা

FIQH SHASTRER KRAMABIKASH : History of Fiqh i. e. History of Islamic Law written by Abu Sayid Muhammad Abdullah in Bengali and published by the Islamic Foundation Bangladesh to celebrate the fifteenth century Al-Hijrah. November 1982

Price : Tk. 20·00 ; U. S. Dollar : 2·00.

www.pathagar.com

উৎসর্গ

জান্নাতবাসী আব্বা-আম্মা
মাওলানা আবদুর রাজ্জাক
ও
মুসাম্মাৎ সিদ্দিকা খাতুন-এর
বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনার উদ্দেশে

—আবদুল্লাহ
১১/১০/৮২

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আমাদের কথা

ইসলামী জ্ঞানের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ইসলামী ব্যবহার শাস্ত্রের ক্ষেত্রে ফিক্‌হ-এর স্থান অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ—একথা নিঃসন্দেহ। কুরআন ও সুন্নাহ্ ইসলামী বিধানের উৎস। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে বহু বিষয়ে ইসলামের বিধান অনুসরণ করতে ফিক্‌হের সাহায্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বিশেষত যেসব ব্যাপারে কুরআন-হাদীসে সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই সেসব ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান বুঝতে ফিক্‌হের ব্যাখ্যা তো খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ফিক্‌হ শাস্ত্রের শুরু হয় রসূলে করীম (সঃ)-এর যুগেই। এর পর কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ফিক্‌হ শাস্ত্রের ধারাও দ্রুত এগিয়ে চলে ক্রমবিকাশের পথে। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাসে বহু ফিক্‌হবিদ মনীষীর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে। তাঁদের অনেকের নামও মুসলিম সমাজে পরিচিত। কিন্তু এই ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশের ইতিহাস সম্পর্কে কোন ভাল বই বাংলা ভাষায় নেই।

www.pathagar.com

আমাদের বহুদিনের এই অভাব পূরণে এগিয়ে এসে জনাব আবু ছাঈদ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আমাদের সবার ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। আমরা ইতিপূর্বে হাদীস শাস্ত্রের ইতিহাস সম্পর্কে বাংলা-ভাষাভাষী পাঠকদের অবহিত করার লক্ষ্যে 'হাদীস সংকলনের ইতিহাস' প্রকাশ করি। এক্ষণে 'ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ' প্রকাশ করতে পেরে রহমানুর রহীমের দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ॥ ১/১১/৮২

আবদুল গফুর
প্রকাশনা পরিচালক

www.pathagar.com

ভূমিকা

ইসলাম মানব জাতির একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পারিভাষিক নাম ফিক্‌হ শাস্ত্র। অতএব ফিক্‌হ শাস্ত্র হইতেছে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বা নেযামে ইসলাম। আর এই গ্রন্থখানা সেই ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশের একখানা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।

বর্তমানে ইসলামের পুনর্জাগরণ শুরু হইয়াছে—এদিকে আস্তিক ও নাস্তিকের মধ্যেও চলিতেছে ভিষণতর দ্বন্দ্ব। তাই অত্র গ্রন্থে প্রথমে ধর্ম কি এবং কেন—উহার আলোচনা করিয়া ইসলাম কি এবং কেন এই প্রশ্নের সমাধানের প্রয়াস চালানো হইয়াছে। কুরআন ও হাদীস ইসলামের উৎস। কুরআন ও হাদীস এক হওয়া সত্ত্বেও ইসলামে এত মতভেদ হইয়াছে কেন এবং কুরআন ও হাদীস বর্তমান থাকা সত্ত্বেও ফিক্‌হের প্রয়োজন কেন—এ বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। বর্তমানে তথাকথিত প্রগতির দোহাই দিয়া ইসলামের বিরুদ্ধে যে সব প্রতিবাদ উত্থাপন করা হয় ইসলামের এমন কতিপয় বিতর্কিত বিধানের তুলনামূলক পর্যালোচনা করিয়া ইসলামের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

১৯৬৪ সনে আমি ফিক্‌হ শাস্ত্রের হানাফী মযহাবের অন্যতম মু'তাবার কিতাব 'কুদুরী'-র বাংলা অনুবাদ করি। ফিক্‌হ শাস্ত্র সম্বন্ধে অনেকে অবহিত নন মনে করিয়া ফিক্‌হের পরিচিতি হিসাবে 'ফিক্‌হে ইসলামীর গোড়ার কথা' নাম দিয়া একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করি। উক্ত অনুবাদখানির প্রথম খণ্ড ১৯৬৫ সনে প্রকাশিত হয়। 'ফিক্‌হে ইসলামীর গোড়ার কথা' নামক প্রবন্ধটিও উক্ত অনুবাদের প্রথম অধ্যায় হিসাবে উহাতে সন্নিবেশিত হয়। প্রবন্ধটি যেহেতু ফিক্‌হ শাস্ত্রের একখানা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

www.pathagar.com

সেইহেতু ১৯৭০ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের বি. এন. আর. কর্তৃপক্ষ উহাকে একটি পৃথক পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করে। 'কুদুরী' কিতাবের ভূমিকা হিসাবে লিখা হইয়াছিল বিধায় প্রবন্ধটি যথাসম্ভব সংক্ষেপ করা হইয়াছিল। 'কুদুরী' হানাফী মযহাবের কিতাব, তাই উক্ত প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে শুধু হানাফী মযহাব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হইয়াছিল, অন্যান্য মযহাব সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। তবে ফিক্‌হের পূর্ণাঙ্গ একখানা ইতিহাস রচনা করিব বলিয়া উক্ত প্রবন্ধে আমি ওয়াদা করিয়াছিলাম। কিন্তু কালের নানা বিবর্তনের ফলে এবং প্রয়োজনীয় তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থের অভাবে এতদিনে তাহা সম্ভব হয় নাই। আল্লাহ্‌র অশেষ অনুগ্রহে অবশেষে বহু অনুসন্ধানের পর প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি যোগাড় হওয়ায় আমার সেই 'ফিক্‌হে ইসলামীর গোড়ার কথা' নামক প্রবন্ধটিতে বহু নূতন তথ্যাদি সংযোগে উহাকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া 'ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ' নাম দিয়া একখানা নূতন পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের সংকলন সমাপ্ত করিতে সক্ষম হইয়া আল্লাহ্‌র দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করিতেছি।

মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। অতএব আমারও ভুল-ত্রুটি হওয়া অতি স্বাভাবিক। কোন ভুল-ত্রুটি সুধী পাঠকের দৃষ্টিগোচর হইলে জানাইতে অনুরোধ করিতেছি। পরবর্তী সংস্করণে ইনশাআল্লাহ তা সংশোধন করা হইবে। সুধী মহলের গঠনমূলক সমালোচনা কৃতজ্ঞতার সাথে বিবেচনা করা হইবে।

অত্র গ্রন্থের তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহের সাহায্য নেওয়া হইয়াছে।

তারীখে ইলমে ফিক্‌হ : মুফতী সৈয়দ মোঃ আমীমুল ইহ্‌সান (রঃ), হাদায়েকুল হান্‌ফিয়াহ : ফকীর মুহাম্মদ ইবনে হাফিয মুহাম্মদ সুফারিশ (রঃ), তারীখে তাশরীয়ে ইসলাম, 'সীরাতুন্ নো'মান', তারীখে ইবনে খালদুন, মুকাদ্দিমা-ই-শরহে বেকায়া, হুজ্জাতিল্লাহিল বালিগাহ,

www.pathagar.com

আদাবুল মুফতী, ইরসাদুত্ তালেবীন ফী আহওয়ালিল মুসাল্লিফীন, The Spirit of Islam : Syed Amir Ali,, Introduction to Philosophy : Jadhu Nath Shinha,, আল-বালাগ ও বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পত্রিকা।

উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের গ্রন্থকার ও প্রকাশকদের খেদমতে অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করিতেছি। বিশেষ করিয়া মুফতী সৈয়দ মোঃ আমীমুল ইহ্সান (রঃ) ও ফকীর মুহাম্মদ ইবনে হাফিয মুহাম্মদ সুফারিশ (রঃ) যাঁহাদের গ্রন্থ হইতে সর্বাধিক তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাঁহাদের রূহানী ফায়েয কামনা করিতেছি। আমীন—সুম্মা আমীন!

আহকার

আবু ছাঈদ মোঃ আবদুল্লাহ

৬-৫-৮১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচী

অবতরণিকা
ধর্ম/১
ইসলাম/২
প্রথম অধ্যায়
ফিক্‌হ/৫
ফিক্‌হে ইসলামীর স্বরূপ/৮
ফিক্‌হ শাস্ত্র সংকলনের প্রয়োজনীয়তা/১৪
দ্বিতীয় অধ্যায়
ফিক্‌হর উৎস/১৭
কুরআন/১৭
সুন্নাহ/১৮
সাহাবী ও তাবিয়ীগণের গবেষণামূলক অভিমত/১৯
ফিক্‌হী মাসআলায় মতভেদের কারণ/২৩
তৃতীয় অধ্যায়
ফিক্‌হর ক্রমবিকাশ/২৭
মুফতী সাহাবী/৩০
মুকাস্‌সিরীন/৩১
মুতাওয়াস্‌সিতীন/৩২
মুকাল্লীন/৩৪
মুফতী তাবিয়ী ও ফতওয়ার সপ্তকেন্দ্র/৩৭
মদীনা কেন্দ্র/৩৮
মক্কা কেন্দ্র/৪১
কূফা কেন্দ্র/৪২
বসরা কেন্দ্র/৪৪

www.pathagar.com

সিরিয়া কেন্দ্র/৪৫
মিসর কেন্দ্র/৪৬
ইয়ামন কেন্দ্র/৪৭
চতুর্থ অধ্যায়
ফিক্‌হ সংকলন ও সম্পাদনার ইতিহাস/৪৮
প্রথম দাওর বা যুগ/৪৯
ইমাম আবু হানিফা (রঃ)/৫০
ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর চরিত্র/৬৪
ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর দৈনিক কর্মসূচী/৬৭
পঞ্চম অধ্যায়
ফিক্‌হ সম্পাদনার পদ্ধতি/৬৯
হানাফী ফিক্‌হের বৈশিষ্ট্য/৮৩
হানাফী ফিক্‌হের সনদ/৮৪
হানাফী ফিক্‌হের চার স্তম্ভ/৮৭
প্রথম যুগের কয়েকজন বিখ্যাত হানাফী ফকীহ/৯০
ষষ্ঠ অধ্যায়
প্রথম যুগের ফিক্‌হে হানাফীর কিতাবসমূহ/৯৪
সপ্তম অধ্যায়
প্রথম যুগে সুন্নাত আল-জামাতের অন্যান্য মযহাব/১০১
ইমাম মালিক (রঃ)/১০২
মালিকী ফিক্‌হের সনদ/১০৪
ফিক্‌হে মালিকীর স্বরূপ/১০৫
ইমাম মালিক (রঃ)-এর ছাত্র ও ছাত্রের ছাত্র
যাঁহারা তাঁহার মযহাব প্রচার করিয়াছেন/১০৭
প্রথম যুগের মালিকী ফিকহের কিতাবসমূহ/১১২
ইমাম শাফী (রঃ)/১১৩

www.pathagar.com

ফিক্‌হে শাফী/১১৬
ইমাম শাফী (রঃ)-এর প্রথম যুগের ছাত্র ও ছাত্রের
ছাত্র যাঁহারা তাঁহার ফিক্‌হ প্রচার করিয়াছেন/১১৭
প্রথম যুগের শাফী মযহাবের কিতাবসমূহ/১২১
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ)/১২৩
ফিক্‌হে হাম্বলী/১২৫
ইমাম আহমদ (রঃ)-এর ছাত্র যাঁহারা ফিক্‌হে
হাম্বলী রেওয়ায়েত করিয়াছেন/১২৫
ফিক্‌হে হাম্বলীর কিতাবসমূহ/১২৬
ইমাম আওযায়ী (রঃ)-এর মযহাব/১২৬
মযহাবে তাবারী/১২৭
যাহেরী মযহাব/১২৯
অষ্টম অধ্যায়
সুন্নাত আল-জামাত ছাড়া অন্যান্য মযহাব/১৩২
খারিজী মযহাব/১৩২
শিয়া মযহাবসমূহ/১৩৩
যায়েদিয়াহ শিয়া/১৩৩
ইমামিয়াহ শিয়া/১৩৪
ইসমাইলিয়া শিয়া/১৩৫
নবম অধ্যায়
দ্বিতীয় দাওর বা যুগ : তাকলীদ ও পূর্ণতার যুগ/১৩৬
মযহাবের প্রসার ও স্থায়িত্বের কারণ/১৩৭
ইমাম চতুষ্টয়ের তাকলীদ/১৪০
দ্বিতীয় যুগের বৈশিষ্ট্য/১৪৬
দ্বিতীয় যুগের ফকীহগণ/১৪৯
দ্বিতীয় যুগের হানাফী ফকীহগণ/১৪৯

www.pathagar.com

দ্বিতীয় যুগের মালিকী ফকীহগণ/১৫৭
দ্বিতীয় যুগের শাফী ফকীহগণ/১৬২
দ্বিতীয় যুগের হাম্বলী ফকীহগণ/১৬৮
দশম অধ্যায়
তৃতীয় দাওর বা যুগ : তাকলীদের যুগ/১৬৯
তব্‌কা-ই-ফুকাহা বা ফকীহদের ক্রমিক শ্রেণীবিভাগ/১৭১
তৃতীয় যুগের ফকীহ/১৭৫
একাদশ অধ্যায়
উসূলে ফিক্‌হ/১৯২

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم ○

অবতরণিকা

نحمده و نصلى على رسوله الكريم ○

ধর্ম

'ধর্ম' শব্দটির ধাতুগত অর্থ সহজাত প্রবৃত্তি বা প্রকৃতিজাত স্বভাব; যেমন—আমরা বলি পানির ধর্ম নিম্নগতি, বাষ্পের ধর্ম ঊর্ধ্বগতি, চুম্বকের ধর্ম সমমেরুতে বিকর্ষণ আর বিপরীত মেরুতে আকর্ষণ—ইত্যাদি সব কিছুরই অনুরূপ এক বা একাধিক ধর্ম আছে। মানুষেরও অনুরূপ বিভিন্ন সহজাত প্রবৃত্তি বা প্রকৃতিজাত স্বভাব আছে। কিন্তু দার্শনিকগণ ধর্মের সংজ্ঞা এইরূপ দিয়াছেন : Religion consists in belief in a super human power or powers which control and guide the destiny of man, the sentiments of awe, reverence, love and devotion and the practical conduct which follows from them.—অর্থাৎ এক বা একাধিক মানবাতীত শক্তি যাহা মানুষের নিয়তি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তদনুযায়ী ভীতি, শ্রদ্ধা, প্রেম ও ধ্যানের ভাবাবেগে উদ্‌গত বাস্তব আচার ব্যবহারকে ধর্ম বলে। (Introduction to Philosophy — Jadhu Nath Shinha)

দার্শনিকদের উপরিউক্ত সংজ্ঞা মতে কেবল স্রষ্টার সহিত মানুষের ব্যক্তিগত সম্পর্কই ধর্ম কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। বাস্তব জীবনের অন্যান্য

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে এবং জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ধর্মের কোন হাত নাই। বৌদ্ধ মতে জীব হত্যা করা যায় না এবং জীবে দয়ার নীতিতে মঠের মধ্যে ধ্যানে রত থাকিয়া আত্মার বিশুদ্ধিকরণই ধর্ম; খ্রীস্টধর্ম মতে কঠোর সংযম পালন করিয়া চিরকুমার বা চিরকুমারী অবস্থায় গীর্জার মধ্যে থাকিয়া আত্মোন্নতির সাধনা করাই ধর্ম; আর হিন্দুধর্ম মতে সংসারত্যাগী বৈরাগীর নির্জনবাসে মালা জপিতে জপিতে ব্যক্তিসত্তার উন্মেষই ধর্ম। এই সব ধর্মে বাস্তব জীবনের কোন গুরুত্ব নাই। আবার কমুনিস্ট মতবাদের ন্যায় নাস্তিকতাপূর্ণ জড়বাদী বাস্তব সমাজ-ব্যবস্থায় আত্মার উন্নতির কোন পথ নাই। অথচ দেহ ও আত্মার সমন্বয়েই মানুষ। অতএব উল্লিখিত ধর্মসমূহে যেমন বাস্তব জীবন অচল হইয়া যায় তেমনি জড়বাদী সমাজ-ব্যবস্থায় আধ্যাত্মিক জীবন শূন্য থাকিয়া যায়। অতএব সঠিক ধর্ম বা সঠিক জীবন-ব্যবস্থা কি তাহাই বিবেচনার বিষয়।

ইসলাম

ইসলাম একটি ধর্ম হইলেও তাহা তথাকথিত ধর্মের অনুরূপ নয়। কেননা ইসলামে বাস্তব জীবন এবং আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে। ইসলামের পরিভাষায় ধর্মের সংজ্ঞা হইল, এমন এক মানবাতীত মহাশক্তি, যে শক্তি সব কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সকল সৃষ্টির নিয়তি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন এবং যিনি সর্বশক্তির আধার সেই সর্বশক্তিমানের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহার প্রতি ভীতি, শ্রদ্ধা, প্রেম ও ধ্যানের ভাবাবেগে উদ্‌গত হইয়া তাঁহার দেওয়া বা প্রত্যাদিষ্ট বিধি-বিধান মতে সর্ব কার্য পরিচালনা করা। সেই মহাশক্তিকে আমরা আল্লাহ বলি। অতএব আধ্যাত্মিক আ'মাল সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ বাস্তব জীবন ব্যবস্থার নামই হইতেছে ইসলাম বা ইসলাম ধর্ম। ইহা মানুষের চলার পথের সন্ধানদাতা, উন্নত, সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন এবং

www.pathagar.com

স্রষ্টার সন্তুষ্টি লাভ তথা মানব জীবনের চরম লক্ষ্য অর্জনের একমাত্র পন্থা। ইহাতে রহিয়াছে মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি সমস্যার সমাধান, আর মৃত্যুর পর অনন্ত জীবনের সুখ-শান্তি লাভের উপায় ও সন্ধান। মানব জীবনের আধ্যাত্মিক, বাহ্যিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, জাতীয়, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক তথা প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইহার নিয়ন্ত্রণাধিকার রহিয়াছে। ইসলাম মানুষের সার্বিক জীবন পথের দিশারী। বিখ্যাত পাশ্চাত্য দার্শনিক জর্জ বার্নার্ড শও ইহা দীপ্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন: Islam is the only religion which appears to me to possess assimilating capacity to the changing phases of humanity which can make its appeal to every age. I believe, if a man like Muhammad (Peace be on him) were assured dictatorship of the modern world, he would bring much needed peace and happiness. অর্থাৎ আমার নিকট প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামই একমাত্র ধর্ম যাহা মানব জাতির পরিবর্তনশীল সকল অবস্থাকেই সম্যক উপলব্ধি করিতে সক্ষম এবং প্রত্যেক যুগেই প্রযোজ্য। আমি বিশ্বাস করি যদি মুহাম্মদ (সঃ)-এর ন্যায় একজন লোক বর্তমান জগতের ডিক্টেটর হইতেন, তবে তিনি এমন এক উপায়ে জগতের সমস্যাবলীর সমাধান করিতে সক্ষম হইতেন যাহা অত্যাবশ্যক সুখ-শান্তি আনয়ন করিত।

অতএব সঠিক মানব ধর্ম বা সঠিক জীবন ব্যবস্থার নামই ইসলাম। আল্লাহ তা'লা পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট ঘোষণা করিয়াছেন:

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ —"নিশ্চয় ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র ধর্ম।" (আল কুরআন, ৩ : ১৯)

সুতরাং আকাইদ বা ধর্মীয় বিশ্বাসসহ বাস্তব জীবনের সমন্বয়ে ব্যক্তিগত

www.pathagar.com

ও সমষ্টিগত এমন একটি নির্দিষ্ট জীবনব্যবস্থার নাম ইসলাম, পবিত্র কুরআন যাহার আইন-কানূন ও সীমা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে এবং হযরত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সঃ) নিজ কার্যাবলী, কথাবার্তা ও অনুমোদন দ্বারা যাহার ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

ফিক্‌হ

মানুষের জীবন যাপনের নিয়মাবলী, ব্যবস্থাবলী ও আইন-কানূন যে শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে, উহাই ফিক্‌হ শাস্ত্র। এক কথায় ফিক্‌হ ইসলামের আইনশাস্ত্র। ইসলাম বিশ্বে যে উন্নত জীবনের বাণী নিয়া আসিয়াছে বাস্তব জীবনে উহার প্রয়োগ বিধিই ফিক্‌হ শাস্ত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে।

পবিত্র কুরআনে ◎ افلا تعقلون ◎ لقوم يعقلون ◎ لعلكم تعقلون — "তোমরা কি বুঝ না" "জ্ঞানী লোকদের জন্য" "তাহাতে হয়ত তোমরা জ্ঞান লাভ করিবে" ইত্যাদি বাক্য বারবার বলিয়া মানুষের জ্ঞান বা বিবেক-বুদ্ধিকে জাগ্রত করা হইয়াছে। এই জ্ঞান বা বিবেক-বুদ্ধি আল্লাহ্‌র দেওয়া একটি অতি বড় নেয়ামত যাহা সৃষ্টির সেরা মানুষকে অন্যান্য সৃষ্টি হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দিয়াছে। এই জ্ঞান বা আকল দ্বারাই মানুষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমুদয় বুঝিতে পারে এবং উহাদের পরস্পর পার্থক্য নিরূপণ করিতে সক্ষম হয়। অতঃপর এই জানা জিনিসকে পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করিয়া অজানা জিনিসের জ্ঞান লাভ করে। এইভাবে জ্ঞানলাভের পদ্ধতিকে তাআ'ক্কুল এবং এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত জ্ঞানকে মা'কু'লাত বলে। এখন যদি এই জ্ঞান দ্বারা আল্লাহ্‌র ওহী কুরআন ও সুন্নাতে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে বুঝিবার চেষ্টা করা হয়, তবে ইহাকে তাফাক্‌'কু'হ ফীদ্ দ্বীন বলা হয়। এইভাবে বুঝিবার পর যে ধর্মীয় জ্ঞান আয়ত্ত হয় তাহাই ইজতিহাদে জ্ঞাত ধর্মীয় আহকাম। তাই আল্লামা ইমাম সুয়ূতী (রঃ) ফিক্‌হের সংজ্ঞা এইভাবে দিয়াছেন: ◎ الفقه معقول من منقول ◎ — "বর্ণিত জিনিস অর্থাৎ কুরআন ও হাদীস হইতে বিবেক বুদ্ধি দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞানকে ফিক্‌হ বলে।"

www.pathagar.com

এই সংজ্ঞা মতে শরীয়তের সকল জ্ঞানই ফিক্‌হের অন্তর্ভুক্ত—চাই তাহা আকাইদ বা ধর্মীয় বিশ্বাস হউক আর চাই বাস্তব জীবন ব্যবস্থাই হউক। এইজন্যই ইমামে আযম আবু হানিফা (রঃ)-এর বিখ্যাত আকাইদ গ্রন্থের নাম 'ফিক্‌হে আকবর' রাখা হইয়াছিল। সাহাবা কিরাম (রাঃ)-এর যুগ গত হওয়ার পর যখন জ্ঞানের প্রত্যেকটি শাখা উহার প্রকৃতি হিসাবে অবয়ব ধারণ করে তখন আ'কাইদ সম্পর্কিত জ্ঞানের নাম হয় 'ইলমে কালাম' এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের নাম হয় 'ইলমে তাসাউফ' বা মা'রিফাত আর বাস্তব জীবনে প্রযোজ্য জ্ঞানের নাম হয় 'ইলমে ফিক্‌হ'। অতএব ইলমে ফিক্‌হের সংজ্ঞা যেভাবে নির্ধারিত হয় তাহা হইল :

الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية ○ —"বাস্তব জীবনব্যবস্থার শরীয়তের ঐ আহকামসমূহের জ্ঞানকে ইলমে ফিক্‌হ বলে যাহা উহার বিস্তারিত দলীল বা প্রমাণাদি হইতে আয়ত্ত করা হয়।" (مسلم الثبوت)

ইসলামের আদি যুগে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্ররূপে ফিক্‌হের অস্তিত্ব ছিল না। তখন ইহা কুরআন ও সুন্নাহ্‌র নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুতে ইহা একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। ইহার পশ্চাতে যে মনীষীর অবদান অতুলনীয়, এক্ষেত্রে যাঁহার ঋণ অপরিশোধনীয় এবং যাঁহার স্বীয় তত্ত্বাবধানে এবং যাঁহার আজীবন অক্লান্ত সাধনা ও পরিশ্রমের ফলে ইহা একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্ররূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তিনি হইলেন ইমামে আযম আবু হানিফা (রঃ)। তাই কেহ কেহ মনে করেন যে, ফিক্‌হ শাস্ত্র হইল ইসলামে ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর দর্শন ও চিন্তাধারার একটি সংযোজন। ইহা তাহাদের অবান্তর ধারণা। কেননা আল্লাহ্‌র দ্বীন বা ধর্মের শুরু হইতেই ফিক্‌হ শাস্ত্রের আবির্ভাব, আল্লাহ্‌র প্রেরিত ধর্ম হযরত আদম (আঃ) হইতে শুরু হয় এবং পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মধ্য দিয়া হযরত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর যামানায় পূর্ণতা লাভ করে। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর

www.pathagar.com

ইন্তেকালের একাশি কি বিরাশি দিন পূর্বে বিদায়ী হজ্জের দিন আল্লাহ্‌ ইহারই প্রতি ইংগিত করিয়া দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন :

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ۝

—"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে (জীবন বিধানকে) পূর্ণাঙ্গ করিলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্ম মনোনীত করিলাম।" (আল কুরআন : ৫ : ৩)

অতএব ইসলামের শুরুতেই ফিক্‌হ শাস্ত্রের উদ্ভব এবং বিদায়ী হজ্জের দিন তাহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। তবে সাহাবা কিরামগণের যুগ পর্যন্ত ইহার স্বতন্ত্র অবয়ব ছিল না। দুধের মধ্যে যেমন মাখন মিশিয়া থাকে তেমনি কুরআন ও সুন্নাহ্‌র মধ্যেও ফিক্‌হ মিশিয়া ছিল। সুনিপুণ গোয়ালা যেমন সঠিক কর্মপদ্ধতি ও বিশ্লেষণ দ্বারা মাখন ও দুধের অস্তিত্ব সকলকে বুঝাইয়া দেয় তেমনি ইমামে আযম আবু হানিফা (রঃ)-ও তাঁহার সুগভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাহায্যে পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ দ্বারা ফিক্‌হ শাস্ত্রের স্বতন্ত্র সত্তা সকলের সামনে তুলিয়া ধরেন। অতএব ফিক্‌হ শাস্ত্র ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর দর্শন ও চিন্তাধারার বাস্তব রূপায়ণ নয়, বরং ইহার স্রষ্টা স্বয়ং আল্লাহ্‌ এবং ইহার ব্যাখ্যা স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁহার কাজ, কথা ও অনুমোদন দ্বারা করিয়া গিয়াছেন। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) উহাকে সংকলন ও সম্পাদন করিয়াছেন মাত্র।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর জন্মের বহু পূর্বেই আল্লাহ্‌ আমাদিগকে ফিক্‌হ শাস্ত্র অধ্যয়নের আদেশ দিয়াছেন, যেমন :

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ

www.pathagar.com

" তাহাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বহির্গত হউক, অবশিষ্টরা দ্বীন সম্বন্ধে ফিক্‌হ হাসিল করুক (জ্ঞানানুশীলন করুক)। (আল কুরআন : ৯ : ১২২)

আল্লাহ্‌র রসূল ফিক্‌হ শাস্ত্রের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন :

مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ ۞

" আল্লাহ যাঁহার মঙ্গলের ইচ্ছা করেন তাঁহাকে দ্বীন সম্বন্ধে ফিক্‌হ (জ্ঞান) দান করেন।" (বুখারী)

ফিক্‌হে ইসলামীর স্বরূপ

ফিক্‌হে ইসলামীর আইন সর্বদেশের এবং সর্বকালের জন্য উপযোগী। ইহার সৌন্দর্য হৃদয়ঙ্গম করা তখনই সম্ভব যখন আধুনিক সভ্য জাতি-সমূহের আইনশাস্ত্রের সহিত ইহার তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়। এই উদ্দেশ্যে এখানে ইসলামের কয়েকটি বিতর্কমূলক ধারার উপর কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। অধুনা ইসলামের প্রতি এই বলিয়া দোষারোপ করা হয় যে, ইসলামী আইন মুতাবিক নারী তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। যেমন পুরুষ কর্তৃক একাধিক স্ত্রী গ্রহণের বৈধতা, তালাকের ব্যাপারে পুরুষের একনায়কত্ব ইত্যাদি।

প্রাক-ইসলাম যুগে নারীর অবস্থা যে অত্যন্ত হীন ও জঘন্য ছিল তা আজ আর তর্কের বিষয় নয়, বরং সর্বস্বীকৃত সত্য। তখন নারী পুরুষের ভোগের সামগ্রী মাত্র ছিল। নারীর যে নিজস্ব সত্তা আছে তাহা কেহ স্বীকার করিত না। পুরুষ যত ইচ্ছা স্ত্রী গ্রহণ করিতে ও যখন ইচ্ছা তালাক প্রদান করিতে পারিত। পিতার মৃত্যুর পর তাহার অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায় স্ত্রীগণও পুত্রগণের মধ্যে বন্টিত হইত। এহেন সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ইসলাম রুখিয়া দাঁড়ায় এবং এই সমুদয় ব্যবস্থাকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া নারীর ন্যায্য অধিকারসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া

www.pathagar.com

দেয়। পুরুষ কতৃর্ক স্ত্রী গ্রহণের সীমা শর্ত সাপেক্ষে ঊর্ধ্ব-সংখ্যক চারজন নির্ধারিত করা হয়। কেহ যদি শর্ত পালনে অর্থাৎ সমতা বিধানে অক্ষম হয় তবে তাহার জন্য একের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করা কিছুতেই বৈধ নয়। আমরা গভীরভাবে লক্ষ্য করিয়াছি যে, আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থায় ও আমাদের প্রতিবেশী হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষ কর্তৃক একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করা কেবল নিন্দনীয়ই নহে, কঠোর দণ্ডনীয়ও বটে। এই ব্যবস্থার কারণ দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি বজায় রাখা এবং নারীর প্রতি অন্যায় অবিচারকে প্রতিরোধ করা ব্যতীত অন্য কিছু আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। যদি কেবল এই কারণেই এই ব্যবস্থা হইয়া থাকে তবে ইহাতে নূতনত্বের কিছু নাই। চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে ইসলাম এই ব্যবস্থা কায়েম করিয়া গিয়াছে। একাধিক স্ত্রী গ্রহণে ইসলাম কর্তৃক আরোপিত শর্ত সমতা বিধানের অর্থ এই যে, যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীগণের সহিত সমান ব্যবহার দ্বারা দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি বজায় রাখিতে পারে, তবে তাহার জন্য একান্ত প্রয়োজনবোধে ঊর্ধ্বপক্ষে চারজন স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি আছে, তবে কোন নির্দেশ নাই। আর যদি সমতা রক্ষা করিয়া সুখ-শান্তি বজায় রাখিতে সক্ষম না হয়, তবে তাহার জন্য একাধিক স্ত্রী গ্রহণ নিষিদ্ধ। এখন লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোন স্বাস্থ্যবান পুরুষের জন্য যৌন সম্পর্কিত কারণে এক স্ত্রী কোন মতেই যথেষ্ট না হইলে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা বা প্রতিবেশী হিন্দু সমাজ ব্যবস্থা মতে তাহার বেশ্যাগমন বা কোন বান্ধবীর অন্বেষণের ন্যায় হীন ও জঘন্যতম সমাজ বিরোধী কাজে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে। পুরুষের এই আচরণ নারীর প্রতি কি একটি অবিচার নহে ? অথচ এইরূপ ক্ষেত্রে ইসলাম শর্ত সাপেক্ষে চারজন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দিয়া নৈতিকতা বর্জিত অন্যায় ও অশ্লীল সমাজ-বিরোধী কার্যের দ্বার হইতে মানব জাতিকে রক্ষা করিয়া সমাজের যে অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে, তাহা প্রত্যেক সুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তিই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। এইরূপ ক্ষেত্রে যদি কেহ ইসলামের

www.pathagar.com

সাম্যবাদের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করিয়া বলেন যে, এক পুরুষ চার স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিলে এক নারী চার স্বামী গ্রহণ করিতে পারিবে না কেন ? উত্তরে বলিতে হয়— স্বামী হইতেছেন স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের পিতা। অতএব চার স্বামী হইলে কোন্ স্বামী গর্ভজাত সন্তানের পিতা, তাহা সনাক্ত করিবার উপায় কি ? এইরূপ বিতর্কিত ও শালীনতা বিরোধী নীতি ইসলাম গ্রহণ করিতে পারে না। কোন ভদ্র মহিলাও সনাক্তবিহীন পিতার সন্তান জন্ম দিতে রাজী হইবেন না। অতএব ইসলামের এই নীতি সাম্য ও সভ্যতার পরিপন্থী মোটেই নহে।

প্রাক-ইসলাম যুগে নারী ছিল মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারিণী হওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য। এহেন গর্হিত সমাজ ব্যবস্থা হিন্দু ও খ্রীস্টান সমাজে আজও বিদ্যমান। ইহা নারীর প্রতি একটি অবিচার ছাড়া কিছু নয়। ইসলাম নারীকে উত্তরাধিকারিণী হওয়ার যোগ্যতা প্রদান করিয়া তাহাদিগকে তাহাদের ন্যায্য অধিকারই প্রদান করিয়াছেন।

তালাক একটি অতি নিকৃষ্ট কাজ। একান্ত অপরিহার্য কারণে ইসলাম ইহাকে বৈধ করিয়াছে। স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্যের কারণে দাম্পত্য-জীবন তথা পারিবারিক জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠিলে এবং পারিবারিক সুখ শান্তি ফিরাইয়া আনার অন্য কোন উপায় না থাকিলে ইসলাম তাহার সর্বশেষ প্রতিকার হিসাবে তালাকের ব্যবস্থা দিয়াছে। তাই বিনা কারণে তালাক দেওয়া ইসলামে নিষিদ্ধ। আবার একই সময় একত্রে তালাক কার্য সম্পন্ন করাও নীতি-বিরোধী। তিন তালাকের মধ্যে এক এক মাসের ব্যবধান থাকিতে হইবে। উদ্দেশ্য—স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্য দূরীভূত হইয়া যাহাতে তাহাদের মধ্যে প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসা সৃষ্টি হইতে পারে তাহার অবকাশ প্রদান করা। সুদীর্ঘ তিন মাস সময়ের মধ্যেও যদি অবস্থার কোন উন্নতি না হয়, তাহা হইলে পারিবারিক সুখ শান্তি লাভের শেষ উপায়রূপে তালাক দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটান যাইবে। তালাকের পরবর্তী তিন হায়েয বা তিন মাস স্ত্রীর জীবন যাপনের যাবতীয়

www.pathagar.com

ব্যয়ভার স্বামীকে বহন করিতে হইবে। উদ্দেশ্য—নারী যাহাতে অন্য স্বামী গ্রহণ করা পর্যন্ত কোনরূপ কষ্টে পতিত না হয়। তালাকের একচেটিয়া অধিকার পুরুষকেই দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ইসলাম-বিদ্বেষিগণ ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করিয়া থাকে। ইহাতে তাহাদের ফিক্‌হে ইসলামীতে অজ্ঞতাই প্রমাণিত হয়। ইসলাম যেরূপ পুরুষকে তালাকের অধিকার দিয়াছে, তদ্রূপ নারীকেও সেই অধিকার প্রদান করিয়াছে। নারী যদি তালাকের প্রয়োজন বোধ করে, তবে সে স্বামীকে বলিয়া 'খুলা' নামক তালাক দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারে। এখন তালাকের প্রয়োজনীয়তা যদি স্ত্রীর দোষে হইয়া থাকে, তবে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রদত্ত মুহরের সমপরিমাণ বা উভয়ের সম্মতিক্রমে নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণস্বরূপ স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে প্রদান করিতে হইবে। ইহার বেশী অর্থ স্বামী দাবী করিতে পারিবে না। আর যদি প্রকৃত দোষ স্বামীর হইয়া থাকে, তবে বিনা অর্থে তালাক দিতে স্বামী বাধ্য থাকিবে। এই ক্ষেত্রে স্ত্রীর নিকট হইতে কোনরূপ অর্থ গ্রহণ করা স্বামীর জন্য বৈধ হইবে না। ইহা হইতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তালাকের অধিকার স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই রহিয়াছে। এই অধিকার একচেটিয়া কাহারও নহে। অতএব ইসলামের তালাক ব্যবস্থায় নারীর অধিকার ক্ষুণ্ন হইয়াছে এমন কথা কেহ বলিতে পারিবেন না। সুদর্শন পুরুষের সন্ধান পাইলেই স্ত্রীর, স্বামী পরিবর্তনের অবাধ অধিকার যাহা আজ পাশ্চাত্য সমাজের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে ইসলাম কখনও তাহার অনুমতি দিতে পারে না। ইসলাম এমন পক্ষপাতমূলক নীতির বহু ঊর্ধ্বে। কেননা ইসলাম সর্বক্ষেত্রেই ভারসাম্য বজায় রাখিয়া চলিয়াছে। তালাকের ক্ষেত্রেও ইহার কোন ব্যতিক্রম নাই।

হিন্দু সমাজে নারী উত্তরাধিকারী হওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য; আবার খ্রীস্টান সমাজে সর্বজ্যেষ্ঠ সন্তানই মৃত ব্যক্তির সমুদয় সম্পত্তির একচ্ছত্র উত্তরাধিকারী। ইসলাম এই ক্ষেত্রে সকল সন্তান ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন

www.pathagar.com

নর কিংবা নারী সকলকেই উত্তরাধিকারী হওয়ার যোগ্যতা প্রদান করিয়াছে। আধুনিক ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বলা হয় যে, কোন ব্যক্তির সমুদয় সম্পত্তি তাহার মৃত্যুর পর কেবল এক ব্যক্তির হাতেই হস্তান্তরিত হওয়া উচিত নতুবা সম্পত্তি বহুধা বিভক্ত হইয়া পড়ে। ফলে আয়ের তুলনায় খরচ অনেক বাড়িয়া যায়। এইজন্যই এই ক্ষেত্রে পুঁজিবাদীদের নিকট খ্রীস্টান সমাজ ব্যবস্থা প্রশংসনীয় এবং ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা অপছন্দনীয়।

ইসলামী অর্থনীতির প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সারা দুনিয়ার সম্পদ কোন ব্যক্তি বিশেষের হাতে সঞ্চিত হওয়া নহে বরং সকল মানুষের মধ্যে বন্টিত হওয়া যাহাতে এই দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের অংশ মানবমাত্রই লাভ করিতে পারে। এইজন্যই ইসলামে রহিয়াছে যাকাতের ব্যবস্থা। আবার কোন ব্যক্তি স্বীয় জীবনে বহু সম্পদ সঞ্চয় করিয়া গেলেও তাহার মৃত্যুর পরই তাহার সন্তান-সন্ততি; আত্মীয়-স্বজন নর কিংবা নারী সকলের মধ্যে তাহা বন্টন করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা, ধনতান্ত্রিক পুঁজিপতি সৃষ্টির পথ চিরতরে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। এহেন সুন্দর ব্যবস্থা কেবল অসংখ্য মানুষের রক্ত শোষণকারী পুঁজিপতিদের দৃষ্টিতেই নিন্দনীয় হইতে পারে, কিন্তু সাম্যবাদী মানুষের দৃষ্টিতে ইহা শুধু প্রশংসনীয়ই নহে বরং পরম কাম্যও বটে।

উত্তরাধিকার আইনের ক্ষেত্রে ইসলাম বিদ্বেষিগণ ইসলামের প্রতি যে একটি সাংঘাতিক দোষ আরোপ করিয়া থাকে, তাহা হইল—কাহারও পিতামহের মৃত্যু পূর্বে তাহার পিতার মৃত্যুর হইলে পিতামহের মৃত্যুর পর পিতামহের অন্য পুত্র জীবিত থাকিলে সে ব্যক্তি পিতামহের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারে না। কিন্তু আসল কথা হইল, ইসলাম ন্যায়নীতির খেলাফ কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করিতে পারে না। মালিকানার জন্য জীবিত হওয়া শর্ত। পিতামহের সহিত পৌত্রের সম্পর্ক পিতার মাধ্যমে। এখন যে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী

www.pathagar.com

স্বয়ং পিতা হইতে পারিল না এইজন্য যে, সে মৃত। সেই একই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সেই পিতার পুত্র হইবে কিরূপে ? তদুপরি যদি পৌত্রকে পিতামহের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিয়া নেওয়া হয়, তবে সকল পৌত্র ও দৌহিত্রই পিতা কিংবা মাতা মৃত হউক বা জীবিত থাকুক, উত্তরাধিকারী হওয়ার যোগ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। কেননা মৃত ব্যক্তির সহিত তাহাদের সকলের সম্পর্কই এক বরাবর। অথচ এই ব্যবস্থা কেহই কামনা করে না। ইসলাম এক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। নীতির প্রতি অটল থাকিয়া ইসলাম পিতামহের সম্পত্তি হইতে পৌত্রকে মাহরূম (বঞ্চিত) করিয়াছে সত্য, কিন্তু সাথে সাথে তাহার জন্য অন্য ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। আর তাহা হইল অসিয়ত ব্যবস্থা। কোন ব্যক্তি মৃত্যুর সময় তাহার সমুদয় সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত যাহাকে ইচ্ছা দান করিয়া যাইতে পারে। এখন যদি বাস্তবিকই পিতামহ স্বীয় পৌত্রের প্রতি অনুরাগী হইয়া থাকে তবে স্বীয় সম্পত্তির একাংশ তাহাকে দান করিয়া যাইতে পারে। আর যদি পৌত্র পিতামহের বিরাগভাজন হইয়া থাকে, তাহা হইলে ত অন্য কথা। কারণ অনেক সময় পুত্রও পিতার বিরাগভাজন হইয়া ত্যাজ্য পুত্রে পরিণত হয়, যার ফলে সে পিতার উত্তরাধিকারী হইতে পারে না। শেষ পর্যন্ত যদি পৌত্র একেবারে মাহরূমই হয়, তবে তাহার জন্য রহিয়াছে ইসলামে যাকাতের ব্যবস্থা। যাকাত ব্যবস্থা দ্বারা এইরূপ অনাথ ও নিঃস্ব-দুঃখীদের অভাব ঘুচিতে বেশী দিন সময় লাগে না। হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)-এর খিলাফতকাল তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। ইসলাম-পূর্ব যুগে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে আরবগণ ছিল একেবারে পঙ্গু, মাত্র কয়েক বৎসরের ব্যবধানে, হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)-এর খিলাফত কালে যাকাতের মাল গ্রহণ করার মত উপযুক্ত লোক তাহাদেরই মধ্যে পাওয়া যাইত না।

www.pathagar.com

যিম্মী অর্থাৎ মুসলিম রাজ্যে বসবাসকারী অমুসলমান প্রজার প্রতি ইসলাম যে সুবিচার করিয়াছে তাহা অন্য কোন জাতির আইন শাস্ত্রে বা কোন রাষ্ট্রের সংবিধানে আদৌ দৃষ্ট হয় না। ইসলামী হুকুমতে একজন মুসলিমের যে নাগরিক অধিকার রহিয়াছে একজন যিম্মীরও ঠিক সেরূপ অধিকারই রহিয়াছে। ইহার পরিবর্তে যিম্মীকে শুধু জিযিয়া কর আদায় করিতে হয়, তাহাও শুধুমাত্র যুবকদের জন্য। শিশু, বৃদ্ধ ও নারীর উপর কোন কর নাই। অথচ সেই একই অধিকারের জন্য একজন মুসলিমকে অতিরিক্ত রাষ্ট্রীয় কর আদায় ও অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করিতে হয়। যাকাত দান ও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। একজন যিম্মী কিন্তু এই সব ঝামেলা হইতে মুক্ত। নিজের নিরাপত্তার জন্য তাহাকে শুধু মাত্র জিযিয়া কর আদায় করিতে হয়। কথিত আছে, হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)-এর খিলাফতকালে কোন এক সীমান্তযুদ্ধে মুসলমানগণ সামরিক কূট-কৌশল অবলম্বন করিতে গিয়া সেখানকার যিম্মীগণকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষার দায়িত্ব পালন করিতে সক্ষম না হওয়ায় তাহাদের নিকট হইতে আদায়কৃত জিযিয়া করের সমুদয় অর্থই ফেরত দিয়া দেন। এমনিভাবে ইসলামের প্রত্যেকটি নীতিই সুন্দর, সরল ও সাম্যের প্রতীক।

ফিক্‌হ শাস্ত্র সংকলনের প্রয়োজনীয়তা

পূর্বেই বলা হইয়াছে, ইসলামের আদি যুগে স্বতন্ত্র শাস্ত্ররূপে ফিক্‌হর চর্চা ছিল না। মহানবী (সঃ)-এর আমলে ইহার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল না। তখন ইসলাম আরবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, আর আরবদের জীবন যাপন পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত সরল ও সাদাসিদা। ফলে তাহাদের প্রয়োজনও ছিল সীমিত। উপরন্তু তাহাদের মধ্যে মহানবী (সঃ)-এর উপস্থিতি সেই সাথে কুরআন মজিদ নাযিল হইতে থাকায় কোন ধর্মীয়

www.pathagar.com

বিষয়ই সমস্যা হইয়া দেখা দিত না। আর দেখা দিলেও মহানবী (সঃ) সঙ্গে সঙ্গে উহার সমাধান করিয়া দিতেন অথবা কুরআন অবতীর্ণ হইয়া উহার সমাধান বলিয়া দিত। এইজন্য সাহাবী(রাঃ)-দের জীবনে সুসংহত অবয়বে সংকলিত কোন 'নেযামে হায়াত' বা আইনশাস্ত্রের প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। মহানবী (সঃ)-এর ইন্তেকালের অব্যবহিত পরেই ইসলাম প্রভাত আলোর ন্যায় দিগ-দিগন্তে ছড়াইয়া পড়ে এবং বিভিন্ন আদব-কায়দা ও তাহযীব-তমদ্দুনের লোক ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। ফলে সামাজিক জীবনে বহু নিত্য নূতন সমস্যার উদ্ভব হইতে থাকে। সামাজিক ন্যায়-নীতি ব্যাহত হওয়ার আশংকাও দেখা দেয়। স্বার্থান্বেষী আমীর-ওমরাহগণ সুযোগ পাইয়া নিজেদের খেয়াল-খুশী মত আইন প্রণয়ন ও বিচার কার্য পরিচালনা করায় জনসাধারণের উপর যুলুম-অত্যাচার হইতে থাকে। এমনি সময়ে তাবেয়ীনদের যুগের শেষ দিকে একদল বিজ্ঞ আলেম কুরআন ও সুন্নাহ্‌কে সামনে রাখিয়া এবং উহাদের মূলনীতি অনুসরণ করিয়া এমন একটি নেযামে হায়াত বা জীবন ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন যাহা সর্বযুগে এবং সর্বদেশে যাবতীয় সমস্যা সমাধানে সক্ষম। আজ ইহাই ফিক্‌হ ইসলামী নামে সকলের কাছে পরিচিত।

কুরআন ও সুন্নাহ্‌র মধ্যে জীবন-ব্যবস্থার হুকুম-আহকাম ও আইন কানূন ধারাবাহিকভাবে সাজানো নাই। এই সমুদয় আইন-কানুন কুরআন ও সুন্নাহ্‌র নানাস্থানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে। অতএব কোন সমস্যার উদ্ভব হইলে কুরআন ও সুন্নাহ হইতে আইন-কানূন খুঁজিয়া বাহির করিয়া সেই সমস্যার সমাধান করা বেশ সময়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এমতাবস্থায় 'ইসলাম একটি দুর্বোধ্য নীতি লইয়া আসিয়াছে' এমন একটি ধারণা সৃষ্টি হওয়ার যথেষ্ট আশংকা ছিল। উপরন্তু স্থান, কাল, অবস্থা ও পরিবেশের বিভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত সমস্যাদির সমাধান কল্পে কুরআনের আয়াত ও হাদীসসমূহের উৎস, শানে-নযুল

www.pathagar.com

পরিবেশ ও পরস্পর সম্পর্কের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়া তাহার একটি গবেষণামূলক ব্যাখ্যা দিয়া সুস্পষ্ট আইন প্রণয়ন করা সাধারণের পক্ষে মোটেই সম্ভব ছিল না। কাজেই ইসলামী আইনকে সহজবোধ্যকরণ এবং অল্পায়াসে উদ্ভূত সমস্যাদির সঠিক সমাধান বাহির করার জন্য একটি ধারাবাহিক ও সুবিন্যস্ত আইনশাস্ত্রের প্রয়োজন সকলেই মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছিলেন। আল্লাহ্‌র রহমতে ফিক্‌হ শাস্ত্র সংকলিত হওয়ায় মুসলিম সমাজের উক্ত অভাব চিরতরে দূরীভূত হইয়াছে। কুরআন ও সুন্নাহ্‌র বিভিন্নমুখী আয়াত ও হাদীসসমূহের শানে-নযুল, উৎস, পরিবেশ ও পরস্পরের সম্পর্ক সম্বন্ধে ফকীহ্‌গণ অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। এই সব বিষয় পূর্ণ বিবেচনাধীন রাখিয়াই তাঁহারা ফিক্‌হ শাস্ত্র সংকলন করিয়াছেন। এখন কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আইন বলিতে ফিক্‌হ শাস্ত্রকেই বুঝান হইয়া থাকে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফিক্‌হর উৎস

কুরআন ও সুন্নাহ ফিক্‌হের মূল উৎস। কুরআন সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য পথ প্রদর্শক। উহার নির্দেশিত পথ বা ব্যবস্থাদির কার্যকারিতা কিয়ামত পর্যন্ত সর্বকালে এবং সর্বপরিবেশে বাকী থাকিবে। আর কুরআন এই নির্দেশিত পথকে 'ইসলাম' নামে আখ্যায়িত করিয়াছে এবং ইহার আইন-কানূন ও সীমা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে—যাহার ব্যাখ্যা স্বয়ং মহানবী (সঃ) তাঁহার কাজ-কর্ম, কথাবার্তা ও অনুমোদন দ্বারা প্রদান করিয়াছেন। ইহারই বাস্তব এবং চূড়ান্ত রূপ ফিক্‌হ শাস্ত্র। অতএব ফিক্‌হের মূল ভিত্তি বা উৎস কুরআন ও সুন্নাহ্, এবং এই দুইয়ের আলোকে ফিক্‌হতত্ত্ববিদ সাহাবা ও তাবেয়ীগণের গবেষণামূলক অভিমত।

কুরআন

রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির আদি হইতে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত সুদীর্ঘ তেইশ বৎসরে ক্রমান্বয়ে কুরআন অবতীর্ণ হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী কখনও এক আয়াত কখনও কয়েকটি আয়াত, আবার কখনও সম্পূর্ণ একটি সূরা নাযিল হইত। প্রথম প্রথম ওয়ায-নসিহত ও সদোপদেশের আয়াত-সমূহ এবং পরবর্তী সময়ে হুকুম-আহকাম, মাস্‌আলা-মাসায়েল ও আইন কানূন সম্পর্কিত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। কুরআনের নির্দেশসমূহ মহানবী (সঃ) নিজে মানিয়া চলিতেন এবং সাহাবাগণকেও সেমতে চলিতে আদেশ দিতেন। শুধু আইন-কানূন সম্বন্ধেই কুরআনের প্রায় পাঁচশত

www.pathagar.com

আয়াত নাযিল হয়। বাকী আয়াতসমূহ ওয়ায-নসিহত ও ইতিহাস সম্পর্কিত। তবে এই ওয়ায-নসিহত ও ইতিহাসের মধ্য হইতেও কিছু আইন-কানূন বাহির করা হইয়াছে। কুরআনের আহকামকে মোট দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। যথা :

১. আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কযুক্ত আহ্‌কাম বা হক্কুল্লাহ্‌। ইহা আবার দুই প্রকার; যথা :

(ক) আল্লাহ্‌র সাথে প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত সম্পর্ক, যেমন : নামায, রোযা ও অন্যান্য নির্দিষ্ট ইবাদতসমূহ।

(খ) আল্লাহ্‌র সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক এবং সেই সাথে কোন কারণে তৃতীয় ব্যক্তির সাথেও সম্পর্ক, যেমন—যাকাত, সাদকা, জিহাদ ইত্যাদি।

২. হক্কুল ইবাদ বা মানবাধিকার। ইহা তিন প্রকার; যথা :

(ক) পারিবারিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত আহকাম; যেমন—বিবাহ, পরিবারের খোরপোশ, উত্তরাধিকারী আইন ইত্যাদি।

(খ) সামাজিক ব্যবস্থা ও কায়কারবার সম্পর্কিত আহকাম, যেমন ক্রয় বিক্রয়, ইজারা, হেবা, শুফা ইত্যাদি।

(গ) রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, বিচার ও জনকল্যাণ সম্পর্কিত, যেমন কিসাস, হদ, জিযিয়া ইত্যাদি।

সুন্নাহ

রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর আনুগত্য আমাদের উপর ফরয বলিয়া কুরআন ঘোষণা করিয়াছে। ধর্মীয় ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যাবতীয় নির্দেশ ও কাজ-কর্ম আল্লাহ্‌ প্রদত্ত ওহীর হুকুমের মধ্যেই গণ্য। সাহাবা-কিরাম (রাঃ) অক্ষরে অক্ষরে রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহারা রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-কে যাহা করিতে দেখিতেন বা তাঁহার নিকট হইতে যাহা শুনিতেন তাহাই আমল করিতেন। ঐ

www.pathagar.com

ব্যাপারে বিশেষ কোন জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন না। যেমন তাঁহারা রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-কে যেভাবে অযূ করিতে দেখিতেন, তাঁহার অনুকরণে ঠিক সেইভাবেই অযূ করিতেন। ইহাতে কতটুকু ফরয, কতটুকু ওয়াজিব এবং কতটুকু মুস্তাহাব তাঁহারা তাহা জানার প্রয়োজন বোধ করিতেন না। এই কারণে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সময়ে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব ইত্যাদি প্রকারভেদ দেখা যায় নাই। সাহাবা কিরাম (রাঃ) রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর নিকট এই সকল বিষয় সম্পর্কে অতি অল্পই প্রশ্ন করিতেন। তবে কোন সমস্যার উদ্ভব হইলে বা কোন কিছু জানার প্রয়োজন মনে করিলে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সে সম্পর্কে অবশ্যই প্রশ্ন করিতেন এবং রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তাহার সমাধান বলিয়া দিতেন। তবে এরূপ প্রশ্নের সংখ্যা অতি অল্প। মানব জাতির হেদায়েতের জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসূল নিজ হইতেই তাহা বলিয়া দিতেন।

সাহাবী ও তাবিয়ীগণের গবেষণামূলক অভিমত

প্রকাশ থাকে যে, ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণের মতে যে সকল মুসলিম জীবনে অন্তত একবার রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হইয়াছেন তাঁহারাই সাহাবা। অমুসলিম অবস্থায় সাক্ষাৎ পাইলে কিন্তু সাহাবা নয় অর্থাৎ ঈমানের সাথে রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ সাহাবা হওয়ার জন্য শর্ত। অতএব একজন লোক রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর যামানায় মুসলমান হইলেও রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর সাক্ষাতপ্রাপ্ত না হইলে তিনি সাহাবী নন। ঈমানের সাথে যাহারা কোন সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন, তাহারা তাবেয়ী। আর ঈমানের সাথে যাহারা কোন তাবেয়ীর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন তাহারা তাবে'-তাবেয়ী।

দশম হিজরীতে রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর ইন্তেকালের কিছু দিন পূর্বে হযরত মাআ'য (রাঃ)-কে ইয়ামনের কাযী নিযুক্ত করিয়া পাঠান হয়।

www.pathagar.com

তখন রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) হযরত মাআ'য (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন, " তুমি কিভাবে বিচার করিবে ? "

উত্তরে মাআ'য (রাঃ) বলিলেন, " কুরআন দ্বারা। "

রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, " কুরআনে যদি কোন বিশেষ বিষয়ের সমাধান না থাকে, তবে কি করিবে ? "

উত্তরে মাআ'য (রাঃ) বলিলেন, " রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর সুন্নাহ্‌ মুতাবিক বিচার করিব। "

রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, " যদি রসূলুল্লাহ্‌র সুন্নাতে উহার সমাধান না পাও, তবে কি করিবে ? "

মাআ'য (রাঃ) বলিলেন, " আমি ইজতিহাদ (গবেষণা) দ্বারা উহার সমাধান করিব। "

মাআ'য (রাঃ)-এর উত্তর শুনিয়া রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) খুব খুশী হইলেন।

(তিরমিযী, আবু দাউদ)

হযরত ওমর ফারুক(রাঃ) আপন কর্মচারী (প্রতিনিধি) হযরত আবু মূসা আশআ'রী (রাঃ)-এর নিকট প্রেরিত একটি দীর্ঘ ফরমানে লিখিয়াছেন :

الفهم الفهم فيما يختلج فى صدرك مما لم يبلغك فى القران و السنة اعرف الامثال و الاشباه ثم قس الامور عند ذلك فاعمد الى احبها الى الله و اشبهها بالحق فيما ترى ○

"ভাল করিয়া বুঝিয়া শুনিয়া ফায়সালা করিবে, বিশেষ করিয়া যে সকল মাসআলা কুরআন ও সুন্নাহ্‌ হইতে বুঝিতে না পার সেই সকল মাসআলায় পরস্পর সদৃশ মাসায়েলের অনুসন্ধান করিবে। তৎপর উহাতে কিয়াসের দ্বারা কাজ সমাধা করিবে। তখন যে জবাব আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় এবং ন্যায় ও সত্যের অধিকতর নিকটতম বলিয়া তোমাদের মনে হইবে তাহাই ইখতিয়ার করিবে।"

www.pathagar.com

কুরআন ও সুন্নাহ্‌ হইতে শরীআতের আহকাম বাহির করার জন্য গবেষণা চালানোর নাম ইজতেহাদ। ইহা দুই প্রকার; যথা :

১. কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট আয়াত বা বাক্য হইতে প্রত্যক্ষভাবে মাসআলা বাহির করা।

২. কুরআন ও হাদীস হইতে রচিত মাসায়েলের সাথে উপমার মাধ্যমে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া যুক্তি দ্বারা অনুরূপ বিষয়ের মাসআলা রচনা করা।

সাহাবা কিরাম (রাঃ) শুধু ঐ সকল মাসায়েল বা সমস্যার সমাধান দিয়া যান যাহার উদ্ভব বাস্তবে তাঁহাদের যুগেই হইয়াছিল। ভবিষ্যতে উদ্ভব হইতে পারে এইরূপ মাসায়েল বা সমস্যা নিয়া তাঁহারা কোন আলোচনা করেন নাই। তাঁহাদের সামনে যখনই কোন নূতন সমস্যার উদ্ভব হইত তখন তাঁহারা উহাতে ইজতেহাদ করিতেন। তাঁহারা প্রথমে কুরআনে, তৎপর হাদীসে উহার সমাধান খুঁজিতেন। যখন প্রত্যক্ষভাবে কুরআন ও হাদীসের কোথাও সেই বিশেষ সমস্যার সমাধান পাইতেন না তখন তাঁহারা উহাতে আরও গবেষণা চালাইতেন এবং উহাকে কুরআন ও হাদীস হইতে উদ্ভাবিত কোন নীতি বা ধারার অন্তর্ভুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেন।

কোন উদ্ভূত সমস্যা যদি সর্বসম্মতভাবে কোন নীতি বা ধারার অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে ইহাকে 'ইজমা' বলা হয়। এই 'ইজমা'ও শরীআতের একটি দলীল বা প্রমাণ; যেমন হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খিলাফত, মূলধন নিয়োগ ইত্যাদি। বিশ্বনবীর ইন্তেকালের পর খিলাফত বা প্রতিনিধিত্বের সমস্যা দেখা দিল। অতঃপর সকলে একমত হইয়া হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে খলীফা নিযুক্ত করিলেন। কুরআন ও সুন্নায় হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে খলীফা নিযুক্ত করার কোন স্পষ্ট নির্দেশ নাই। কিন্তু ইজমা' বা সর্বসম্মত অভিমত দ্বারা তাঁহার খিলাফতের বৈধতা প্রমাণিত হইয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে অপরের মাধ্যমে মূলধন নিয়োগের উল্লেখ

www.pathagar.com

কুরআন ও সুন্নার কোথাও নাই। একজনের নিকট প্রচুর অর্থ বা মূলধন রহিয়াছে। কিন্তু সে ব্যবসা করিতে জানে না বা পারে না। এখন যদি এই অর্থ কোন কারবারে না লাগান হয়, তবে জাতীয় বাণিজ্যের উন্নয়ন ব্যাহত হইতে পারে। ফকীহ্‌গণ এই সমস্যা নিয়া ইজতিহাদ বা গবেষণা করেন। যেহেতু স্বয়ং ব্যবসার মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের বিষয় সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট নির্দেশ আছে সেইহেতু তাহারা একটি নির্দিষ্ট হারে লাভ-লোকসানে অংশীদার হওয়ার শর্তে দুই ব্যক্তির একজনের অর্থ অপরকে দিয়া ব্যবসা পরিচালনাকে জায়েয বা বৈধ বলিয়া ঘোষণা করেন। সকল ফকীহ্‌ ইহাতে একমত। অতএব ইহার বৈধতা ইজমা' দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। এইরূপ ক্ষেত্রে সকলে একমত না হইলে মুফতী সাহাবিগণ নিজ নিজ ইজতেহাদ ও রায় মোতাবেক মাসআলা বর্ণনা করিতেন। ইহাকেই কিয়াস বলে। মতভেদের অবস্থায় যে কোন একজন মুফতী-সাহাবীর রচিত মাসআলা মতে আমল করিলেই চলিবে বলিয়া মনে করা হইত। সাধারণত জনসাধারণ তাহাদের নিজ নিজ শহরের মুফতী সাহাবী (রাঃ) এবং তাঁহাদের প্রবীণ ছাত্রদের অনুকরণ করিত।

কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা মীমাংসিত কোন বিষয়ের সাথে অনুরূপ কোন বিষয়কে উপমা দ্বারা সাদৃশ্য বিধান করিয়া উপমানের হুকুম বা সমাধান উপমেয়ের উপর আরোপ করাকে কিয়াস বলে। যেমন কোন জিনিস ধার-কর্জের মাধ্যমে আদান-প্রদানে কমবেশী করা জায়েয বা বৈধ নহে। যতটুকু ধার লইবে একই গুণাগুণবিশিষ্ট হইলে ঠিক সেই পরিমাণই পরিশোধ করিবে। ইহাতে সামান্য কমবেশী করাও জায়েয হইবে না। হাদীস শরীফে স্বর্ণ, রৌপ্য, খেজুর, যব, বার্লি, লবণ—মাত্র এই ছয়টি দ্রব্য ধার-কর্জের মাধ্যমে আদান-প্রদানে কমবেশী করাকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। এখন ফকীহগণ এই ছয়টি দ্রব্যের উপর কিয়াস করিয়া চুনা, সুরকী ও অন্যান্য সকল প্রকার সমগুণাগুণবিশিষ্ট দ্রব্যেরও ধার-কর্জের আদান-প্রদানে কমবেশী করাকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করি-

www.pathagar.com

য়াছেন। অতএব উল্লিখিত ছয়টি দ্রব্য ছাড়া বাকী সকল দ্রব্যের লেন-দেনে কমবেশ করার অবৈধতা কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবা কিরামের যুগেই ফিক্‌হী মাসআলা রচনার চারটি মূল ভিত্তি বা উৎস নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে, যথা কুরআন, সুন্নাহ্‌, ইজমা ও কিয়াস। বস্তুত কুরআন ও সুন্নাহ্‌ ফিক্‌হের মূল উৎস। ইজমা ও কিয়াসকে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র সম্প্রসারণ বা ব্যাখ্যা বলা চলে। তবে ইজমা ও কিয়াসের ব্যাপারে সামান্য মতভেদ আছে যাহা যথাস্থানে বর্ণনা করা হইবে।

ফিক্‌হী মাসআলায় মতভেদের কারণ

মহানবী (সঃ)-এর ইন্তেকালের পর অনেক নূতন দেশে ইসলামের বিজয় নিশান উড্‌ডীন হয় এবং সেই সাথে অনেক নিত্য-নূতন সমস্যারও উদ্ভব হইতে থাকে। এই সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য কুরআন ও হাদীসের মৌলিক নীতিসমূহের ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন দেখা দেয়। যেমন কোন ব্যক্তি ভুলবশত নামাযের কোন আমল ছাড়িয়া দিল। এখন তাহার নামায হইল কিনা তাহা নির্ণয় করার জন্য নামাযের কতটুকু ফরয ও ওয়াজিব, যাহা অনাদায়ে নামায নষ্ট হইয়া যায় আর কতটুকু সুন্নাত ও মুস্তাহাব, যাহা অনাদায়ে নামায সম্পূর্ণ নষ্ট হয় না, তাহা জানা একান্ত অপরিহার্য হইয়া দাঁড়ায়। এভাবে আরও অনেক সমস্যা দেখা দেয়। আর এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ইসলামের যাবতীয় নির্দেশাবলী তথা হুকুম-আহকামের পার্থক্য নিরূপণ করার জন্য ফকীহগণ বিভিন্ন নীতি অবলম্বন করেন এবং এই ব্যাপারে অত্যন্ত সঙ্গত কারণে তাহাদের সকলের একমত হওয়া কিছুতেই সম্ভব ছিল না। অতএব তাঁহারা বিভিন্নমুখী অভিমত প্রদান করেন। শরয়ী' মাসআলায় মতভেদ হওয়ার মূল কারণ ইহাই। কোন কোন ক্ষেত্রে সাহাবা কিরামের কুরআন ও হাদীসের

www.pathagar.com

জ্ঞানের তারতম্য হেতুও মাসআলায় মতভেদ হইয়াছে, কেননা ইসলাম একই সময় হঠাৎ পুর্ণতা লাভ করে নাই। ক্রমে ক্রমে দীর্ঘ ২৩ বৎসরে ইহা পূর্ণতায় পৌঁছিয়াছে। স্থান বিশেষে ইসলামের নির্দেশাবলীর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হইয়াছে। সর্বক্ষেত্রে সর্ব স্থানে সকল সময় সকল সাহাবীর রসূলুল্লাহ্‌(সঃ)-এর সাথে অবস্থান করাও সম্ভব ছিল না। কাজেই সকল সাহাবী (রাঃ)-এর সকল মাসআলাতে সমান জ্ঞান থাকাও সম্ভব ছিল না। যিনি যতটুকু রসূলুল্লাহ্‌(সঃ)-এর নিকট হইতে শুনিয়াছেন বা রসূলুল্লাহ্‌(সঃ)-কে করিতে দেখিয়াছেন, তিনি ঠিক ততটুকুই করিয়াছেন বা বলিয়াছেন। কাজেই কোন কোন মাসআলায় মতভেদ হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। মোটামুটি তিনটি কারণে মাসআলায় মতভেদ হইয়াছে। যেমন :—

১. কুরআন ও হাদীসের শব্দার্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে মতভেদ। যেমন পবিত্র কুরআনে আছে :— وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ — অর্থাৎ "তালাকপ্রাপ্তা নারী তিন রজঃস্রাবকাল (শুচিকাল) প্রতীক্ষায় থাকিবে।"

এখানে 'কুরূ' শব্দের অর্থ দুই জন ইমাম দুইভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। অভিধানে 'কুরূ' শব্দের অর্থ 'হায়েয' ও 'তহুর'। 'হায়েয' অর্থ নারীর ঋতুস্রাব কাল, আর 'তহুর' অর্থ দুই ঋতুস্রাবের মধ্যবর্তী শুচিকাল।

'তহুর' অবস্থায়ই স্ত্রীকে তালাক দিতে হয়, ইহাই শরীয়তের হুকুম। ইহাতে কাহারও মতভেদ নাই। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) 'কুরূ' শব্দকে হায়েয অর্থে আর ইমাম শাফী (রঃ) তহুর অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেন : قُرُوءٍ শব্দের পূর্বে ثَلَاثَةَ শব্দ রহিয়াছে। ثَلَاثَةَ অর্থ তিন। এই তিন শব্দটি একটি 'খাস' শব্দ, যাহার অর্থ হইতেছে দুই ও চারের ঠিক মধ্যবর্তী একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা।

www.pathagar.com

ইহার মধ্যে কোন কমবেশ হইতে পারে না। 'কুরূ' অর্থ হায়েয ধরিলে 'তিন' শব্দটির অর্থ ঠিকই থাকে। কেননা যেই 'তহুরে' তালাক দেওয়া হয় সেই 'তহুরের' পরে পরপর তিনটি পূর্ণ হায়েয গণনা করা যায়। কিন্তু 'কুরূ' অর্থ 'তহুর' ধরিলে তিনটি পূর্ণ 'তহুর' গণনা করা যায় না। 'তহুর' ধরিলে হয় তিনের বেশী হইবে, নয় তিনের কম হইবে। যেই 'তহুরে' তালাক দেওয়া হয়, সেই 'তহুর' যদি হিসাবে ধরা হয়, তবে তিনের কম হইবে যেহেতু তালাক দেওয়ার পূর্বে সেই 'তহুরের' কিছু না কিছু সময় নিশ্চয় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। কাজেই তিন তহুর পূর্ণ হইল না। আর যে 'তহুরে' তালাক দেওয়া হইয়াছে সেই 'তহুর' যদি হিসাবে ধরা না হয়, তবে তিন 'তহুরের' বেশী হইবে, যেহেতু তালাক দেওয়ার পরেও সেই 'তহুরের' কিছু না কিছু সময় নিশ্চয় বাকী থাকিয়া যায়। অতএব 'কুরূ' অর্থ হায়েয।

ইমাম শাফী (রঃ) বলেন, 'কুরূ' শব্দের অর্থ হায়েয ও তহুর দুই-ই হয়। হায়েয স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ এবং 'তহুর' পুংলিঙ্গ বাচকশব্দ। আর এখানে 'কুরূ' পুংলিঙ্গ বাচক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, যেহেতু আরবী ব্যাকরণের একটি ধারা এই যে, عدد (আদদ) অর্থাৎ সংখ্যা ও معدود (মা'দূদ) অর্থাৎ সংখ্যা দ্বারা নির্দেশিত বস্তু—এই দুইটির একটির লিঙ্গ অন্যটির লিঙ্গের বিপরীত হয়। অতএব 'আদদ' যদি স্ত্রীলিঙ্গ হয় তবে মা'দূদ পুংলিঙ্গ হইবে। এখানে "আদদ সালাসাতুন" শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ। কাজেই "মা'দূদ কুরূ" শব্দটি পুংলিঙ্গবাচক হইবে। অতএব তহুর যেহেতু পুংলিঙ্গবাচক শব্দ, সেইহেতু 'কুরূ' শব্দটিও তহুর অর্থেই ব্যবহৃত হইবে।

অতএব উক্ত আয়াতের অর্থ ইমাম আবূ হানিফা (রঃ)-এর মতে, তালাকপ্রাপ্তা নারী অন্য স্বামী গ্রহণ করার পূর্বে তিন হায়েয প্রতীক্ষা করিবে অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা নারী তিন ঋতুস্রাব কাল ইদ্দত পালন করার পর অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারিবে। আর ইমাম শাফী (রঃ)-এর

www.pathagar.com

মতে, তালাকপ্রাপ্তা নারী অন্য স্বামী গ্রহণ করার পূর্বে তিন তুহুর প্রতীক্ষা করিবে অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা নারী তিন শুচিকাল ইদ্দত পালন করার পর অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারিবে।

২. মাসআলার উত্তর প্রদানকারী সাহাবা কিরাম (রাঃ)-এর কুরআন ও হাদীসে জ্ঞানের তারতম্য।

৩. মাসআলা রচনায় নীতিগত পার্থক্য।

মোটের উপর এই মতভেদ খুলাফা-ই-রাশেদীন, মুফতী সাহাবী (রাঃ) ও মুফতী তাবেয়ীনদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। খুলাফা-ই-রাশেদীনের যুগে ও তৎপরবর্তী সময় ফকীহ সাহাবিগণ বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়িলেন এবং নও-মুসলিমদিগকে ফিক্‌হ শিক্ষা দিতে লাগিলেন। যে সাহাবা (রাঃ) ও যে ফকীহ যে দেশে গিয়াছেন, সেই দেশের লোক সেই সাহাবী (রাঃ)-এর মতে প্রভাবান্বিত হন। প্রথম প্রথম এই মতভেদ অতি সামান্য ছিল। ক্রমে ক্রমে উহা প্রকট আকার ধারণ করে যার ফলে সুবিন্যস্ত ফিক্‌হ শাস্ত্রের সংকলন অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

ফিক্‌হর ক্রমবিকাশ

হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ ছিল। জাতীয় পর্যায়ে তাহাদের মধ্যে কোন মতভেদই ছিল না। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খিলাফতের শেষভাগে মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক মতানৈক্য শুরু হয়। হযরত আলী (রাঃ)-এর খিলাফতকালে এই মতানৈক্য ভীষণ রক্তক্ষয়ীরূপ ধারণ করে। খুলাফা-ই-রাশেদীনের পর রাজনৈতিক ভিত্তির উপর মযহাবী সম্প্রদায়েরও উদ্ভব হইতে থাকে এবং মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে খারেজী ও শিয়া নামক দুইটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়।

বর্তমানে খারেজীদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিদ্যমান নাই। শিয়া সম্প্রদায় প্রায় সর্বত্রই আজ পর্যন্ত বিদ্যমান আছে। খারেজীগণ শুধু কুরআন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর যামানার হাদীসসমূহকে 'ওয়াজিবুল আমল' মনে করিত। শিয়াগণ প্রথম প্রথম এই নীতির উপর বেশী কড়াকড়ি করিত না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে কড়াকড়ি করিতে থাকে এবং এই ভাবধারায় একটি স্বতন্ত্র ধর্মীয় সম্প্রদায়ের রূপ ধারণ করে।

খিলাফতে বনী উমাইয়্যার মধ্যভাগে ইসলামের আলেম সম্প্রদায় দুই দলে বিভক্ত হইয়া যায়। ইহাদের একদল আহ্‌লে হাদীসের জামা-আত। তাঁহারা শুধু প্রকাশ্য কুরআন ও হাদীস মতেই আমল করা প্রয়োজন মনে করিতেন এবং কিয়াস ও রায় দ্বারা মাসআলা সম্পর্কে গবেষণা করার পক্ষপাতী ছিলেন না। আর দ্বিতীয় দল হইলেন আহ্‌লে-রায়। তাঁহারা প্রকাশ্য কুরআন ও হাদীস মতে আমল করা যেমন অপরিহার্য মনে করিতেন, তেমনি যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে কুরআন ও

www.pathagar.com

হাদীস হইতে গবেষণালব্ধ হুকুমের উপর আমল করারও প্রয়োজন মনে করিতেন। যে সকল মাসআলা বাস্তবে দেখা দেয় নাই সেই সকল মাসআলার অনুসন্ধান ও গবেষণা করাকে প্রথম দল গুণাহের কাজ মনে করিতেন। আর দ্বিতীয় দল যুক্তি ও কারণ দর্শাইয়া বাস্তবে সংঘটিত মাসআলার শাখা-প্রশাখা বাহির করিয়া ভবিষ্যতে উদ্ভব হইতে পারে এমন সমস্যার সমাধান করার প্রতিও আগ্রহী ছিলেন।

হিজাজবাসিগণের অধিকাংশই আহ্‌লে হাদীস ছিলেন। আর ইরাকবাসিগণের অধিকাংশই ছিলেন আহ্‌লে রায়। হিজাযবাসিগণের মধ্যে ইমাম মালিক (রঃ)-এর উস্তাদ ইমাম রবী'আতুর রায় (রঃ) বিশেষ বিখ্যাত এবং ইরাকবাসীদের মধ্যে ইব্রাহীম নখ'ঈ (রঃ) এবং তাঁহার ছাত্র ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর উস্তাদ ইমাম হাম্মাদ ইবনে আবী সলমান (রঃ) সর্বাধিক বিখ্যাত ছিলেন।

হিজরী প্রথম শতাব্দীয় শেষের দিকে হাদীস বর্ণনার আধিক্য এবং উহার নীতি-নির্ধারণীর ক্ষেত্রে বিতর্কের ফলে মাসআলায় মতভেদের সৃষ্টি হয়। এই বিতর্কের ফলে হাদীসে নববী বিলুপ্ত হওয়ার আশংকা দেখা দিলে বনী উমাইয়্যা খলীফা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ) হাদীস সংকলনের নির্দেশ দিয়া হাদীস সংরক্ষণের উপায় উদ্ভাবন করেন।

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুতে আহ্‌লে হাদীস ও আহ্‌লে রায়ের শ্রেণীবিভাগের ফলে ফিক্‌হ শাস্ত্রেও এই বিতর্কের সৃষ্টি হয় যে, হাদীস কি ফিক্‌হ শাস্ত্রের মূল এবং কুরআনের পূর্ণতাকারী? যদি তাহাই হয় তবে উহার উপর ভরসা করার পদ্ধতি কি?

একই বিষয়ে বিভিন্নমুখী বহু হাদীস হওয়ার কারণে ইখতিলাফী হাদীসসমূহের তরজীহ বা প্রাধান্য দেওয়ার নীতিতে কিয়াসের ইখতিলাফ, রায় ও ইস্‌তিহ্‌সানের দ্বারা মাসআলা রচনায় মতভেদ, ইজমা' ফিক্‌হ শাস্ত্রের উৎস কি-না উহাতে মতভেদ, আদেশ ও নিষেধাজ্ঞাসূচক শব্দসমূহের ধরন ও ধারণে মতভেদ ইত্যাদি কারণে দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম

www.pathagar.com

চতুর্থাংশে মাসায়েল ও উহার রচনানীতি উভয় ক্ষেত্রেই আলেম সমাজের মধ্যে মতানৈক্য বিরাজমান ছিল। এই মতভেদের সুযোগে আমীর ও বিচারকগণ নিজেদের খেয়াল-খুশীমত বিচার-আচার করিয়া জনসাধারণের উপর যথেষ্ট যুলুম করিতে থাকেন।

সাধারণ মানুষ একই প্রকৃতির ঘটনায় বিচারকদের বিভিন্নমুখী রায় দানের ফলে অস্থির হইয়া উঠে। তাহাদের সামনে মাসআলাসমূহের শ্রেণীবদ্ধ ও সম্পাদিত কোন রূপ ছিল না। জাতীয় কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক সমস্যাবলী পৃথক আইন-কানুন রচনা ও সম্পাদনার প্রয়োজনীয়তা দাবী করিতেছিল। এহেন অবস্থায় ইসলামকে বাঁচাইয়া রাখার জন্য শ্রেণীবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত ফিক্‌হ ও উসূলে ফিক্‌হ সংকলন ও সম্পাদনা অতি জরুরী হইয়া পড়ে যাহাতে ইহা দ্বারা বর্তমানে উদ্ভূত সমস্যাসমূহের সাথে সাথে ভবিষ্যতে উদ্ভূত সমস্যাসমমূহেরও সমাধান করা যায়। ইমামে আযম হযরত আবু হানিফা (র:)-ই সর্বপ্রথম এই প্রয়োজনের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন এবং খিলাফতে বনী উমাইয়্যার পতনের পর আপন ছাত্রদের মধ্য হইতে এক জামাআতকে সঙ্গে নিয়া ফিক্‌হশাস্ত্র সম্পাদনায় আত্ম-নিয়োগ করেন। 'ফিহরিস্তে ইবনে নদীম' গ্রন্থে ইমামুল মুহাদ্দিসীন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (র:) বলিয়াছেন :

لقد زان البلاد و من عليها
امام المسلمين ابو حنيفة
باثار و فقه فى حديث
كايات الزبور على الصحيفة
فما فى المشرقين له نظير
و لا بالمغربين و لا بكوفة

"সহিফার আলোকে যাবুর কিতাবের আয়াতসমূহ যেরূপ যাচাই করা হইয়াছে, তেমনি শহর ও শহরবাসিগণ হাদীসের জ্ঞানে ও উহার অনুসরণের ব্যাপারে এবং ফিক্‌হ শাস্ত্রে ইমামুল মুসলিমীন হযরত আবু হানিফা

www.pathagar.com

(রঃ)-কে যাচাই করিয়া দেখিলেন, প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই, কুফাতেও কেহ নাই।"

ইমাম শাফী (রঃ)-এর বিখ্যাত ছাত্র ইমাম মযনী (রঃ) বলিয়াছেন :

ابو حنيفة اول من دون علم الفقه و افرده بالتاليف من بين الاحاديث النبوية و بوبه فبداء بالطهارة ثم بالصلوة ثم بالسائر العبادات ثم المعاملات الى ان ختم الكتاب بالمواريث و تفاه فى ذلك مالك بن انس و تفاه ابن جريج و هشيم ○

"তিনিই ইমাম আবু হানিফা (রঃ) যিনি সর্বপ্রথম ইলমে ফিক্‌হ সম্পাদন করিলেন। হাদীসে নববীর পাশাপাশি ফিক্‌হ শাস্ত্রের স্বতন্ত্র গ্রন্থ সংকলন করিলেন। ইহাকে অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিভক্ত করিলেন। তিনি ইহাকে তাহারাত (পবিত্রতা) হইতে শুরু করিয়াছেন, তৎপর নামায, তৎপর অন্যান্য ইবাদত, অতঃপর মুআ'মিলাত এবং অবশেষে ইলমে ফরায়েযে কিতাব সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার পর হযরত ইমাম মালেক ইবনে আনাস (রঃ), তাঁহার পর জরীজ (রঃ) এবং হাশীম (রঃ) অনুরূপভাবে ফিক্‌হ সংকলন করেন।"

মুফতী সাহাবী

শরীয়তে অভিজ্ঞ কোন জ্ঞানী কর্তৃক ইবাদত ও বাস্তব-জীবনের কোন ঘটনা বা সমস্যার ধর্মীয় ফায়সালা বা সমাধানকে ফতওয়া এবং ঐ অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে মুজতাহিদ ও মুফতি বলা হয়।

আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের ফায়সালাই ইসলামের আসল ফায়সালা এবং সমাধান। অতএব কুরআন ও সুন্নাহ্‌র উপর ভিত্তি করিয়া যে ফায়াসালা হয় সেই ফায়সালাই সঠিক ফায়সালা। রসূলুল্লাহ্‌র যুগে এই

www.pathagar.com

গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল কাজটি খোদ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথেই সম্পর্কিত ছিল। তবে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিকট হইতে ফায়েয পাইয়া এবং নিজেদের সুগভীর জ্ঞান ও সচ্চরিত্রের উপর ভিত্তি করিয়া একদল সাহাবীও এই কাজের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছিলেন। তাই মৃত্যুর পূর্বেই রসূলুল্লাহ (সঃ) কোন কোন সাহাবীকে ফায়সালার অনুমতি দিয়াছিলেন এবং উহার নিয়ম-কানূনও স্বয়ং তাঁহাদিগকে শিক্ষা দেন। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইন্তেকালের পর খুলাফা-ই-রাশেদীনের যুগে ও তৎপরে খুলাফা-ই-রাশেদীন ও অন্যান্য মুফতী-সাহাবীগণ (রাঃ) এই পবিত্র দায়িত্ব পালন করিতেন। যে সকল মুফতী সাহাবী (রাঃ)-এর ফতওয়া রক্ষিত আছে, নারী-পুরুষ মিলিয়া তাঁহাদের সংখ্যা ১৪৯ জন। তাঁহাদিগকে তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। যেমন ঃ

১. বহু সংখ্যক মাসআলার ফতওয়াদাতা সাহাবী (রাঃ)। তাঁহাদিগকে ফিক্‌হের পরিভাষায় মুকাসসিরীন (مكثرين) বলা হয়।

২. মধ্যম সংখ্যক মাসআলার ফতওয়াদাতা সাহাবী (রাঃ)। তাঁহাদিগকে ফিক্‌হের পরিভাষায় মুতাওয়াস্‌সিতীন (متوسطين) বলা হয়।

৩. অল্প সংখ্যক মাসআলার ফতওয়াদাতা সাহাবী (রাঃ)। তাঁহাদিগকে ফিক্‌হের পরিভাষায় মুকাল্লীন (مقلين) বলা হয়।

১. মুকাস্‌সিরীন

মুকাস্‌সিরীন ঐ সকল সাহাবী কিরাম (রাঃ) যাঁহাদের প্রত্যেকের এত অধিক সংখ্যক ফতওয়া বর্ণিত ও রক্ষিত আছে যাহা স্বতন্ত্রভাবে সংকলন করিলে প্রত্যেকেরই এক একটি বিরাট কিতাব হইয়া যাইবে। এই স্তরের সাহাবী (রাঃ) সংখ্যায় ছিলেন সাত জন। যেমন ঃ

১. দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)। মৃত্যু ২৩ হিজরী।

২. চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রাঃ)। মৃত্যু ৪০ হিজরী।

www.pathagar.com

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)। প্রথম কাতারের মুসলমান ছিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। মৃত্যু ৩২ হিজরী।

৪. উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়শা (রাঃ)। প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কন্যা এবং রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এক মাত্র কুমারী স্ত্রী ছিলেন। তিনি সাহাবীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় ফকীহ ছিলেন। মৃত্যু ৫৭ হিজরী।

৫. হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)। তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যুগে 'কাতিবে ওহী' ছিলেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খিলাফতকালে কুরআন সংগ্রহ ও সংকলনের দায়িত্ব পালন করেন।

৬. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)। তিনি মক্কাবাসীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় ফকীহ ও মুফাসসির ছিলেন। মৃত্যু ৬৮ হিজরী।

৭. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)। তিনি মদীনার বড় ফকীহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। মৃত্যু ৭৩ হিজরী।

২. মুতাওয়াসসিতীন

মুতাওয়াসসিতীন হইতেছেন ঐ সকল সাহাবা কিরাম (রাঃ), যাঁহাদের ফতওয়াসমূহ সংকলিত হইলে স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকেরই এক একটি ছোট কিতাব হইয়া যাইবে। তাঁহারা সংখ্যায় ছিলেন বিশজন। যেমন :

১. প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ)। মৃত্যু ১৩ হিজরী।

২. উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)। তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সহধর্মিণী ছিলেন। মৃত্যু ৬২ হিজরী।

৩. হযরত আনাস (রাঃ)। তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খাদেম ছিলেন। দশ বৎসর রসূলুল্লাহ্‌র খেদমত করিয়াছেন। মৃত্যু ৯৩ হিজরী।

www.pathagar.com

৪. হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)। তিনি বহু হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। মৃত্যু ৫৮ হিজরী।

৫. তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান (রাঃ)। মৃত্যু ৩৫ হিজরী।

৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আ'স (রাঃ)। তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যুগে জামে' হাদীস এবং পরহেজগার সাহাবীদের অন্যতম ছিলেন। মৃত্যু ৬৫ হিজরী।

৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ)। তিনি ১ম হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

৮. হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)। তিনি মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সপ্তম হিজরীতে মদীনায় হিজরত করেন। তিনি খুলাফা-ই-রাশেদীনের যুগে বসরা ও কুফার গভর্নর ছিলেন এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর খিলাফত কাল হইতে মক্কায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। মৃত্যু ৫২ হিজরী।

৯. হযরত সাআ'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ)। তিনি আশারা-ই-মুবাশ্‌শিরার একজন ছিলেন। মৃত্যু ৫২ হিজরী।

১০. হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)। তিনি 'মুবাশ্‌শিরাহ বিল-জান্নাত' ছিলেন। মৃত্যু ৩৫ হিজরী।

১১. হযরত জাবির (রাঃ)। তিনি আনসার ছিলেন। মৃত্যু ৭৪ হিঃ।

১২. হযরত মা'আয ইবনে যবল (রাঃ)। তিনি হিজরতের পূর্বে দ্বিতীয় আকাবার কালে ইসলাম গ্রহণ করেন। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যুগে ইয়ামনের কাযী ও মুয়াল্লিম ছিলেন। মৃত্যু ১৮ হিজরী।

১৩. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ)। তিনি বহু সংখ্যক হাদীস মুখস্থকারীদের অন্যতম ছিলেন। মৃত্যু ৭৪ হিজরী।

১৪. হযরত তালহা (রাঃ)। তিনি আশারা-ই-মুবাশ্‌শিরার একজন ছিলেন। মৃত্যু ৩৬ হিজরী।

www.pathagar.com

১৫. হযরত যুবাইর (রাঃ)। তিনিও আশারা-ই-মুবাশ্‌শিরার একজন ছিলেন। মৃত্যু ৩৬ হিজরী।

১৬. হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ)। তিনি আশারা-ই মুবাশ্‌শিরার একজন ছিলেন। মৃত্যু ৩২ হিজরী।

১৭. হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ)। তিনি ৭ম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। মৃত্যু ৫২ হিজরী।

১৮. হযরত আবু বকরাহ্ (রাঃ)। তিনি তায়েফের যুদ্ধে ইসলাম গ্রহণ করেন। মৃত্যু ৫১ হিজরী।

১৯. হযরত ওবায়দাহ ইবনে সামেত (রাঃ)। তিনি আনসার ও রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর যুগে মদীনার অন্যতম ফকীহ্ এবং হাম্‌স ও রমলার কাযী ছিলেন। মৃত্যু ৩৪ হিজরী।

২০. হযরত আমীর-ই-মুয়াবিয়াহ্ (রাঃ)। তিনি মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি খিলাফতে বনী উমাইয়্যার প্রতিষ্ঠাতা। মৃত্যু ৬০ হিজরী।

৩. মুকাল্লীন

মুকাল্লীন হইতেছেন ঐ সমস্ত সাহাবা কিরাম (রাঃ), যাঁহাদের বর্ণিত ফতওয়ার সংখ্যা অতি অল্প। এই স্তরের কোন কোন সাহাবী কিরাম (রাঃ) হইতে মাত্র একটি কি দুইটি ফতওয়া বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহাদের সমস্ত ফতওয়া একত্রে সংকলন করিলে একখানা ছোট কিতাব হইতে পারে। এই স্তরের সাহাবী (রাঃ) সংখ্যায় ১২২ জন। যেমন :

১. হযরত আবু দারদা (রাঃ)
২. ,, আবুল অলীদ (রাঃ)
৩. ,, আবু সলমা মাখ্‌যুমী (রাঃ)
৪. হযরত আবু ওবাইদা ইবনিল জাররাহ্ (রাঃ)
৫. হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রাঃ)

www.pathagar.com

৬. হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)
৭. ,, ইমাম হুসাইন (রাঃ)
৮. ,, নু'মান বিন বশীর (রাঃ)
৯. ,, আবু মাসউদ (রাঃ)
১০. ,, উবাই বিন কা'ব (রাঃ)
১১. ,, আবু আইয়ুব (রাঃ)
১২. ,, আবু তালহা (রাঃ)
১৩. ,, আবু যর (রাঃ)
১৪. ,, ইমাম আতিয়াহ (রাঃ)
১৫. উম্মুল মুমিনীন হযরত সুফিয়া (রাঃ)
১৬. উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রাঃ)
১৭. উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ)
১৮. হযরত উসামা বিন যায়েদ (রাঃ)
১৯. ,, জাফর বিন আবী তালিব (রাঃ)
২০. ,, বরা বিন আ'যিব (রাঃ)
২১. ,, কুরাযাহ বিন কা'ব (রাঃ)
২২. ,, নাফে' (রাঃ)
২৩. ,, মিকদাদ বিন আসওয়াদ (রাঃ)
২৪. ,, আবুস্‌ সানাবিল (রাঃ)
২৫. ,, জারদাদ (রাঃ)
২৬. হযরত আবদী (রাঃ)
২৭. ,, লাইলী বিনতে কাইফ (রাঃ)
২৮. ,, আবু মাহযুরাহ (রাঃ)
২৯. ,, আবু সারীহ (রাঃ)
৩০. ,, আবু বুরযাহ (রাঃ)
৩১. ,, আসমা বিনতে আবী বকর (রাঃ)
৩২. ,, উম্মে শরীক (রাঃ)
৩৩. ,, খাওলা বিনতে তাওবিত (রাঃ)
৩৪. ,, উসাইদ বিন হুযাইর (রাঃ)
৩৫. ,, দিহাক বিন কয়েস (রাঃ)
৩৬. ,, হাবীব বিন মুসলিমাহ (রাঃ)
৩৭. ,, আবদুল্লাহ বিন আনিস (রাঃ)
৩৮. ,, হুযাইফা ইবনুল ইয়ামানী (রাঃ)
৩৯. ,, সামামাহ ইবনিল আসাল (রাঃ)
৪০. ,, আম্মার বিন ইয়াসার (রাঃ)
৪১. ,, আমর বিন আ'স (রাঃ)
৪২. ,, আবুল গাদিয়াতুস্‌ সাল্‌মী (রাঃ)
৪৩. ,, উম্মে দারদা-ইল্‌-কুবরা (রাঃ)
৪৪. ,, দিহাক বিন খলীফাই মাযুনী (রাঃ)
৪৫. ,, হেকাম বিন আমর গিফারী (রাঃ)
৪৬. ,, ওয়াবিসাহ বিন মা'বাদ্‌ আল-আসাদী (রাঃ)
৪৭. ,, আবদুল্লাহ বিন জাফর বর-মকী (রাঃ)
৪৮. ,, আউফ বিন মালেক (রাঃ)
৪৯. ,, আদী বিন হাতেম (রাঃ)

www.pathagar.com

৫০ হযরত আবদুল্লাহ বিন আবী আওফা (রাঃ)
৫১. ,, আবদুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ)
৫২. ,, আমর বিন আবসাহ (রাঃ)
৫৩. ,, ইতা'ব বিন উসাইদ (রাঃ)
৫৪. ,, ওসমান বিন আবুল আস (রাঃ)
৫৫. ,, আবদুল্লাহ বিন সারহাস (রাঃ)
৫৬. ,, আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহাহ (রাঃ)
৫৭. ,, আকীল বিন আবী তালিব (রাঃ)
৫৮. ,, আয়েয বিন আমর (রাঃ)
৫৯. ,,আবু কুতাদাহ আবদুল্লাহ বিন মুয়াজ্জায (রাঃ)
৬০. ,, উ'মাই বিন সু'লাহ (রাঃ)
৬১. ,, আবদুল্লাহ বিন আবী বকর (রাঃ)
৬২. ,, আবদুর রহমান বিন আবী বকর (রাঃ)
৬৩. ,, আতিকাহ বিন যায়েদ বিন আমর (রাঃ)
৬৪. ,, আবদুল্লাহ বিন আউফ যুহরী (রাঃ)
৬৫. ,, সাআ'দ বিন মা'আ'য (রাঃ)
৬৬. ,, সাআ'দ বিন ওবাদাহ (রাঃ)
৬৭. ,, আবু মুসাইয়্যাব (রাঃ)
৬৮. ,, কায়েস বিন আসাদ (রাঃ)
৬৯. ,, আবদুর রহমান বিন সহল (রাঃ)
৭০. ,, সামারাহ বিন জন্দব (রাঃ)
৭১. ,, সহল বিন সাআদিস সাদী (রাঃ)
৭২. হযরত আমর বিন মাকরান (রাঃ)
৭৩. ,, সাওবিদ বিন মাকরান (রাঃ)
৭৪. ,, মুয়াবিয়াহ বিন হেকাম (রাঃ)
৭৫. ,, সুহলা বিন সাহীল (রাঃ)
৭৬. ,, আবু হুযাইফা বিন আতবাহ (রাঃ)
৭৭. ,, সালমাহ বিন আকু' (রাঃ)
৭৮. ,, যায়েদ বিন আরকাম (রাঃ)
৭৯. ,, জরীর বিন আবদুল্লাহিল বজলী (রাঃ)
৮০. ,, জাবের বিন সালমাহ (রাঃ)
৮১. ,, উম্মুল মুমিনীন জুওয়াইরিয়াহ (রাঃ)
৮২. ,, হাস্‌সান বিন সাবেত (রাঃ)
৮৩. ,, হাবীব বিন আদী (রাঃ)
৮৪. ,, কাদামাহ বিন মাযউ'ন (রাঃ)
৮৫. ,, ওসমান বিন মাযউন (রাঃ)
৮৬. ,, উম্মুল মুমিনীন মাইমুনাহ (রাঃ)
৮৭. ,, মালেক বিন হুয়াইরিস (রাঃ)

www.pathagar.com

৮৮. হযরত আবু আমামাহ বাহেলী (রাঃ)
৮৯. ,, মুহাম্মদ বিন মুসলিমাহ (রাঃ)
৯০. ,, খিবাব ইবনিল ইর্‌স (রাঃ)
৯১. ,, খালিদ বিন ওলীদ (রাঃ)
৯২. ,, যমরাহ বিন ফয়েয (রাঃ)
৯৩. ,, তারিক বিন শিহাব (রাঃ)
৯৪. ,, যহীর বিন রাফি' (রাঃ)
৯৫. ,, রাফি' বিন খাদিজ (রাঃ)
৯৬. ,, সায়্যেদাতুন্ নিসা ফাতিমা (রাঃ)
৯৭. ,, ফাতিমা বিনতে কয়েস (রাঃ)
৯৮. ,, হিশাম বিন হাকীম (রাঃ)
৯৯. ,, হাকীম বিন খুর্‌রম (রাঃ)
১০০. ,, শারজীল বিন সাম্‌ত (রাঃ)
১০১. ,, উম্মে সালমা (রাঃ)
১০২. ,, ওয়াহীয়াহ বিন খলীফা কালবী (রাঃ)
১০৩. ,, সাবেত বিন কয়েস (রাঃ)
১০৪. ,, সাওবান (রাঃ)
১০৫. ,, মুগীরাহ বিন শু'বাহ (রাঃ)
১০৬. হযরত বুরাইদ ইবনিল খসীব (রাঃ)
১০৭. ,, রবীফা' বিন সাবেত (রাঃ)
১০৮. ,, আবু হামীদ (রাঃ)
১০৯. ,, আবু উসাইয়্যাদ (রাঃ)
১১০. ,, ফুযালাহ বিন ওযাইদ (রাঃ)
১১১. ,, আবু মুহাম্মদ মাসউদ বিন আউস আনসারী (রাঃ)
১১২. ,, যয়নাব বিনতে উম্মে সালমাহ (রাঃ)
১১৩. ,, আতবাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ)
১১৪. মুয়ায্‌ যিন হযরত বিলাল (রাঃ)
১১৫. ,, ওরওয়াহ বিন হারিস (রাঃ)
১১৬. হযরত সিয়াহ বিন রু'হ্ (রাঃ)
১১৭. ,, আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)
১১৮. ,, বশীর বিন আরত্বাহ (রাঃ)
১১৯. ,, সুহাইব বিন সানান (রাঃ)
১২০. ,, উম্মি আইমান (রাঃ)
১২১. ,, উম্মি ইউসুফ (রাঃ)
১২২. ,, আবু আবদুল্লাহ বসরী (রাঃ)

মুফতী তাবেয়ী ও ফতওয়ার সপ্তকেন্দ্র

খুলাফা-ই-রাশেদীনের যুগে এবং তৎপরে মুসলিম সাম্রাজ্যের পরিধি অনেক বাড়িয়া গেল। দিগ-দিগন্তে ইসলামের আলো জ্বলিয়া উঠিল।

www.pathagar.com

বহু নতুন দেশ ও জাতিতে ইসলাম প্রচারিত হইল। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই বিভিন্ন অঞ্চলে ফতওয়ার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইল। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত সাতটি কেন্দ্রই সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। যথা— (১) মদীনা, (২) মক্কা, (৩) কুফা, (৪) বসরা, (৫) সিরিয়া, (৬) মিসর ও (৭) ইয়ামন।

১. মদীনা কেন্দ্র

রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যামানা হইতে ৩৫ হিজরী পর্যন্ত অর্থাৎ তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান (রাঃ)-এর শাহাদত পর্যন্ত ইসলামী সাম্রাজ্যের রাজধানী মদীনায়ই ছিল। রাষ্ট্রীয় ফরমান ও ধর্মীয় ফতওয়া মদীনা হইতেই জারী হইত। খলীফাত্রয় ছাড়াও হযরত আলী (রাঃ), হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ), হযরত ইবনে ওমর (রাঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) মদীনার বিখ্যাত মুফতিগণের মধ্যে ছিলেন।

اعلام الموقعين গ্রন্থে ইবনে কায়্যিম (রঃ) লিখিয়াছেন:

" و الدين و الفقه و العلم انتشر فى الامة عن اصحاب ابن مسعود و اصحاب زيد بن ثابت و اصحاب عبد الله بن عمر و اصحاب عبد الله بن عباس (رض) "

" হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর ছাত্রদের মাধ্যমেই ধর্ম, ফিক্‌হ শাস্ত্র ও জ্ঞান উম্মতদের মধ্যে বিস্তার লাভ করিয়াছে।"

তাবেয়ী-যুগে নিম্নলিখিত তাবেয়িগণ মদীনার প্রসিদ্ধ মুফতী ছিলেন।

১. হযরত সাঈদ ইবনিল মুসাইয়্যাব মাখযুমী (রঃ)। তিনি প্রখ্যাত

www.pathagar.com

আলিম ছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

২. হযরত উরওয়াহ ইবনে যুবাইর (রঃ)। তিনি হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খিলাফতকালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ভগ্নি-পুত্র ছিলেন এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতেই তিনি অধিকাংশ রেওয়ায়েত করিয়াছেন। তিনি ৯৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৩. হযরত আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান ইবনে হারেস ইবনে হিশাম মাখযুমী (রঃ)। 'রাহিবে কুরাইশ' তাঁহার উপাধি ছিল। তিনি ৯৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৪. হযরত ইমাম আলী যয়নুল আবেদীন (রঃ)। তিনি সুফী ও বড় আবেদ ছিলেন বলিয়া তাঁহার লকব 'যয়নুল আবেদীন' হইয়াছিল। ইমাম যুহরী (রঃ) বলেন, "আলী ইবনে হুসাইন (রঃ) হইতে বড় ফকীহ আমি আর কাহাকেও পাই নাই।" তিনি ৯৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আতবাহ ইবনে মাসউদ (রঃ)। তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর ছাত্র ছিলেন। তিনি ৯৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৬. হযরত সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রঃ)। তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ), হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) প্রমুখের ছাত্র ছিলেন। তিনি ১০৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৭. হযরত সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (রঃ)। তিনি হযরত মায়মুনা (রাঃ), হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ), হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখের ছাত্র ছিলেন। তিনি খুব উচ্চস্তরের ফকীহ্ ছিলেন। তিনি ১০৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

৮. হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর (রঃ)। তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) প্রমুখের ছাত্র ছিলেন। তিনি বড় ফকীহ্ ও প্রখ্যাত মুফতী ছিলেন। ১০৬ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৯. হযরত নাফে' (রঃ)। তিনি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) কর্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত দাস ছিলেন। তিনি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ), হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রমুখের ছাত্র ছিলেন এবং মিসরের মুয়াল্লিম ছিলেন। তিনি ১১৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

১০. হযরত মুহম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে শিহাব যুহরী (রঃ)। তিনি আমীরে হাদীস ছিলেন। তিনি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ), হযরত আনাস (রাঃ), হযরত সাঈদ ইবনিল মুসাইয়্যাব (রাঃ) প্রমুখের ছাত্র ছিলেন। তিনি অত্যন্ত উদার প্রকৃতি ও ন্যায়বান ব্যক্তি ছিলেন। ১২৪ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

১১. হযরত ইমাম বাকের মুহাম্মদ ইবনে আলী (রঃ)। তিনি আহলে বায়ত' অর্থাৎ রসুলে করীম (সঃ)-এর পরিবারের অন্যতম ইমাম এবং ইমাম যয়নুল আবেদীন (রঃ), হযরত জাবের (রাঃ), হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) প্রমুখের ছাত্র ছিলেন। ১১৪ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

১২. হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রঃ)। তিনি আহলে বায়তের অন্যতম ইমাম ছিলেন। তিনি ১৪৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

১৩. হযরত আবুল যিনাদ আবদুল্লাহ ইবনে যাকওয়ান (রঃ)। তিনি হযরত আনাস (রাঃ)-এর ছাত্র, আমীরে হাদীস এবং উচ্চস্তরের ফকীহ ছিলেন। ১৩১ হিজরীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

১৪. হযরত ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী (রঃ)। তিনি খুব হুশিয়ার ব্যক্তি ছিলেন। হযরত আনাস (রাঃ) প্রমুখ তাঁহার উস্তাদ ছিলেন। তিনি ১৪৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

১৫. হযরত রাবিয়া ইবনে আবী আবদুর রহমান ফরূখ (রঃ)। তিনি

www.pathagar.com

হাফেয, ফকীহ, হযরত আনাস (রাঃ)-এর ছাত্র এবং ইমাম মালেক (রঃ)-এর উস্তাদ ছিলেন। তিনি ১৩৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

২. মক্কা কেন্দ্র

মক্কা বিজয়ের পর রসুলুল্লাহ (সঃ) কিছু দিনের জন্য হযরত মাআ'য (রাঃ)-কে মক্কার মুয়াল্লিম ও মুফতী নিযুক্ত করেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-ও জীবনের শেষ অংশ মক্কা শরীফে অতিবাহিত করেন। মক্কার লোকেরা তাঁহার জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে যারপর-নাই উপকৃত হয়। তাবেয়ীদের মধ্যে নিম্নলিখিত চারজন অত্যধিক খ্যাতি লাভ করেন।

১. হযরত মুজাহিদ ইবনে জবর (রঃ)। তিনি বিখ্যাত মুফাস্‌সির ছিলেন। হযরত সা'দ (রাঃ), হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁহার উস্তাদ ছিলেন। ১০৭ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

২. হযরত আ'করামাহ (রঃ)। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত দাস, তাঁহার ছাত্র ও মুফাস্‌সিরে কুরআন ছিলেন। তিনি ১০৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৩. হযরত আত্তার ইবনে আবী রিবাহ (রঃ)। তিনি হযরত ওমর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে জন্ম গ্রহণ করেন। হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁহার উস্তাদ ছিলেন। তিনি বিখ্যাত আলিম ও হাফিযে হাদীস ছিলেন। তিনি ১১৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৪. হযরত আবদুল আযীয মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম যান্‌জী (রঃ)। তিনি হাফিযে হাদীস ছিলেন। হযরত জাবের (রাঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত ইবনে ওমর (রাঃ), হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ) প্রমুখ তাঁহার উস্তাদ ছিলেন। তিনি ১২৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

৩. কুফা কেন্দ্র

কুফা ও বসরায় হযরত ওমর (রাঃ)-এর হুকুমে জনবসতি গড়িয়া উঠে। সাহাবীদেরও এক জামাআত ঐ শহরদ্বয়ে বসতি স্থাপন করেন। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে কুফার মুয়াল্লিম, মুফতী ও মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া পাঠান। তিনি প্রায় দশ বৎসর সেখানে ছিলেন। কুফাবাসিগণ তাঁহার জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হন। হযরত আলী (রাঃ) ৩৫ হিজরী হইতে ৪০ হিজরী পর্যন্ত তাঁহার দারুল খিলাফত অর্থাৎ মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী কুফায় স্থাপন করেন। 'বাবুল ইলম' হযরত আলী (রাঃ)-এর জ্ঞানে কুফাবাসিগণ আরও আলোকিত হইয়া উঠেন। এই দুই জ্ঞান-তাপসের ছাত্র ও তাঁহাদের ছাত্রের ছাত্রগণ মাসআলা ও ফতওয়া দানে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কুফায় অনেক মুজতাহিদ-তাবেয়ী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্য হইতে বিখ্যাত কয়েকজনের নাম নিম্নে দেওয়া হইল।

১. হযরত আ'লকু'মাহ ইবনে কয়েস নখয়ী (রঃ)। তিনি ইরাকের ফকীহ ছিলেন। তিনি হযরত ওমর (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন। তিনি হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর খুব প্রিয় ছাত্র ছিলেন। রীতিনীতিতে তাঁহার সাথে সম্পূর্ণ মিল ছিল। তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যামানায় জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৬২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন:

২. হযরত মাসরূক ইবনিল আজ্‌দা' (রঃ)। তিনি বিখ্যাত আলিম ও মুফতী ছিলেন। তিনি হযরত ওমর (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন। তিনি ৬৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৩. হযরত ওবায়দা ইবনে আমর সলমানী (রঃ)। তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন; কিন্তু রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে

www.pathagar.com

তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) তাঁহার উস্তাদ ছিলেন। তিনি খুব উচ্চস্তরের মুফতী ছিলেন। তিনি ৯২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৪. হযরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ নখয়ী (রঃ)। তিনি কুফার আলিম ছিলেন। তিনি হযরত আলকু'মাহ (রঃ)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং হযরত মা'য (রাঃ) ও হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর ছাত্র ছিলেন। তিনি ৯৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৫. হযরত শুরিহ ইবনিল হারিস আল কিন্দী (রঃ)। তিনি কুফার কাযী ছিলেন। তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যামানায় জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় খলীফার খিলাফতকালে তিনি কুফার কাযী নিযুক্ত হন এবং একাধারে ৬০ বৎসর পর্যন্ত সেই দায়িত্ব পালন করেন। হযরত ওমর (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) তাঁহার উস্তাদ ছিলেন। তিনি ৭৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৬. হযরত ইব্রাহীম ইবনে ইয়াযীদ নখয়ী (রঃ)। তিনি ইরাকের ফকীহ ছিলেন। হযরত আলকু'মাহ (রঃ), হযরত মাসরূক (রঃ) ও হযরত আসওয়াদ (রঃ) তাঁহার উস্তাদ ছিলেন। তিনি হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর শিক্ষাধারায় একজন বড় আলিম ছিলেন। ফকীহ হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান (রঃ) তাঁহার ছাত্র। তিনি ৯৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৭. হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ)। তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর ছাত্র এবং ইরাকের ফকীহ ছিলেন। তিনি ৯৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৮. হযরত আমর ইবনে শারজীল (রঃ)। তিনি একজন বিখ্যাত আলিম ছিলেন। হযরত আলী (রাঃ), হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরতে আয়েশা (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) তাঁহার উস্তাদ ছিলেন। তিনি ৬৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৯. হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবী লাইলা (রঃ)। তিনি কাযী,

www.pathagar.com

ফকীহ এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর ছাত্র ছিলেন। তিনি ৮৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

১০. হযরত আমের শা'বী (রঃ)। তিনি কুফার ফকীহ এবং হযরত আলী (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীদের ছাত্র ছিলেন। তিনি ১০৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

১১. হযরত হাম্মাদ ইবনে আবী সুলায়মান (রঃ)। তিনি ইরাকের ফকীহ এবং ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর উস্তাদ ছিলেন। তিনি ১২০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৪. বসরা কেন্দ্র

বসরার ফকীহগণের মধ্যে হযরত আবু মুসা আশ্‌আরী (রাঃ) ও হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাদের পর নিম্নলিখিত পাঁচ জন তাবেয়ী সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন :

১. হযরত আবুল আলিয়া রফী' ইবনে মাহরান (রঃ)। তিনি হযরত ওমর (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখের ছাত্র ছিলেন। ৯০ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

২. হযরত হাসান ইবনে আবীল হাসান বসরী (রঃ)। তিনি আল্লামা-তুত্‌ তাবেয়ীন ছিলেন। খুব বড় সূফী ছিলেন। হযরত ওসমান (রাঃ) এর খিলাফতকালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অনেক বড় বড় সাহাবী হইতে তিনি রেওয়ায়েত করিয়াছেন। ১১০ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৩. হযরত আবুস্‌ শা'শা জাবের ইবনে ইয়াযীদ (রঃ)। তিনি বসরার ফকীহ ও ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর ছাত্র ছিলেন। তিনি ৯৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

৪. হযরত মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রঃ)। তিনি ফকীহ ও গভীর জ্ঞানী ছিলেন। তিনি রঈসুল মুফাস্‌সিরীন হযরত আনাস (রাঃ) কর্তৃক মুক্তি-প্রাপ্ত ছিলেন। ২৩১ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৫. হযরত কাতাদাহ ইবনে দাআমাতাস্‌ সাদুমী (রঃ)। তিনি তাফ-সীর ও ইখ্‌তিলাফে উলামা বিষয়ে বড় জ্ঞানী ছিলেন। ১১৮ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৫. সিরিয়া কেন্দ্র

হযরত ওমর (রাঃ) কিছুদিনের জন্য হযরত মাআ'য (রাঃ), হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ) ও হযরত আবু দারদা (রাঃ)-কে সিরিয়ার মুয়াল্লিম ও মুফতী করিয়া পাঠান। তাবেয়ীদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সিরিয়ার বিখ্যাত মুফতী ছিলেন :

১. হযরত আবদুর রহমান ইবনে গনম (রঃ)। তিনি সিরিয়ার ফকীহ এবং হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত মাআ'য (রাঃ)-এর ছাত্র ছিলেন। মাসআলা শিক্ষাদানের জন্য হযরত ওমর (রাঃ) তাঁহাকে সিরিয়ায় প্রেরণ করেন। তিনি ৭৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

২. হযরত আবু ইদ্রিস খাওলানী (রঃ)। তিনি হযরত মাআ'য (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী (রাঃ)-এর ছাত্র ছিলেন। তিনি সুবক্তা ও কাযী ছিলেন। ৮০ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৩. হযরত কুবাইযাহ ইবনে যবীব (রঃ)। তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন। তিনি হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)-এর ফতওয়াসমূহের হাফিয ছিলেন। ৮১ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৪. হযরত মাকহুল ইবনে আবী মুসলিম (রঃ) সিরিয়ার ইমাম ছিলেন। ১১৩ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

৫. হযরত রেজা ইবনে হুবুয়াহ্ (রঃ)। তিনি সিরিয়ার ফকীহ ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ), হযরত জাবের (রাঃ) ও হযরত আমীরে মুয়াবিয়াহ (রাঃ) হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন। তিনি ১১২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৬. হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ)। তিনি উমাইয়া রাজ-বংশের অষ্টম খলীফা, ইমাম এবং মুজতাহিদ ছিলেন। তিনি হযরত আনাস (রাঃ) প্রমুখের ছাত্র ছিলেন। প্রয়োজনের তাকিদে হাদীসসমূহের বাকায়দা সংকলনের ফরমান তিনিই সর্বপ্রথম জারী করেন। ১০১ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৬. মিসর কেন্দ্র

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনিল আস (রাঃ) মিসরের মুফতী ছিলেন। তাঁহার পর নিম্নলিখিত তাবেয়ীদ্বয় মিসরে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন :

১. হযরত আবুল খায়ের মুরশিদ ইবনে আবদুল্লাহ (রঃ)। তিনি মিসরের মুফতী, হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ), হযরত আবু বসরাহ (রাঃ) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনিল আস (রাঃ)-এর ছাত্র ছিলেন। তিনি ৯০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

২. হযরত ইয়াযীদ ইবনে আবী হাবীব (রঃ)। তিনি মিসরের বিখ্যাত আলিম ছিলেন। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ) তাঁহাকে মিসরের মুফতী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি ১২৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

৭. ইয়ামন কেন্দ্র

রসূলুল্লাহ (সঃ) কিছুদিনের জন্য হযরত আলী (রাঃ)-কে, তৎপর হযরত মা'আ'য (রাঃ)-কে, তৎপর হযরত আবু মূসা আশ্‌আরী (রাঃ)-কে ইয়ামনের মুয়াল্লিম ও আমীর নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। নিম্নলিখিত তিনজন তাবেয়ী ফকীহ সেখানকার বিখ্যাত মুফতী ছিলেন।

১. হযরত তাউস ইবনে কাইসান (রঃ)। তিনি ইয়ামনের ফকীহ্ ছিলেন। হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ), হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) তাঁহার উস্তাদ ছিলেন। ১০৬ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

২. হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্‌বিহ্ (রঃ)। তিনি ইয়ামনের কাযী, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ), হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) ও অন্যান্যদের ছাত্র ছিলেন। তিনি ১১৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৩. হযরত ইয়াহ্ইয়া ইবনে কাসীর (রঃ)। তিনি হযরত আনাস্ (রাঃ) প্রমুখের ছাত্র ছিলেন। তিনি ১২৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

কালক্রমে উল্লিখিত ফতওয়ার কেন্দ্রসমূহের মধ্য হইতে দুইটি কেন্দ্রের গুরুত্ব বিশেষভাবে বাড়িয়া যায়। তন্মধ্যে একটি ছিল কুফায় ইমামে আযম আবু হানিফা (রঃ)-এর তত্ত্বাবধানে আহলে রায়-এর ইরাকী ফিক্‌হ কেন্দ্র এবং অপরটি ছিল মদীনায় ইমাম মালেক (রঃ)-এর তত্ত্বাবধানে আহলে হাদীস-এর হেজাযী ফিক্‌হ কেন্দ্র। এই দুইটির সাথে সমন্বয় সাধিত হওয়ার ফলে বাকী কেন্দ্রগুলির গুরুত্ব কমিয়া যায়। এই যুগেই যথারীতি ফিক্‌হ ইসলামীর গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনার কাজ শুরু হয়।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

ফিক্‌হ সংকলন ও সম্পাদনার ইতিহাস

ফিক্‌হ সংকলন ও সম্পাদনার ইতিহাসকে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর ইতিহাস বলিলে কোন অত্যুক্তি হইবে না, কেননা তাঁহাকে বাদ দিয়া যেমন ফিক্‌হ কল্পনা করা যায় না তেমনি ফিক্‌হকে বাদ দিয়া তাঁহাকে কল্পনা করা যায় না। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর তৃতীয় দশক হইতে যথারীতি ফিক্‌হ শাস্ত্রের সংকলন ও সম্পাদনার কাজ শুরু হয়। সেই সময় হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত ফিক্‌হে ইসলামীর ক্রমবিকাশের গতিকে আমরা তিনটি দাওর বা যুগে বিভক্ত করিতে পারি।

প্রথম দাওর : ফিক্‌হ সংকলন, সম্পাদনা ও ইজতিহাদের যুগ। এই যুগে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) যথারীতি ফিক্‌হ সংকলন ও সম্পাদনার কাজ শুরু করেন এবং তাঁহার জীবদ্দশায়ই উহা সম্পন্ন করিয়া যান। ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর পর অন্যান্য ফকীহগণও তাঁহাদের নিজ নিজ ফিক্‌হ সম্পাদন ও তদ্বিষয়ে গ্রন্থাদি রচনা করেন। এইজন্য ঐ যুগকে সংকলন, সম্পাদনা ও ইজতিহাদের যুগ বলা হয়।

ঐ যুগের বিশেষ কয়েকজন ফুকাহা কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত ফিক্‌হ জনসাধারণের মধ্যে খুবই প্রসার লাভ করে। আহলে সুন্নাত-আল-জামাআতের মযহাব চতুষ্টয়ের ফিক্‌হ ঐ যুগেই সম্পাদিত হয়। তাঁহাদের ফিক্‌হী সমাধান জনসাধারণের মধ্যে সাধারণভাবে গৃহীত হয় বলিয়া তাহারা ঐ ফিক্‌হের তাকলীদ বা অনুসরণ শুরু করে। বিচারক-গণও তাঁহাদের ফিক্‌হ মুতাবিক বিচার কার্য পরিচালনা করিতে থাকেন। ঐ যুগের বিখ্যাত ইমামদের অনেক ছাত্রও ইজতিহাদের যোগ্যতা অর্জন করেন এবং নিজ নিজ উস্তাদের ফিক্‌হের বিস্তার সাধন ও উহার উপর

www.pathagar.com

গ্রন্থাদি রচনা করেন। তাঁহাদের রায়সমূহের ব্যাখ্যা এবং তাঁহাদের নীতির উপর মাসআলা বাহির করার নীতি নির্ধারণকল্পে 'উসূলে ফিক্‌হ' নামক আর একটি নীতিনির্ধারণী শাস্ত্র ঐ যুগেই রচিত হয়। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর তৃতীয় দশক হইতে শুরু করিয়া তৃতীয় শতাব্দীর শেষ সময় পর্যন্ত এই যুগের অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় দাওর ঃ পূর্ণতা ও তাকলীদের যুগ। ঐ যুগে তাকলীদ অতি সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়। প্রথম যুগের ইমামদের ফিক্‌হের উপর বড় বড় গ্রন্থ রচিত হয়। বহু ফিক্‌হী মাসআলা ও সমস্যার উদ্ভব হয় এবং সেগুলির সমাধানও বাহির করা হয়। ঐ যুগে বিভিন্ন মাযহাবের মুকাল্লিদ, বড় বড় আয়িম্মারও সৃষ্টি হয় এবং মাসআলার তাহকীক অর্থাৎ আলোচনা-পর্যালোচনা ও তর্ক-বিতর্কের ধূম পড়িয়া যায়। হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর শুরু হইতে সপ্তম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এই যুগের অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয় দাওর ঃ শুধু তাকলীদের যুগ। এই যুগে ইজতেহাদের চর্চা প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাই কোন-না-কোন নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসারী হইয়া পড়েন এবং প্রত্যেক মাসআলাতেই তাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় যুগের ফকীহ্‌দের রায় ও সমাধানের অনুসন্ধান করিতে থাকেন। সপ্তম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমানকাল পর্যন্ত এই যুগ বিস্তৃত।

প্রথম দাওর বা যুগ

দ্বিতীয় শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ কাল গত হওয়ার পর ইসলামী বিশ্বে সাংস্কৃতিক প্রসার বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। সহজ-সরল ইসলামী ভাবধারার সাথে দুনিয়ার বিভিন্ন তাহযীব-তমদ্দুন ও শিক্ষা-দীক্ষার

www.pathagar.com

সংমিশ্রণে ও ভাবের আদান-প্রদানের ফলে নূতন নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এবং তাহা হইতে নূতন নূতন সমস্যাও দেখা দেয়। আর এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-ই সর্ব প্রথম ফিক্‌হে ইসলামী সম্পাদনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং একদল আলিমকে নিয়া ঐ কাজ শুরু করিয়া দেন। তখন হইতেই ঐ যুগের শুরু এবং উহার সমাপ্তি তৃতীয় শতাব্দীতে। ঐ যুগে ইজতেহাদ একটি অতি সাধারণ বিষয় ছিল।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ)

নাম নু'মান, কুনিয়াত আবু হানিফা (রঃ)। নু'মান ইবনে সাবেত ইবনে যাওতী ইবনে মাহ তাঁহার নসবনামা। মাহ পারস্যের একজন নগরাধিপতি ছিলেন। যাওতী হযরত আলী (রাঃ)-এর খিলাফতকালে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁহার নাম নু'মান রাখা হয়। ইসলাম গ্রহণের পর নিজ দেশ হইতে হিজরত করিয়া তিনি কুফায় হযরত আলী (রাঃ)-এর দরবারে হাযির হন এবং নিজের অল্প বয়স্ক শিশু সন্তান সাবেতের জন্য দোআ প্রার্থনা করেন। হযরত আলী (রাঃ)ও তাঁহার জন্য দোআ করেন।

সাবেত বড় হইয়া রেশমী কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেন। ৮০ হিজরীতে ৪৫ বৎসর বয়সে আল্লাহ তাঁহাকে একটি পুত্র সন্তান দান করেন। দাদার নামানুসারে ঐ সন্তানের নাম নু'মান রাখা হয়। তিনি বড় হইয়া পিতার ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করেন এবং উহাতে প্রভূত উন্নতি সাধন করতঃ রাষ্ট্রের বিভিন্ন নগরে ও বন্দরে নিজের ব্যবসাকেন্দ্র ও কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি অগাধ সম্পত্তির মালিক ছিলেন। সেকালে তাঁহার সমকক্ষ ধনী খুব কমই ছিল। বিদ্যা-বুদ্ধিতেও

www.pathagar.com

তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাই দেশের জনসাধারণ তাঁহাকে ইমামে আযম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ নেতা উপাধিতে ভূষিত করে।

বার কি তের বৎসর বয়সে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খাদিম হযরত আনাস (রাঃ)-এর খেদমতে হাযির হন, কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে কোন হাদীস শিক্ষা করেন নাই। কারণ কুফাবাসীদের মধ্যে বিশ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে হাদীস শিক্ষার নিয়ম ছিল না। সতর বৎসর বয়সে তিনি বিদ্যা শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ মেধার অধিকারী। তিনি প্রথমে ইলমে কালাম বা ধর্মীয় দর্শন শাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাহাতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এই সময়ে কুরআনেও তিনি গভীর জ্ঞান লাভ করেন। অতঃপর তিনি লক্ষ্য করেন যে, বাস্তব জীবনে ফিক্‌হের গুরুত্বই সর্বাধিক। তাই তিনি ফিক্‌হ অধ্যয়নে মনোযোগী হন। সে সময়ে মুসলিম রাষ্ট্রের খলীফা ছিলেন হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ)।

তখন কুফা ছিল মুসলিম রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর। হযরত ওমর (রাঃ)-এর আদেশে সেখানে জনবসতি গড়িয়া উঠে। প্রায় দেড় হাজার সাহাবী (রাঃ) সেখানে বসতি স্থাপন করেন। তাঁহাদের মধ্যে চব্বিশজন ছিলেন বদরী অর্থাৎ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী। হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে মুয়াল্লিম নিযুক্ত করিয়া সেখানে পাঠান। প্রায় দশ বৎসর পর্যন্ত তিনি কুফাবাসীদিগকে শিক্ষাদান করেন। ফলে কুফার ঘরে ঘরে কুরআন, হাদীস ও ফিক্‌হের চর্চা হইতে থাকে। চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রাঃ) কুফাতে মুসলিম সাম্রাজ্যের দারুল খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার জ্ঞানরশ্মিও কুফাবাসীদিগকে আলোকিত করে। কুফা আরব ও আযমের (অনারবের) মধ্যস্থলে অবস্থিত হওয়ায় উহা বিভিন্ন জাতির একটি মিলনকেন্দ্র ছিল। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সেখানে বিভিন্ন ধরনের নূতন নূতন মাসআলা ও সমস্যার উদ্ভব এবং সেইগুলির পর্যালোচনা ও তাহ্‌কীক হইতে থাকে।

www.pathagar.com

হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর ফতওয়া মাধ্যমের সাহায্যে হযরত ইব্রাহীম নখয়ী (রঃ)-এর নিকট পৌঁছিয়াছিল। কুফার ইলিম যেন এই দুই মহাত্মারই অবদান। হযরত হাম্মাদ ইবনে আবী সলমান (রঃ) হযরত ইব্রাহীম নখয়ী' (রঃ)-এর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি মাস্‌আলা-ই-নখয়ী'-এর হাফিয ছিলেন।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ১০০ হিজরীতে ইমাম হাম্মাদ (রঃ)-এর শিক্ষালয়ে ভর্তি হন। তাঁহার অসাধারণ মেধা শক্তি দেখিয়া ইমাম হাম্মাদ (রঃ) খুব মুগ্ধ হন এবং অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তাঁহাকে শিক্ষাদান করিতে থাকেন। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) সবসময় তাঁহার সহপাঠীদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিতেন। অতিসত্বর তিনি শিক্ষায় পূর্ণতা লাভ করেন। উস্তাদের প্রতি ইমাম সাহেবের প্রগাঢ় ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল। তিনি তাঁহার নিকট হইতে আনুমানিক দশ বৎসর মাস্‌আলার তাহ্‌কীক, আলোচনা-পর্যালোচনা প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করেন।

ফিক্‌হ শাস্ত্রের তাহ্‌কীক-ই ছিল ইমাম সাহেবের মূল লক্ষ্য। কিন্তু হাদীস শাস্ত্রে পূর্ণ জ্ঞানার্জন ব্যতিরেকে যেহেতু ফিক্‌হ শাস্ত্রের জ্ঞানার্জন সম্ভব নয়, সেই হেতু তিনি প্রথম হাদীস চর্চায় মনোযোগ দেন। কুফার অধিকাংশ মুহাদ্দিসের নিকট তিনি হাদীস অধ্যয়ন করেন। ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে তিনি বসরা, সিরিয়া ও অন্যান্য দেশে যাইতেন। সেই সমুদয় দেশের মুহাদ্দিসগণের নিকট হইতেও তিনি হাদীস শুনিতেন। হজ ও যিয়ারতের উদ্দেশ্যে তিনি মক্কা ও মদীনা যাইতেন এবং সেখানকার মুহাদ্দিসগণের নিকট হইতেও হাদীস শিক্ষা করিতেন।

আবুল মুহাসিন (রঃ) ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর তিরান্নব্বই জন হাদিসের উস্তাদের নাম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আবু হাফস কবীর (রঃ) ইমাম সাহেবের হাদীসের উস্তাদের সংখ্যা চার হাজার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 'মুয়াজ্জমুল মুসান্নিফীন' গ্রন্থে ইমাম সাহেবের উস্তাদের একটি দীর্ঘ তালিকা দেওয়া হইয়াছে। উহাতে তিন শতের উপর নাম

www.pathagar.com

আছে। 'খাইরাতুল হাসান' গ্রন্থে ইবনে হাজার হাশেমী (রঃ) বলেন ঃ

ان شيوخه كثيرون لا يسع هذا المختصر و قد ذكر منهم الامام ابو حفص الكبير اربعة الاف شيخ و قال غيره اكثر اربعة الاف شيخ من التابعين - فما بالك بغيرهم ◎

নিসন্দেহে আবু হানিফা (রঃ)-এর উস্তাদ অনেক ছিলেন, যাঁহাদের উল্লেখ এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে সম্ভব নয়। ইমাম আবু হাফ্‌স কবীর (রঃ) তাঁহার চার হাজার উস্তাদের উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যান্যরা বলিয়াছেন, তাবেয়ীদের মধ্যেই তাঁহার চার হাজার উস্তাদ ছিলেন। এখন চিন্তা করুন তাবেয়ীন ব্যতীত অন্যান্যের মধ্যে তাঁহার কত উস্তাদ ছিলেন!

ইমাম হাম্মাদ (রঃ) ব্যতীত ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর কয়েকজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস উস্তাদ হইতেছেন, হযরত আমের ইবনে শরাহীল শা'বী কুফী (রঃ), মৃত্যু ১০৩ হিজরী, হযরত আলকু'মাহ ইবনে মুরশিদ কুফী (রঃ), মৃত্যু ১০৪ হিজরী, হযরত সালিম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর মদনী (রঃ), মৃত্যু ১০৬ হিজরী, হযরত তাউস ইবনে কাইসান ইয়ামানী (রঃ), মৃত্যু ১০৬ হিজরী, হযরত আকরামা মাওয়ালী ইবনে আব্বাস মক্কী (রঃ), মৃত্যু ১০৭ হিজরী, হযরত সুলাইমান ইবনে ইয়াসার মদনী (রঃ), মৃত্যু ১০৭ হিজরী, হযরত মাকহুল শামী (রঃ), মৃত্যু ১১৩ হিজরী, হযরত আতা ইবনে আবী রিবাহ মক্কী (রঃ), মৃত্যু ১১৪ হিজরী, ইমাম মুহম্মদ বাকের ইবনে যয়নুল আবেদীন (রঃ), মৃত্যু ১১৪ হিজরী, হযরত মুহারিব ইবনে ওসার কুফী (রঃ), মৃত্যু ১১৬ হিজরী, হযরত আবদুর রহমান ইবনে হুরমুযুল আ'রজ মদনী (রঃ), মৃত্যু ১১৭ হিজরী, হযরত নাফি' মাওয়ালী ইবনে ওমর মদনী (রঃ), মৃত্যু ১২০ হিজরী, হযরত সলমা ইবনে কাহীল কুফী (রঃ), মৃত্যু ১২৩ হিজরী, ইমামুল মুহাদ্দিসীন হযরত ইবনে শিহাব যুহুরী মদনী (রঃ), মৃত্যু ১২৪ হিজরী, হযরত আবু যুবাইর মক্কী (রঃ), মৃত্যু ১২৭ হিজরী, হযরত কাতাদাহ বসরী (রঃ), মৃত্যু ১২৭ হিজরী, হযরত আবু

www.pathagar.com

ইসহাক সাবীঈ' কুফী (রঃ), মৃত্যু ১২৭ হিজরী, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে দীনার মদনী (রঃ), মৃত্যু ১২৭ হিজরী ও হযরত ইমাম জাফর সাদেক মদনী (রঃ), মৃত্যু ১৪৮ হিজরী।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) হাদীস শাস্ত্রের সাথে সাথে অন্যান্য শাস্ত্রেও গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনিই স্বয়ং বলিয়াছেন:

انی لما اردت تعلیم العلم جعلت العلوم
کلها نصب عینی نقرأت فنا فنا ◎

"আমি জ্ঞানার্জনে ব্রতী হইলে সকল শাস্ত্রকেই আমার অভীষ্ট লক্ষ্য বলিয়া নির্ধারণ করিলাম। অতএব আমি এক একটি বিষয় করিয়া সকল শাস্ত্রই অধ্যয়ন করিলাম।"

ইতিপূর্বে আলাচনা করা হইয়াছে যে, ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর পূর্বে ফিক্হ শাস্ত্রের স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব ছিল না। উহার বিন্যস্ত আইন-কানুন ও মাসআলাসমূহের ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনার বিশেষ কোন নির্ধারিত পদ্ধতি ছিল না। শুধু ইমামগণের উপরই মাসআলাসমূহের ব্যাখ্যা ও হুকুম নির্ভর করিত। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) যখন ফিক্হ রচনায় মনোনিবেশ করেন, তখন এমন হাজার হাজার মাসআলা পাওয়া যায়, যেগুলি সম্বন্ধে কোন সহীহ হাদীস, এমন কি সাহাবাগণেরও কোন উক্তি পাওয়া যায় নাই। কাজেই কিয়াস বা তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে তাঁহাকে ঐ সমস্ত মাসআলার সমাধান করিতে হইয়াছে, অবশ্য পূর্ব হইতেই কিয়াসের উপর আমল ছিল, খোদ সাহাবা-কিরামও কিয়াস করিতেন এবং সেই মতে ফতওয়া দিতেন। কিন্তু সেই সময় সাংস্কৃতিক প্রসার এত অধিক ছিল না বলিয়া এত অধিক সমস্যারও উদ্ভব হয় নাই। তাই অধিক পরিমাণে কিয়াসেরও প্রয়োজন দেখা দেয় নাই। ইমাম সাহেব যেহেতু ফিক্হকে স্বতন্ত্র শাস্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং যেহেতু ঐ শাস্ত্রের জন্য অধিক পরিমাণে কিয়াসের প্রয়োজন, সেই হেতু উহার নীতি-নির্ধারণী কায়দা-কানুনও তাঁহাকেই প্রণয়ন করিতে হয়। ফলে রায় ও কিয়াসের

www.pathagar.com

ব্যাপারে তিনি এত অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন যে, ইতিহাসের যেখানেই তাঁহার নামের উল্লেখ করা হয়, সেখানেই তাঁহাকে 'ইমামু আহালে রায়' আখ্যায় আখ্যায়িত করা হয়। তাঁহার এই খ্যাতির আর একটি কারণ এই যে, সাধারণ মুহাদ্দিসগণ হাদীস রেওয়ায়েত করিতে যুক্তির প্রতি মোটেই ভ্রুক্ষেপ করিতেন না, কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রঃ) হাদীসের বর্ণনায়ও যুক্তির উপর যথাযোগ্য গুরুত্ব আরোপ করিতেন এবং তিনি উহার জন্য বিন্যস্ত শ্রেণীবদ্ধ আইন-কানূনও নির্ধারণ করেন। এই কারণে কিয়াস ও যুক্তির পরিপন্থী অনেক হাদীসই তিনি গ্রহণ করেন নাই। 'দারায়েত' ও 'রায়' সমমানের শব্দ। সাধারণ লোক এইগুলির মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নির্ণয় করিতে পারে না। ইমাম মালিক (রঃ)-এর উস্তাদ সর্বপ্রথম 'আহলে রায়' বা 'রবিয়াতুর রায়' উপাধিতে ভূষিত হন। কেননা মুহাদ্দিসগণের মধ্যে তিনি 'রায়' বা 'কিয়াস'কে পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে কুতাইবা (রঃ) 'কিতাবুল মাআ'রিফ' গ্রন্থে (২২৫ পৃঃ) মুহাদ্দিসগণের তালিকার সাথে আহলে রায় বা আহলে কিয়াসের যে তালিকাটি দিয়াছেন, তাহা হইল, ইবনে আবী লাইলা (রঃ), ইমাম আবু হানিফা (রঃ), রবিয়াতুর রায় (রঃ), যুফার (রঃ), আওযায়ী (রঃ), সুফিয়ান সাওরী (রঃ), মালিক ইবনে আনাস (রঃ), আবু ইউসুফ (রঃ) এবং মুহাম্মদ ইবনে হাসান (রঃ)। তিনি তাঁহাদের জীবনবৃত্তান্তও লিখিয়াছেন।

১২০ হিজরীতে ইমাম হাম্মাদ (রঃ)-এর মৃত্যুর পর ইমাম আবু হানিফা (রঃ) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া শিক্ষাদানে ও ফতওয়া রচনায় মনোনিবেশ করেন। তখন ছাত্রদের ভিড় জমিয়া যায়। দূর-দূরান্ত হইতে লোকজন আসিয়া তাঁহার নিকট বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত এবং সেগুলির সমাধান লইয়া যাইত।

হযরত জাফর ইবনে রবী' (রঃ) বর্ণনা করেন, "আমি ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর দরবারে পাঁচ বৎসর ছিলাম। তাঁহার মত

www.pathagar.com

স্বল্পভাষী ব্যক্তি আর দেখি নাই, তবে ফিক্‌হ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করা হইলে তাঁহার মুখ দিয়া ঝরনার স্রোতের ন্যায় কল্‌কল্‌ রবে যুক্তিপূর্ণ বাণী প্রবাহিত হইত। তিনি কিয়াস ও রায়ের ইমাম ছিলেন।"

كتاب الحفاظ কিতাবে ইমাম শাফী (রঃ) বলেন ঃ

الناس فى الفقه عيال على ابى حنيفة (رح) ○

"ফিক্‌হ শাস্ত্রে মানুষ ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর মুখাপেক্ষী।"

মোট কথা ইমাম আবু হানিফা (রঃ) শুধু তাঁহার যুগের নন বরং সর্ব যুগের ও সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ফকীহ্‌ ছিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার খ্যাতি এত প্রসার লাভ করে যে, তাঁহার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশ্বের সর্ব বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। দূর-দূরান্ত হইতে বহু সংখ্যক ছাত্র আসিয়া তাঁহার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়। ছাত্রদের সাথে তিনি খুব সদ্ব্যবহার করিতেন। স্পেন ব্যতীত সারা মুসলিম জাহান তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।

ঐতিহাসিক আবু মুহাসীন (রঃ) ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর নয় শত আঠার জন ছাত্রের নামের তালিকা পেশ করিয়াছেন। 'মুয়াজ্জিমুল মুসান্নিফীন' গ্রন্থে ইমাম সাহেবের এমন আট শত আশিজন ছাত্রের নামের উল্লেখ করা হইয়াছে, যাঁহারা তাঁহাদের যুগের বিখ্যাত ফকীহ্‌ ছিলেন। তাঁহার কয়েকজন বিখ্যাত ছাত্রের নাম নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

আমর ইবনে মাইমুনাহ (রঃ), মৃত্যু ১৪৭ হিজরী, ইমাম যুফার (রঃ), মৃত্যু ১৫৮ হিজরী, হামযাহ ইবনে হাবীব (রঃ), মৃত্যু ১৫৮ হিজরী, রইসে সূফিয়াহ হযরত দাউদ তায়ী (রঃ), মৃত্যু ১৬০ হিজরী, আফিয়াহ ইবনে ইয়াযীদ (রঃ), মৃত্যু ১৬০ হিজরী, মিন্দাল ইবনে আলী (রঃ), মৃত্যু ১৬০ হিজরী, ইব্রাহীম ইবনে তাহমান (রঃ), মৃত্যু ১৬৯ হিজরী, হাব্বান ইবনে আলী (রঃ), মৃত্যু ১৭২ হিজরী, নূহ ইবনে আবী মরিয়াম আল্‌ জামে' (রঃ), মৃত্যু ১৭৩ হিজরী, কাসিম ইবনে মা'ন (রঃ), মৃত্যু ১৭৫ হিজরী, হাম্মাদ ইবনে আবী হানিফা (রঃ), মৃত্যু ১৭৬ হিজরী, আমীরুল মুমেনীন

www.pathagar.com

ফীল হাদীস হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রঃ), মৃত্যু ১৮১ হিজরী, ইয়াহ্ইয়া ইবনে যাকারিয়া ইবনে আবী যায়েদাহ (রঃ), মৃত্য ১৮২ হিজরী, প্রধান বিচারপতি হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ), মৃত্যু ১৮৩ হিজরী, হযরত ওকী' (রঃ), মৃত্যু ১৮৭ হিজরী, আসাদ ইবনে ওমর (রঃ), মৃত্যু ১৮৮ হিজরী, আলী ইবনে মুসাহ্হার (রঃ), মৃত্যু ১৮৯ হিজরী, ইউসুফ ইবনে খালেদ (রঃ), মৃত্যু ১৮৯ হিজরী, মুহাম্মদ ইবনে হাসান শাইবানী (রঃ), মৃত্যু ১৮৯ হিজরী, ফযল ইবনে মূসা (রঃ), মৃত্যু ১৯২ হিজরী, হাফ্স ইবনে গিয়াস (রঃ), মৃত্যু ১৯৪ হিজরী, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (রঃ), মৃত্যু ১৯৮ হিজরী, হাসান ইবনে যিয়াদ (রঃ), মৃত্যু ২০৪ হিজরী, ইয়াযীদ ইবনে হারুন (রঃ), মৃত্যু ২০৬ হিজরী, আবদুর রাজ্জাক ইবনে হাম্মাম (রঃ), মৃত্যু ২১১ হিজরী, আবুল আসেম ইবনে নবীল (রঃ), মৃত্যু ২১২ হিজরী, সাঈদ ইবনে আউস (রঃ), মৃত্যু ২১৫ হিজরী ও ফযল ইবনে ওকী' (রঃ) প্রমুখ।

শিক্ষাদান ও ফতওয়া রচনার কাজে মশগুল থাকায় ইমাম আবু হানিফা (রঃ) অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেন। সারা দেশে তাঁহার প্রভাব ছিল। বিশেষ করিয়া ইরাকে তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও জনপ্রিয়তা ছিল নযীরবিহীন। খলীফা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ)-এর মৃত্যুর পর বনী উমাইয়্যাদের অত্যাচার-অনাচার আবার বাড়িয়া গেল। সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার মত পরিবেশ আর রহিল না। সাম্প্রদায়িকতা ও স্বজনপ্রীতির যুগ আবার ফিরিয়া আসিল। ইমাম সাহেব বনী উমাইয়্যাদের প্রতি বিশেষ অসন্তুষ্ট ছিলেন।

হিশাম ইবনে আবদুল মালিকের খিলাফতকালে ইমাম যায়িদ ইবনে আলী হুসাইন (রঃ) উমাইয়্যাদের সংশোধনের জন্য প্রবল আন্দোলন গড়িয়া তুলিলেন। কুফার উমাইয়্যা গভর্নরের সাথে তাঁহার যুদ্ধ হয়। তিনি পরাজিত হইয়া ১২২ হিজরীতে শহীদ হন। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) তাঁহাকে আর্থিক ও মৌখিক সমর্থন দিয়াছিলেন।

www.pathagar.com

একদিন ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ও তাঁহার সাথী ফকীহ্ ইবনুল মু'তামার (রঃ) এক স্থানে বসিয়া চুপি চুপি আলাপ-আলোচনা করিতেছিলেন। কথা বলিতে বলিতে এক পর্যায়ে তাঁহারা কাঁদিয়া উঠিলেন। কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে ইমাম সাহেব বলিলেন :

ذكرنا الزمان و غلبة اهل الباطل على اهل الخير فكثر ذلك بكائنا ◎

"আমরা ঐ যুগের কথা স্মরণ করিলাম, যে যুগে অসৎ লোক সৎলোকের উপর প্রাধান্য লাভ করিতেছে এবং উহাই আমাদের ক্রন্দনকে বাড়াইয়া দিয়াছে।" (تبييض الصحيفة)

ইমাম যায়েদ (রঃ)-এর শাহাদাতের পর ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর প্রতি উমাইয়্যাদের শ্যেনদৃষ্টি নিপতিত হয়। কিন্তু ইমাম সাহেবের অসাধারণ জনপ্রিয়তার কারণে বিনা অজুহাতে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অপরদিকে আব্বাসীদের আন্দোলনও তখন প্রবল হইতে থাকে। সিরিয়ার শেষ উমাইয়্যা শাসনকর্তা ছিলেন মারওয়ানুল হেমার। তিনি আমর বিন হোভাইরাহকে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করেন।

ইবনে হোভাইরাহ কুফার অনেক ফকীহ্‌কে সরকারী পদে অধিষ্ঠিত করিয়া তাহাদের দলভুক্ত করেন। তিনি সরকারের ঐ পলিসি অনুযায়ী ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-কেও প্রভাবান্বিত করিতে চান এবং তাঁহাকে কুফার চীফ সেক্রেটারী ও প্রধান কোষাধ্যক্ষের পদটি গ্রহণের প্রস্তাব দেন। ইমাম সাহেব চিন্তা করিলেন যে, চীফ সেক্রেটারী হওয়ার অর্থ চাপে পড়িয়া সরকারের অনেক অন্যায় ও অত্যাচারমূলক নির্দেশ জারিতে সাহায্য করা এবং কোষাধ্যক্ষ হওয়ার অর্থ চাপের মুখে বায়তুল মালের অনেক অর্থ অন্যায়ভাবে খরচ করা ছাড়া কিছু নয়। তাছাড়া তিনি প্রথম হইতেই উমাইয়্যাদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। অতএব তিনি সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। ইহাতে সরকারের অজুহাত

www.pathagar.com

মিলিয়া গেল। তাহারা তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিল এবং বেত্রাঘাত করিল। ইমাম সাহেব কিন্তু স্বীয় মতে অটল রহিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইল এবং তিনি সেখান হইতে মক্কা ও মদীনায় চলিয়া গেলেন। সেখানে তিনি দুই বৎসর ছিলেন। সেখানেও তিনি শিক্ষা ও ফতওয়া দানের কাজে মশগুল ছিলেন।

ইমাম সাহেবের সমকালীন বিখ্যাত ফকীহ্ ইমাম যুহুরী (রঃ)-এর ছাত্র হযরত ইয়াসীন যিয়াত কুফী (রঃ) মক্কায় চিৎকার করিয়া ঘোষণা করিলেন, "হে লোকগণ, আবু হানিফা (রঃ)-এর দরবারে গিয়া বস, তাঁহার মর্যদা দাও, এমন লোক আর মিলিবে না। তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞানাহরণ কর। হালাল ও হারাম সম্পর্কিত জ্ঞানের এমন আলিম আর পাইবে না। তোমরা যদি তাঁহাকে হারাও, তবে এক বিরাট জ্ঞান ভাণ্ডার হারাইবে। (موفق : ৩৮ পৃষ্ঠা)

আম্মার ইবনে মুহাম্মদ (রঃ) বর্ণনা করেন, "আবু হানিফা (রঃ) হেরেম শরীফে বসিয়াছিলেন। তাঁহার চারিপাশে বিশ্বের বিভিন্ন এলাকার লোকের ভিড় ছিল। তাহারা তাঁহাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করিতেছিল এবং তিনি সেগুলির উত্তর দিতেছিলেন।" (موفق : ৫৭ পৃষ্ঠা)

শুধু সাধারণ লোক নয় বরং সারা বিশ্বের আলিম ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁহার নিকট সমবেত হইতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক বলেন :

رأيت ابا حنيفة جالسا فى المسجد الحرام و يفتى اهل المشرق و المغرب و الناس يومئذ ناس يعنى الفقهاء الكبار و خيار الناس حضور (موفق)

"আমি হেরেম শরীফের মসজিদে ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-কে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখিলাম। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের লোকদের উদ্দেশে ফতওয়া দিতেছিলেন। তখনকার লোকেরা (লোকের মতই অর্থাৎ) বড় বড় ফকীহ্ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন।"

www.pathagar.com

মক্কা ও মদীনায় যেহেতু বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন চিন্তাধারার লোক ছিলেন, তাই ইমাম আবু হানিফা (রঃ) সেখানে জ্ঞানের চর্চা ও চিন্তার আদান-প্রদানের বিশেষ সুযোগ পান। যার ফলে তিনি বিভিন্ন দেশের অবস্থা, প্রয়োজন ও মাসায়েল সম্পর্কে সম্যক অবহিত হন এবং পূর্ব হইতেই তাঁহার অন্তরে ফিক্‌হ রচনা ও সম্পাদনার যে আকাঙ্খা ছিল, তাহা আরও মজবুত ও সুদৃঢ় হয়।

১৩২ হিজরীতে উমাইয়্যা খিলাফতের পতনের পরই ইমাম আবু হানিফা (রঃ) কুফায় ফিরিয়া আসেন এবং আপন ছাত্রদের লইয়া একটি মজলিসে শুরা প্রতিষ্ঠা করিয়া পূর্ণ মনোযোগের সাথে ফিক্‌হ সম্পাদনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। অত্যাচার-অনাচারের ক্ষেত্রে আব্বাসী খিলাফত বনী উমাইয়্যা খিলাফত হইতে কোন অংশে কম ছিল না। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) তাহাদের প্রতিও সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি তাহাদিগকে সংশোধন করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু কোন ফলোদয় হয় নাই। আব্বাসীরা প্রথমে উমাইয়্যাদের উপর অত্যাচার করে। অতঃপর হযরত আলী (রাঃ)-এর বংশধর এবং তাহাদের সহযোগিগণ সেই অত্যাচারের শিকারে পরিণত হয়।

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হাসান ইবনে আলী (রঃ), যিনি 'নফসে যাকিয়া' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন, ১৪৫ হিজরীতে মদীনায় খিলাফতের দাবী করেন। ইমাম মালেক (রঃ) তাঁহার সহায়তা করেন। কিন্তু 'নফসে যাকিয়া' সেই বৎসরই পরাজিত হইয়া শাহাদত বরণ করেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রঃ)-এর পুত্র বর্ণনা করিয়াছেন, "মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হাসান (রঃ)-এর শাহাদাত বরণের পর তাঁহার বিষয়ে আলোচনা করিবার সময় ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইতে আমি দেখিয়াছি। (موفق : ৮৪ পৃষ্ঠা)

সেই বৎসরই 'নফসে যাকিয়া' (রঃ)-এর ভাই ইব্রাহীম (রঃ) বসরায় খিলাফতের দাবী করেন। কুফার লোকেরা তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করেন।

www.pathagar.com

ঐতিহাসিকগণের মতে : كان ابو حنيفة يظاهر فى امره و يامر بالخروج معه ٥ — (اليافى ৩০০ পৃষ্ঠা)

"ইমাম আবু হানিফা (রঃ) প্রকাশ্যভাবে হযরত ইমাম ইব্রাহীম (রঃ)-এর পক্ষে প্রচার কার্য চালাইতেন এবং তাঁহার সাথে যোগদান করিয়া সরকারের মুকাবিলা করিতে লোকদেরকে আদেশ করিতেন।" কিন্তু হযরত ইব্রাহীম (রঃ)ও শেষ পর্যন্ত পরাজয় বরণ করেন।

ঐতিহাসিক ইয়াফী (রঃ) লিখিয়াছেন, ইব্রাহীম (রঃ)-এর শাহাদত বরণের পর খলীফা মনসুর বিরুদ্ধবাদীদের শায়েস্তা করার জন্য স্বয়ং কুফা আগমন করেন এবং ইব্রাহীম (রঃ)-কে সাহায্য করিয়াছে বলিয়া যাহাদের উপর তাঁহার সন্দেহ হয়, তাহাদিগকে তিনি হয় হত্যা করেন, নয় বন্দী করেন।

ঐতিহাসিক খতীব লিখিয়াছেন, ইমাম আবু হানিফা (রঃ) কবিতার নিম্নের স্তবক দুইটি প্রায়ই আবৃত্তি করিতেন।

عطاء ذى العرش خير من عطائكم
و سيبه واسع يرجى و ينتظر
انتم تكدر ما تعطون منكم
و الله يعطى بلا من و لا كدر *

"আরশের মালিকের অর্থাৎ আল্লাহর দান তোমাদের দান হইতে উত্তম। তাঁহার দান এত প্রশস্ত যে, প্রত্যেকেই উহার প্রত্যাশা করিতে পারে এবং উহার জন্য প্রতীক্ষাও করিতে পারে। দান করিয়া তোমরা ক্ষুণ্ণ হও, কিন্তু আল্লাহ বিনা প্রতিদানে বা আত্ম-প্রশস্তি ব্যতিরেকেই দান করেন এবং সেজন্য তাঁহার কোন কষ্টও হয় না।"

যাহা হউক, খলীফা মনসুর কুফায় আসিয়া ইব্রাহীম (রঃ)-এর পক্ষ অবলম্বনের কারণে ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-কেও হত্যা করিতে চাহিলেন। কিন্তু তাঁহার জনপ্রিয়তা দেখিয়া কুফায় কিছু বলিতেও সাহস পাইলেন না। তবে বাগদাদ ফিরিয়া গিয়া হত্যার অজুহাত খুঁজিতে

www.pathagar.com

লাগিলেন এবং ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-কে বাগদাদে ডাকিয়া পাঠাইলেন। খলীফা মনসুর ইমাম সাহেবের মনমানসিকতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিলেন। তিনি জানিতেন যে, ইমাম সাহেব অসৎ আমীর ওমরাহদের সাথে যোগাযোগ পছন্দ করেন না এবং সরকারের কোনরূপ বৃত্তি গ্রহণ করিতেও রাজী নন। যেমন কোন ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন ঃ كان ابو حنيفة ازهد الناس فى درهم يا خذه * من السلطان — "সরকার হইতে একটি দিরহাম পর্যন্ত গ্রহণ করিতে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) সর্বাধিক বিমুখ ব্যক্তি ছিলেন।"

ইমাম সাহেব বাগদাদে গেলেন। খলীফা মনসুর ইমাম সাহেবকে বিচারকের পদ গ্রহণ করিতে বলিলেন। কিন্তু তিনি উহাতে সম্মত হইলেন না। কারণ, তখন বিচার বিভাগের কোন স্বাধীনতা ছিল না, খলীফা ও তাঁহার সভাসদগণের মর্জিমাফিক তাহা পরিচালিত হইত এবং উহাতে জনসাধারণের ন্যায়বিচার পাওয়ার কোনই উপায় ছিল না। এহেন পরিস্থিতিতে ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর পক্ষে বিচারকের পদ গ্রহণ করা মোটেই সম্ভব ছিল না। ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর ন্যায় আরও অনেক সৎ, আমানতদার, পরহেজগার ও দ্বীনদার আলিমও সেই যুগে বিচারকের পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। তাঁহারা হইতেছেন ঃ সুফিয়ান সাওরী (রঃ), শেখ মুসাইয়্যার ইবনে কুদ্দাম (রঃ), সুলাইমান ইবনে মু'তামার (রঃ) প্রমুখ। বিভিন্ন অজুহাত দেখাইয়া তাঁহারা ঐ পদ গ্রহণ হইতে অব্যাহতি কামনা করেন। শেষ পর্যন্ত কাযী শরীক (রঃ) নামক একজন ফকীহ্ খলীফার পীড়াপীড়িতে শর্তসাপেক্ষে বিচারকের পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হন। খলীফাও তাঁহার সকল শর্ত মানিয়া চলিতে ওয়াদাবদ্ধ হন।

কাযী শরীক শর্ত করিলেন, "আমি ঘনিষ্ঠ ও দূরবর্তী আত্মীয়গণের বিরুদ্ধে রায় দিতে মোটেই ইতস্তত করিব না।"

উত্তরে খলীফা বলিলেন, "আপনি আমার ও আমার সন্তানের বিরুদ্ধেও রায় দিতে পারিবেন।"

www.pathagar.com

এতদ্‌সত্ত্বেও কাযী সাহেব নিরাপদ মনে করিলেন না। তিনি আবার বলিলেন, "আপনার প্রতিনিধি ও সভাসদগণ হইতেও আমাকে নিরাপত্তা প্রদান করিবেন।"

খলীফা মনসুর বলিলেন, "আমি তাহাও করিব।"

কিন্তু এই ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতির ফল এই হইল যে, যে মকদ্দমাটি তাঁহার এজলাসে প্রথম পেশ হইল, উহা ছিল কোন এক ব্যক্তির সাথে খলীফা মনসুরের এক দাসের মকদ্দমা। কোর্টে বাদী-বিবাদীর জন্য নির্দিষ্ট কাঠগড়া আছে, বাদী-বিবাদীকে সেই নির্দিষ্ট কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে হয়। কিন্তু খলীফার দাস কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে অপমান বোধ করিল। সে সামনে আগাইল। কোর্টের নিয়মানুযায়ী কাযী তাহাকে বাধা দিলেন এবং তাহার নির্দিষ্ট কাঠগড়ায় গিয়া বসিতে বলিলেন। ইহাতে দাসটি রাগিয়া গিয়া বলিল, "তুমি এক বৃদ্ধ আহ্‌মক।"

ইহাতে কাযী শরীক সাহেব বলিলেন, "আমি তোমার প্রভুকে বলিয়াছিলাম যে, আমি আহমক, আমাকে কাযীর পদে অধিষ্ঠিত করিবেন না। কিন্তু তিনি আমার কথা মানেন নাই।"

এহেন পরিস্থিতিতে খলীফার উচিৎ ছিল, দাসটিকে শাসাইয়া দেওয়া এবং বিচারের রীতিনীতি কায়েমের ক্ষেত্রে কাযী সাহেবকে সাহায্য করিয়া নিজ ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা। কিন্তু কাযী সাহেব খলীফার সভাসদগণের পক্ষ হইতে যে জিনিসের ভয় করিয়াছিলেন, তাহাই হইল। তাহারা কাযী সাহেবকে বরখাস্ত করিলেন এবং খলীফা স্বয়ং ঐ বরখাস্তের ব্যাপারে তাহাদিগকে সাহায্য করিলেন।

যাহা হউক, খলীফা ইমাম সাহেবকে কিছুতেই বিচারকের পদ গ্রহণে সম্মত করাইতে পারিলেন না। তিনি ইমাম সাহেবকে বেত্রাঘাত করিলেন। অতঃপর জেলে বন্দী করিয়া রাখিলেন। কিন্তু সেখানেও ইমাম আবু হানিফা (রঃ) জ্ঞান চর্চায় মগ্ন রহিলেন। জেলের ভিতরেও তাঁহার যথারীতি শিক্ষাদান ও ফতওয়া দান জারি রহিল। ফলে সেখানেও ভিড়

www.pathagar.com

হইতে লাগিল। মনসুর যখন দেখিলেন তাঁহার কোন চেষ্টাই ইমাম সাহেবের উপর প্রতিক্রিয়া করিতেছে না, তখন তাঁহার সন্দেহ আরও বাড়িয়া গেল। তিনি এবার ইমাম সাহেবকে গোপনে বিষ পান করাইলেন। বিষের প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল এবং ইমাম সাহেব ১৫০ হিজরীতে সেজদার অবস্থায়ই প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর ইন্তেকালের সংবাদ নিমেষের মধ্যে সারা শহরে ছড়াইয়া পড়িল। সর্বত্র শোকের ছায়া নামিয়া আসিল। শহরের কাযী হাসান ইবনে আম্মারাহ্ (রঃ) তাঁহাকে গোসল দেওয়াইলেন। মোট ছয়বার তাঁহার জানাযার নামায পড়া হইল। প্রথম বারের জামাতে পঞ্চাশ হাজার লোক শরীক হইয়াছিল। বাগদাদের খিযরান গোরস্থানে ইমাম সাহেবকে দাফন করা হয়। বিশ দিন পর্যন্ত তাঁহার কবরে যিয়ারতকারীদের ভিড় লাগিয়া থাকিতে দেখা যায়।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর চরিত্র

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) অসাধারণ প্রতিভাবান, কর্মদক্ষ ও জ্ঞানী ছিলেন। তাকওয়া, পরহেযগারী, আল্লাহর নৈকট্য লাভের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, আত্ম-চেতনা, দৃঢ়চিত্ততা, ন্যায়পরায়ণতা, আল্লাহর যিকর, ইবাদতের প্রতি প্রবল অনুরাগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে তিনি মুসলমানদের জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিলেন।

বিখ্যাত মুহাদ্দিস যাহ্বী (রঃ) বলেন : ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর তাহাজ্জুদ ও রাত্রি জাগরণের ঘটনা এত অধিক লোকে বর্ণনা করিয়াছেন যে, উহাতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নাই। রাত্রিজাগরণ ও দাঁড়াইয়া ইবাদত করার কারণে লোকে তাঁহাকে খুঁটি বলিয়া আখ্যা দিয়াছিল। মক্কী ইবনে ইব্রাহীম (রঃ) বর্ণনা করেন : كان جهده كله الى قبره —(معجم) "ইমাম সাহেবের সকল প্রচেষ্টা কবরমুখী ছিল।"

www.pathagar.com

ইমাম সাহেব 'খজ' নামক একটি বিশেষ রকমের কাপড়ের ব্যবসা করিতেন। তাঁহার ব্যবসায়ে এত প্রসার লাভ ঘটিয়াছিল যে, সেকালে তাঁহার সমকক্ষ ব্যবসায়ী কেহই ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। বিভিন্ন স্থানে তাঁহার কারখানা ছিল। কুফাতে দোকান ছিল। সারা দেশে তাঁহার মাল বেচাকেনা হইত।

কারবারের সততায় ইমাম সাহেব অদ্বিতীয় ছিলেন। কথাবার্তায় হেরফের করাকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। দেনাদারদেরকে তিনি অবকাশ দিতেন বরং তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেওয়াই তাঁহার সাধারণ স্বভাব ছিল।

ইমাম সাহেব আমানতদারীতে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। মৃত্যু-কালে তাঁহার নিকট পাঁচ কোটি আমানত গচ্ছিত ছিল। প্রত্যেকটি আমানতের মাল ও টাকার তোড়ার উপর তাঁহার নামাঙ্কিত মোহর লাগাইয়া রাখা হইয়াছিল। প্রথমে সেগুলি যেভাবে রাখা হইয়াছিল তখনও ঠিক সেইভাবে ছিল। — (موفق)

সমসাময়িককালের শ্রেষ্ঠ ধনী হওয়া সত্ত্বেও ইমাম সাহেব খুব সাদা-সিধা ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করিতেন। তিনি নিজে বলিয়াছেন:

انما قوتى فى الشهر درهمان

فمرة السويق و مرة الخبز — (معجم)

"আমার মাসিক খোরাকী দুই দিরহামের বেশী নয়। কখনও ছাতু আর কখনও রুটি আমার খাদ্য।"

সুহাইল ইবনে মুযাহিম (রঃ) বলেন, "كنا ندخل على ابى حنيفة (رح) لم نجد فى بيته الا البوارى "—(موفق)

"আমরা ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর ঘরে যাইতাম, কিন্তু চাটাই ছাড়া অন্য কিছু তাঁহার কামরায় পাইতাম না।"

www.pathagar.com

ভোগ-বিলাসের জন্য নয় বরং আল্লাহর সৃষ্ট জীবের উপকার ও আত্মসম্মান রক্ষার মানসেই তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন। তিনি বলিয়াছেন: "لولا انی اخاف ان التجیء الی هولاء ما امسکت درهما واحدا "—(مناقب قاری) "তাহাদের অর্থাৎ আমীর-ওমরাহদের প্রতি হস্ত প্রসারিত করিতে হইবে বলিয়া যদি আমার ভয় না হইত, তবে আমি আমার নিকট এক দিরহামও রাখিতাম না।"

বন্ধু-বান্ধব ও সাক্ষাতকারীদের জন্য ইমাম সাহেব কিছু দৈনিক খরচ বরাদ্দ করিয়া রাখিতেন। উলামা ও মুহাদ্দিসগণের জন্য তাঁহার ব্যবসায়ের কিছু অংশ নির্দিষ্ট ছিল যাহার মুনাফা বৎসরান্তে তাঁহাদের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইত। তিনি নিজের পরিবার পরিজনের ভোগের জন্য কিছু জিনিস খরিদ করিলে ঠিক সেই পরিমাণ জিনিস আলিম ও মুহাদ্দিসগণের নিকট পাঠাইয়া দিতেন। গরীব ছাত্রদের দায়িত্ব তিনি নিজেই গ্রহণ করিতেন। হঠাৎ কেহ তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলে, তিনি তাহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেন এবং অভাবী মনে হইলে খুব বদান্যতার সহিত তাহার অভাব মোচন করিয়া দিতেন।

ইমাম সাহেবকে আল্লাহ তায়ালা সৎ-প্রকৃতির সাথে সাথে সুন্দর আকৃতিও দান করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন মধ্যম আকৃতির ও সুদর্শন চেহারা বিশিষ্ট। তাঁহার সুন্দর পরিপাটি পোশাক ছিল। তিনি খুব বেশী আতর ব্যবহার করিতেন। আলাপ-আলোচনায় তিনি খুব নম্র ও বিনয়ী ছিলেন।

ইমাম সাহেবের সুযোগ্য ছাত্র কাযী ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) বাদশা হারুনুর রশীদের নিকট ইমাম সাহেবের সৎস্বভাব ও চরিত্রের বর্ণনা যে ভাবে দিয়াছিলেন, "আমি যতটুকু জানি, ইমাম আবু হানিফা (রঃ) অত্যন্ত মুত্তাকী ও পরহেযগার ছিলেন। তিনি নিষিদ্ধ বা হারাম হইতে নিজকে পবিত্র রাখিতেন। অধিকাংশ সময়ই তিনি চিন্তামগ্ন ও নিশ্চুপ থাকি-

www.pathagar.com

তেন। কেহ কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করিলে উহা তাঁহার জানা থাকিলে উত্তর দিতেন, অন্যথায় নীরব থাকিতেন। তিনি খুব দানশীল ও দয়ালু ছিলেন। কাহারও নিকট হইতে নিজের কোন অভাব মোচনের প্রত্যাশা করিতেন না। দুনিয়াদারদের সংস্রব হইতে সর্বদা দূরে থাকিতেন। পার্থিব প্রভাব প্রতিপত্তিকে তিনি অত্যন্ত হেয় মনে করিতেন। পরোক্ষে নিন্দা করা হইতেও তিনি সর্বদা বাঁচিয়া থাকিতেন। যদি কখনও কাহারও সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন, তবে তাহার ভাল দিকটাই আলোচনা করিতেন। তিনি খুব বড় জ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ছিলেন। ধন-সম্পদের ন্যায় তিনি জ্ঞান-ভাণ্ডারও অকাতরে বিলাইয়া দিতেন।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর দৈনিক কর্মসূচী

ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর দৈনিক কর্মসূচী ছিল নিম্নরূপ: তিনি ফজরের নামাযের পর মসজিদে শিক্ষাদান করিতেন এবং দূর-দুরান্ত হইতে ফতওয়া চাহিয়া যে সকল পত্র আসিত সেগুলির উত্তর দিতেন। তৎপর ফিক্‌হ সম্পাদনা কমিটির সভা বসিত। বড় বড় ফকীহ ছাত্রগণ একত্রিত হইয়া আলোচনা শুরু করিতেন। আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের পর মাসআলার জবাব নির্দিষ্ট হইলে তাহা লিপিবদ্ধ করা হইত। যুহরের নামাযের পর ইমাম সাহেব ঘরে আসিতেন। গ্রীষ্মের সময় যুহরের নামাযের পর কিছুক্ষণ শুইয়া থাকিতেন। আসরের নামাযের পর কিছুক্ষণ শিক্ষাদান করিতেন। তৎপর দর্শনার্থীদিগকে সাক্ষাতদান করিতেন। অতঃপর রোগীদের সাথে দেখা করিয়া প্রয়োজন মত তাহাদের সেবা-শুশ্রূষা করিতেন এবং দুঃখী ও গরীবদের খোঁজ-খবর নিতেন। মাগরিবের পর আবার শিক্ষা-দীক্ষার কাজ শুরু হইত এবং তাহা ই'শা পর্যন্ত চলিত। ই'শার নামায পড়িয়া তিনি আল্লাহর ইবাদতে মশগুল

www.pathagar.com

হইতেন। তখন নফল নামায পড়িতেন এবং তাহাতে লম্বা কিরাত আবৃত্তি করিতেন। অধিকাংশ সময় তিনি সারা রাত্রি ঘুমাইতেন না। শীতকালে মাগরিবের পর কিছুক্ষণ শুইতেন। অতঃপর ই'শার নামায পড়িতেন। ই'শার পর নফল নামায পড়িতে পড়িতে সারা রাত কাটাইয়া দিতেন। কখনও কখনও দোকানে গিয়া বসিতেন এবং সেখানেও অনুরূপ কর্মব্যস্ত থাকিতেন।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

ফিক্‌হ সম্পাদনার পদ্ধতি

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলিম সাম্রাজ্য ভারতের সিন্ধু হইতে সুদূর ইউরোপের স্পেন ও এশিয়া-মাইনর এবং উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বহু জাতি ও দেশের তাহযীব-তমদ্দুনের সাথে ইসলাম ও মুসলিমের সংমিশ্রণের ফলে বহু নূতন নূতন সমস্যা দেখা দিয়াছিল। হবাদত ও বাস্তব জীবন ব্যবস্থায় এমন সব সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল ও হইতেছিল, যাহা রেওয়ায়েত বা মৌখিক বর্ণনা অথবা সাময়িক গবেষণা দ্বারা সমাধান করা সম্ভব ছিল না। উপরন্তু মুসলিম সমাজের মধ্যে দর্শন শাস্ত্রের বহুল প্রসারের ফলে ইসলামী মতবাদে অনেক তর্ক-বিতর্ক এবং তাহাতে অনৈসলামী মতবাদের অনুপ্রবেশ ঘটিতে শুরু করিল। ইসলামের এহেন দুর্দিনে সত্যের মশালবাহী হযরত ইমাম আবু হানিফা (রঃ) আগাইয়া আসিলেন এবং সর্বপ্রথম ফিক্‌হ শাস্ত্র রচনা ও সম্পাদনা করিয়া ইসলামী কৃষ্টি বাঁচাইয়া রাখার পথ সুগম করিয়া দিতে যত্নবান হইলেন। ইমাম সাহেবের উস্তাদ ইমাম হাম্মাদ (রঃ)-এর ইন্তেকালের পর তিনি ফিক্‌হ সম্পাদনার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিলেন। এই সময় উমাইয়্যাগণ মুসলিম সাম্রাজ্যের কর্ণধার ছিলেন। তবে ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-কে তাঁহারা সুনজরে দেখিতেন না।

শুরু হইতেই ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ইজতিহাদী মনোবৃত্তি ও অসাধারণ বিচক্ষণতার অধিকারী ছিলেন। দর্শন শাস্ত্রের পর্যালোচনায় তাঁহার এই ইজতিহাদী বিচক্ষণতাকে আরও ক্ষুরধার করিয়া তুলিয়াছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য করার ফলে তিনি কাজ-কারবার সম্পর্কেও গভীর অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। বিভিন্ন অঞ্চল হইতে হাজার হাজার মাসআলা তাঁহার

www.pathagar.com

নিকট আসিতেছিল। ফলে সারা দেশের ধর্মীয় চাহিদা সম্পর্কেও তাঁহার একটি পরিষ্কার ধারণা ছিল। বিভিন্ন অঞ্চলের কাযিগণ বিচারে যে সকল ভুলত্রুটি করিতেছিলেন তাহাও তাঁহার গোচরীভূত হইতেছিল। এভাবে তিনি দেশের তথা মুসলিম বিশ্বের অবস্থা ও চাহিদা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। ১৩২ হিজরীতে উমাইয়্যা বংশের পতনের পর তিনি রীতিমত ফিক্‌হ রচনা ও সম্পাদনার কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

ফিক্‌হ রচনা ও সম্পাদনার মূল উদ্দেশ্য ছিল, বাস্তব জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ) হইতে বিভিন্ন সময়ে বর্ণিত হাদীস ও কুরআনের আয়াতসমূহ যাহা পৃথক পৃথকভাবে আলিম সমাজের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে সেগুলিকে শ্রেণীবিন্যাস করিয়া সর্বশেষ কোন্‌টির উপর মুসলমানগণ আমল করিবেন তাহা নির্ণয় করা। শরীয়তে মুহাম্মদী যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত চলিতে থাকিবে, সেইহেতু নূতন নূতন মাসআলা বা সমস্যা যেগুলির ভবিষ্যতে উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে, সেগুলি সম্বন্ধে কুরআন ও হাদীস হইতে সম্ভবপর সকল সমাধান নির্ণয় করাও ছিল ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। এই দ্বিতীয় উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কুফাই ছিল যোগ্যতম স্থান। কেননা উহা তখন আরবী ও আজমী (অনারব) তাহযীব-তমদ্দুনের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইয়াছিল। ইমাম সাহেব ফিক্‌হ রচনা ও সম্পাদনার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আনজাম দেওয়ার জন্য শুধু নিজের রায়, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করা সমীচীন মনে করিলেন না বরং নিজের হাজার হাজার ছাত্রের মধ্য হইতে এমন কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকেও এ কাজের জন্য মনোনীত করিলেন, যাঁহাদের প্রত্যেকেই যুগশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহাদের অধিকাংশই কোন না কোন বিশেষ শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং ফিক্‌হের পূর্ণতার জন্য তাঁহাদের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। مناقب موفق গ্রন্থে আছে ঃ

فوضع ابو حنيفة مذهبه شورى بينهم لم يستبد فيه بنفسه دونهم — (১২০ পৃষ্ঠা)

www.pathagar.com

অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা (রঃ) তাঁহার নিজের মযহাব পরস্পর আলোচনা ও পরামর্শের উপর ভিত্তি করিয়া রচনা করেন। মজলিসে শুরার সাথে আলোচনা ব্যতিরেকে তিনি নিজে একা উহার কিছুই করেন নাই।

ইমাম মালিক (রঃ)-এর ছাত্র আসাদ ইবনে ফুরাত (রঃ) হইতে ইমাম ত্বাহাবী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ফিক্‌হ সম্পাদনা কমিটির সদস্য ছিলেন ৪০ জন। তাঁহাদের সকলেরই ইজতিহাদের যোগ্যতা ছিল। তাঁহাদের মধ্য হইতে আবার ১০ জনকে নিয়া তিনি একটি বিশেষ কমিটি গঠন করেন—যাহার সদস্য ছিলেন ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ), ইমাম যুফার (রঃ), দাউদ তায়ী (রঃ), আসাদ ইবনে ওমর (রঃ), ইউসুফ ইবনে খালিদ (রঃ), ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আবী যায়িদ (রঃ) প্রমুখ ফকীহগণ।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর ফিক্‌হ সম্পাদনা কমিটি যে কত শক্তিশালী ছিল তাহা আমরা বিখ্যাত মুহাদ্দিস ওকী' ইবনিল জর্‌রাহ্‌ (রঃ)-এর বর্ণনা হইতে সহজেই অনুমান করিতে পারি। তিনি বলেন:

كيف يقدر ابو حنيفة ان يخطى و معه مثل ابى يوسف و زفر و محمد فى قياسهم و اجتهادهم ومثل يحيى بن زائدة و حفص بن غياث و حبان و مندل فى حفظهم للحديث و معرفتهم به و القاسم بن معن يعنى ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود فى معرفة باللغة و العربية و داؤد بن نصير الطائى و فضيل بن عياض فى زهدهما و ورعهما فمن كان اصحابه هؤلاء و جلساؤه لم يكن ليخطى لانه ان اخطاء ردوه الى الحق ©

(جامع المسانيد و خطيب — পৃষ্ঠা ৩৩) "ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর কাজে কি করিয়া ভুল থাকিতে পারে, যখন তাঁহার সাথে ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ), যুফার (রঃ) ও মুহাম্মদ (রঃ)-এর মত কিয়াস ও ইজতি-

www.pathagar.com

হাদে দক্ষ ফকীহগণ, ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে যায়িদাহ (রঃ), হাফ্‌স ইবনে গিয়াস (রঃ), হাব্বান (রঃ) ও মেন্দাল (রঃ)-এর মত হাদীসে দক্ষ মুহাদ্দিসগণ, কাসিম ইবনে মা'ন অর্থাৎ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রঃ)-এর মত ভাষাবিদগণ, দাউদ ইবনে নাসীর তায়ী (রঃ) ও ফুযাইল ইবনে আইয়্যায (রঃ)-এর মত মুত্তাকী ও পরহেযগার ব্যক্তিবর্গ ছিলেন। যাঁহার দরবার এমন রত্নরাজিতে ভূষিত ছিল যে, সেখানে কোন ভুল-ভ্রান্তি হইতে পারে না। কেননা ভুল হইলে নিশ্চয়ই তাঁহারা উহার প্রতিবাদ করিতেন এবং সংশোধন করিয়া দিতেন।"

ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর নিয়ম এই ছিল যে, তিনি মাসআলার সমাধান প্রথম কুরআনে অনুসন্ধান করিতেন। কুরআনে ইবারাতুন্‌নস বা দালালাতুন্‌নস বা ইশারাতুন্‌নস বা ইক্‌তেদাউন্‌নস অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, স্পষ্ট, সুপ্ত, ইশারা, ইংগিত—যে কোন প্রকারে উহার সমাধান পাওয়া গেলে তিনি উহাই লিপিবদ্ধ করিতেন। আর কুরআনে কোনক্রমেই উহার সমাধানের কোন ইংগিত পাওয়া না গেলে, তিনি হাদীসে উহার সমাধান অনুসন্ধান করিতেন। এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর শেষ জীবনের হাদীসই ইমাম সাহেব বেশী গ্রহণ করিতেন। হিজাযী ও ইরাকী সাহাবীদের মরফু' হাদীসে ইখতিলাফ দেখা দিলে তিনি ফকীহ্‌ রাবী ও ফকীহ্‌ রেওয়ায়েতের প্রাধান্য দিতেন। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাদীস দ্বারা যদি সমাধান না হইত, তবে তিনি ফকীহ সাহাবীদের হাদীসে উহার সমাধান তালাশ করিতেন। সাহাবীদের হাদীসেও যদি সমাধান পাওয়া না যাইত, তবে তাবেয়ীদের সমাধানে উহার খোঁজ করিতেন। উহাতেও না পাইলে ইজমা' এর প্রতি মনোনিবেশ করিতেন। এইরূপ ক্ষেত্রে তিনি ইরাকী সাহাবী ও তাবেয়ীদের মযহাব ইখতিয়ার করিতেন। আর এখানেও যদি সমাধান না পাইতেন, তবে কিয়াস (অর্থাৎ কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা সমাধানকৃত হুকুমের সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা করিয়া সামঞ্জস্য বিধানপূর্বক উপমানের

www.pathagar.com

হুকুম উপমেয়ের উপর আরোপ করা) ও ইস্‌তিহ্‌সান (অর্থাৎ কিয়াসে খফী) ইত্যাদি দ্বারা মাসআলার সমাধান করিতেন। মাসআলা সম্পর্কে গবেষণাকালে তিনি খুব অনুসন্ধান ও চিন্তা-ভাবনা করিতেন এই ব্যাপারে যে, ইহাতে শরীয়তের প্রকাশ্য বা সুপ্ত কোনরূপ ইশারা-ইংগিত আছে কিনা, এ বিষয়টি বিবেচনাধীন রাখিয়া তিনি এমনভাবে আইন রচনা করিতেন যে, উহাতে প্রত্যেকটি সমস্যা ও ঘটনা স্বতন্ত্রভাবে সন্নিবেশিত হইত।

ضا بطة كلية অর্থাৎ সাধারণ বা ব্যাপক হুকুমের 'অর্থবোধক নস' অর্থাৎ কুরআনের আয়াত বা হাদীসের সাথে যদি স্বতন্ত্র হুকুমের বা ঘটনার 'অর্থবোধক নস' অর্থাৎ কুরআনের আয়াত বা হাদীসের অসংগতি পরিলক্ষিত হইত, তবে তিনি ব্যাপক হুকুমের নসকে প্রাধান্য দিতেন এবং স্বতন্ত্র হুকুমের নসের উৎস, শানে নযুল ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া তাহার সাথে ব্যাপক হুকুমের নসের সামঞ্জস্য বিধান করিতেন। ইতিপূর্বে বিচার কার্য পরিচালনায় ও ফতওয়া দানে এই রীতি প্রচলিত ছিল যে, ঘটনা বা সমস্যার উদ্ভব হইলে পর উহার সমাধান সম্বন্ধে চিন্তা করা হইত। কুরআন ও সুন্নাহ হইতে সংগৃহিত কোন শ্রেণীবদ্ধ আইন-কানুন ও নগর শাসন পদ্ধতি তখন মৌজুদ ছিল না। সমস্যার উদ্ভব হওয়ার পূর্বে উহার সমাধানের বিষয় চিন্তা করাকে তখন দূষণীয় মনে করা হইত। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) উপরিউক্ত নীতির বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি মত পোষণ করিতেন যে, যে সকল সমস্যার সাথে মানুষের জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা আছে পূর্বাহ্নেই সে সকল সমস্যা সম্পর্কে গবেষণা করা আলিমদের উচিত, যাহাতে ঐ সকল সমস্যার উদ্ভব হইলে উহার কি সমাধান তাহা জানিতে ও বুঝিতে পারা যায়। (موفق قب صفا — ৬০ পৃঃ)

বিখ্যাত মুহাদ্দিস কয়েস ইবনে রবী' (রঃ) বলেন ঃ

كان ابو حنيفة اعلم الناس بما لم يكن ◎ (موفق)

"যে সকল মাসআলা তখনও সংঘটিত হয় নাই সেগুলি সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) সর্বাধিক জ্ঞান রাখিতেন।"

www.pathagar.com

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) কর্তৃক গঠিত ফিক্‌হ সম্পাদনা কমিটির সভায় মাসআলা পর্যালোচনার ধরন সক্রেটিসের দর্শন শাস্ত্রের পর্যালোচনার অনুরূপ ছিল। কমিটির সদস্যবৃন্দ ইমাম সাহেবকে পরিবেষ্টন করিয়া বসিতেন। তিনি প্রত্যেকটি মাসআলা সভাসদগণকে প্রশ্নাকারে জিজ্ঞাসা করিতেন এবং উহাতে লোকের কি ধারণা ছিল ও ভবিষ্যতে কি কি ধারণা হইতে পারে এবং এই বিষয়ে কি কি সমস্যার উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা আছে সে সম্পর্কে সব কিছু বলিয়া দিতেন। পরিষদ ইহার বিস্তারিত আলোচনা পর্যালোচনা করিতেন। সদস্যগণ পূর্ণ আযাদীর সাথে তাঁহাদের জ্ঞান-গরিমা ও অভিজ্ঞতা মুতাবিক আলোচনা করিতেন। প্রত্যেকটি মাসআলা উভয় পরিষদে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হওয়ার পর সকলের রায় এক হইলে উহা লিপিবদ্ধ করা হইত। ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ), ইমাম আসাদ ইবনে ওমর (রঃ) ও ইমাম ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে যাকারিয়া ইবনে আবী যায়েদাহ (রঃ)-এর উপর লেখার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। প্রত্যহ অধিবেশন সমাপ্তির পূর্বক্ষণে সেই দিনের মীমাংসিত মাসআলাসমূহ পরিষদে আবার পড়িয়া শুনান হইত।

মতভেদের ক্ষেত্রে পূর্ণ আযাদীর সাথে পর্যালোচনা ও তর্ক-বিতর্ক চলিত। কখনও কখনও একই মাসআলার আলোচনায় মাসাধিককাল অতিবাহিত হইত। পরিষদের সদস্যগণ তাঁহাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা মুতাবিক যুক্তি-প্রমাণ পেশ করিতেন। ইমাম সাহেব চুপ করিয়া সকলের বক্তব্য শুনিতেন। মাঝে মাঝে অলক্ষ্যে তাঁহার মুখ হইতে এই আয়াতটি নিঃসৃত হইত।

فَبَشِّرْ عِبَادِ ۝ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ وَ يَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

"অতএব আমার ঐ বান্দাদেরে সুসংবাদ দাও যাহারা মনোযোগ দিয়া কথা (আলোচনা) শ্রবণ এবং উহার উৎকৃষ্টটির আনুগত্য স্বীকার করে।" (আল কুরআন : ৩৯ : ১৭)

www.pathagar.com

আলোচনা যখন খুব বাড়িয়া যাইত এবং সদস্যগণ একমত হইয়া কোন সমাধানে পৌঁছিতে পারিতেন না, তখন ইমাম সাহেব এমন যুক্তিপূর্ণ বর্ণনা পেশ করিতেন যে, সকলে উহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেন। এভাবে মাস্‌আলার একটি সমাধান বাহির হইয়া পড়িত এবং উহা লিপিবদ্ধ করা হইত। কখনও কখনও এমনও হইত যে, ইমাম সাহেবের ফায়সালার পরও কোন কোন সদস্য নিজ নিজ রায়ের উপর অবিচল থাকিতেন। এইরূপ ক্ষেত্রে সকলেরই মতবাদ লিপিবদ্ধ করা হইত।

আলোচনা সভার নিয়ম এই ছিল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মজলিসে শুরার সকল সদস্য উপস্থিত না হইতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন মাস্‌আলা সম্পর্কে আলোচনা করা হইত না এবং আলোচনা-পর্যালোচনা ও তর্ক-বিতর্কের পর কোন জটিল মাস্‌আলা সম্পর্কে শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে সকলে উচ্চস্বরে আল্লাহু আক্‌বার বলিয়া উঠিতেন।

كبروا جميعا قالوا الله اكبر ○ — (موفق — ৫৪ পৃষ্ঠা)

ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর প্রতিভা দ্বারা সেকালের সুধী মহল কিরূপ প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, তাহা নিম্নের ঘটনা হইতে পরিষ্কার বোঝা যায়।

ইমাম শাফী (রঃ)-এর বিখ্যাত ছাত্র ইমাম সরীজ (রঃ)-এর সম্মুখে জনৈক ব্যক্তি ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর বিরুদ্ধে দুর্নাম করিলে ইমাম সরীজ (রঃ) রাগান্বিত হইয়া বলিলেন:

يا هذا فى رجل سلم له جميع الامة ثلثة ارباع العلم و هو لا يسلم لهم الربع قال و كيف ذالك فقال العلم قسمان سوال و جواب و انه وضع المسائل فسلم له النصف ثم اجاب فيها فوفقوه فى النصف او اكثر فسلم له الربع و انما خالفوه فى الباقى و هو لا يسلم لهم ذلك فبقى الربع متنازعا فيه بينه و بين الكل ○ — (بزوى ১৬ পৃষ্ঠা)

www.pathagar.com

"হে অমুক, তুমি এমন ব্যক্তির বদনাম করিতেছ, যিনি সমস্ত ইলিমের (জ্ঞানের) তিন চতুর্থাংশের অধিকারী বলিয়া সমস্ত উম্মতগণ স্বীকার করিয়া নিয়াছেন। অথচ তিনি অন্য সকলের জন্য এক-চতুর্থাংশেরও স্বীকৃতি দেন নাই। সে ব্যক্তি বলিল, ইহা কিভাবে হইতে পারে? ইমাম সরীজ (রঃ) বলিলেন, ইলিম দুই প্রকার যথা: প্রশ্ন ও উত্তর। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) মাসায়েল অর্থাৎ প্রশ্নসমূহ রচনা করিয়াছেন। কাজেই অর্ধেক ইলিম তাঁহার জন্য সাব্যস্ত হইয়া গেল। বাকী অর্ধেক ইলিম উত্তর বা মাসআলার সমাধান। তিনি সকল উত্তর বা সমাধানও দিয়াছেন। তাঁহার সমাধানের অর্ধেক বা তদপেক্ষা বেশী সকলে মানিয়া নিয়াছেন। অতএব নিঃসন্দেহে আর এক চতুর্থাংশ তাঁহার জন্য সাব্যস্ত হইয়া গেল। বাকী অর্ধেক উত্তরের মধ্যে তাঁহার ও অন্য সকলের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে।"

সুদীর্ঘ বাইশ বৎসর এইরূপ সাধনার পর ১৪৪ হিজরীতে ইমাম সাহেবের ফিক্‌হ সম্পাদনা কমিটি পরিপূর্ণ ফিক্‌হ শাস্ত্র রচনা ও সম্পাদনার কাজ সমাপ্ত করেন। ইহা কুতুবে আবু হানিফা নামে খ্যাতি লাভ করে। এই গ্রন্থে ৮৩০০০ (তিরাশি হাজার) মাস্‌আলা সন্নিবেশিত হয়, যাহার মধ্যে ৩৮০০০ (আটত্রিশ হাজার) মাস্‌আলা ইবাদত সম্বন্ধে এবং ৪৫০০০ (পঁয়তাল্লিশ হাজার) বাস্তব জীবন ব্যবস্থা সম্বন্ধে। ইহার মধ্যে দুনিয়ার কাজ-কারবার, বাস্তব জীবন ব্যবস্থা, রাজনীতি, পৌরনীতি ইত্যাদি সকল বিষয়ের আইন-কানুন রহিয়াছে। এই গ্রন্থে গণিত ও ইলমে নাহু-এর মাস্‌আলাও ছিল, যাহা বুঝিবার জন্য আরবী ও অংকে দক্ষতার প্রয়োজন ছিল। এই গ্রন্থের বর্ণনাক্রম অনুযায়ী প্রথমে 'বাবুত্‌ তাহারাত' (পবিত্রতা), অতঃপর নামায, তৎপর অন্যান্য ইবাদত, অতঃপর মুয়ামিলাত (বাস্তব কাজ-কারবার) ও শাস্তির মাসায়েল এবং সর্বশেষে ফরায়েয সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছিল। ১৪৪ হিজরীতে ইহার কাজ সমাপ্ত হইলেও কিন্তু পরে ইহাতে আরও অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন

www.pathagar.com

করা হয়; কেননা ইমাম সাহেব বাগদাদের জেলখানায়ও ফিক্‌হ রচনা ও সম্পাদনার কাজ অব্যাহত রাখেন। জেলখানায়ই ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর মজলিসের সাথে ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-এর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। পরিবর্ধনের পর এই গ্রন্থের মাস্‌আলা সংখ্যা ৫০০০০০ (পাঁচ লক্ষ)-এ গিয়া পৌঁছে। যেমন جامع المسانيد গ্রন্থে ইমাম খারেজমী (রঃ) বলেন : قد قيل بلغت مسائل ابى حنيفة خمسمائة الف مسئلة و كتبه و كتب اصحابه تدل على ذلك ◎ "বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর মাসআলার সংখ্যা পাঁচ লক্ষে গিয়া পৌঁছে। তাঁহার ও তাঁহার ছাত্রদের কিতাবসমূহ এই সাক্ষ্যই দেয়।" — (৩৫ পৃষ্ঠা)

ইমাম সাহেবের এই গ্রন্থ তাঁহার জীবনকালেই ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়। যখনই ইহার কিছু অংশ তৈরী হইত, তখনই তাহা প্রকাশিত হইয়া সারা দেশে ছড়াইয়া পড়িত।

معجم المصنفين গ্রন্থে বর্ণিত আছে : কুতুবে আবু হানিফা রচিত হওয়ার পর ইমাম আবু হানিফা (রঃ) তাঁহার ছাত্রগণকে একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। কুফার জামে মসজিদে তাঁহার এক হাজার সুদক্ষ শিক্ষাবিদ ছাত্র একত্রিত হইলেন। ইহাদের মধ্যে চল্লিশ জন ফিক্‌হ সম্পাদনা কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি তাঁহাদের উদ্দেশে যে বক্তব্য রাখেন তাহা হইল :

"আপনারা আমার অন্তরের শান্তির মূলধন। আপনাদের অস্তিত্বের মধ্যেই আমার দুঃখ-চিন্তা দূর করিবার যিম্মাদারী নিহিত। আপনাদের জন্য আমি ফিক্‌হের আইনের জিন কষিয়া বাঁধিয়া দিয়াছি এবং ইহার লাগাম আপনাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছি। এখন আপনারা যখন খুশী ইহার উপর আরোহণ করিতে পারেন। আমি এমন পরিবেশের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছি যে, জনসাধারণ আপনাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবে এবং আপনাদের এক একটি শব্দকে খুঁজিয়া বাহির করিবে। আমি আপনাদের

www.pathagar.com

দিকে ঘাড়সমূহকে ঝুঁকাইয়া দিয়াছি। অতএব এখন সময় আসিয়াছে, যখন আপনারা এই ইলিমকে রক্ষা করিতে আমাকে সাহায্য করিবেন। আপনাদের মধ্যে এমন ৪০ জন ব্যক্তি রহিয়াছেন, যাঁহারা বিচারকের দায়িত্ব পালন করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম। আর তাঁহাদের মধ্যে এমন দশ জন রহিয়াছেন, যাঁহারা শুধু বিচারকের দায়িত্ব পালনেই নয় বরং তাঁহাদিগকে শিক্ষা ও ট্রেনিং দানেও পূর্ণ দক্ষ। অতএব এই ইল্‌মে ফিক্‌হের যতটুকু জনসাধারণের কাছে পৌঁছিয়াছে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা রক্ষা করা আপনাদের সকলের দায়িত্ব। আমি আশা করি অন্যের প্রভাবাধীন হওয়ার অবমাননা হইতে এই ইল্‌মকে আপনারা রক্ষা করিবেন। আপনাদের কাহাকেও বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইলে, আমি তাঁহাকে ইহাই বলিয়া দিতে চাই যে, জানিয়া শুনিয়া গোপন কিছুর উপর ভিত্তি করিয়া ফায়সালা করা বা গোপন অভিসন্ধি চরিতার্থ করার খেয়ালে ফায়সালা করা জায়েয হইবে না এবং এই অবস্থায় কাযীর পদে চাকুরী করা ও সেই পদের বেতন লওয়াও দুরস্ত হইবে না। কাযীর পদে চাকুরী করা ততক্ষণ পর্যন্ত শুদ্ধ ও দুরস্ত হইবে, যতক্ষণ পর্যন্ত কাযীর অন্তর ও বাহির এবং কথা ও কাজ এক থাকে। যাহা হউক প্রয়োজনের তাকিদে আপনাদের কাহারও যদি কাযীর পদ গ্রহণ করিতে হয়, তবে আমি তাহাকে এই নসিহত করিতেছি যে, তিনি যেন এমন পরিবেশ সৃষ্টি করেন, যেখানে জনসাধারণ তাঁহার কাছে অবাধে তাহাদের অভাব-অভিযোগের কথা পেশ করিতে পারে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে পড়িবেন। লোকের অভাব মোচন করিতে সদা প্রস্তুত থাকিবেন। আমীর যদি জনসাধরণের সাথে কোন অন্যায় আচরণ করেন, তবে সেই আমীরকে উহা হইতে ফিরাইয়া রাখা সেই আমীরের নিকটবর্তী কাযীর উপর ফরয বলিয়া পরিগণিত হইবে।" — (المصنفين معجم — ৫৫ পৃষ্ঠা)

এই বক্তৃতার পর তাঁহার সংকলিত ফিক্‌হের মর্যাদা সকলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল এবং সারা দেশে তাহা ছড়াইয়া পড়িল। খুব সম্ভব

www.pathagar.com

ইহার পরই খলীফা মনসুর ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-কে বাগদাদে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং কাযীর পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ইমাম সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন না। যাহার ফলে খলীফা তাঁহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে।

খুলাফা-ই-রাশেদীনের যুগে বিচার বিভাগ খলীফার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। জ্ঞান, বুদ্ধি, আমল, কর্মদক্ষতা, পরহেযগারী, বিচক্ষণতা ও সততার উপর ভিত্তি করিয়া তখন কাযী নিয়োগ করা হইত। এই প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হুমুবী (রঃ) আশাবাহ কিতাবের টিকাতে হযরত ওমর (রাঃ)-এর যুগের একটি উদাহরণ দিয়াছেন, তিনি লিখিয়াছেন ঃ

و قد صح ان عمر رض لما كثر اشتغاله قلد القضاء ابا الدرداء و اختصم اليه رجلان فقضى لاحدهما ثم اتى المقضى اليه عمر رض فسأله عن حاله فقال قضى على فقال لو دنت انا منك لقضيت لك فقال له ما يمنعك عن القضاء فقال له ليس هناك نص و الرأى مشترك ◎

"বিশুদ্ধ সনদ দ্বারা সাব্যস্ত যে, হযরত ওমর (রাঃ)-এর উপর যখন সরকারী কাজের চাপ অনেক বাড়িয়া গেল, তখন তিনি বিচারের দায়িত্ব হযরত আবু দারদা (রাঃ)-এর উপর অর্পণ করিলেন। এই সময় দুই ব্যক্তি ঝগড়া করিয়া তাঁহার দরবারে বিচার প্রার্থনা করিল। হযরত আবু দারদা (রাঃ) এক জনের পক্ষে রায় দিলেন। অতঃপর যাহার বিপক্ষে রায় দেওয়া হইয়াছিল সে হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট গেল। হযরত ওমর (রাঃ) তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তরে বলে যে, আবু দারদা (রাঃ) তাহার বিরুদ্ধে এমন রায় দিয়াছেন যাহাকে সে ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করে না। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি বিচার করিলে তোমার পক্ষেই রায় দিতাম। সে ব্যক্তি বলিল, আপনি যখন স্বয়ং খলীফা তখন

www.pathagar.com

আপনি কেন আপনার রায় মুতাবিক ফায়সালা করেন না। ওমর (রাঃ) বলিলেন, এখানে (অর্থাৎ আমার নিকট) এমন কোন নস বা নির্দেশ নাই (যে আমার রায় মুতাবিক সব হইবে), বরং রায় একটি মুশতারাক জিনিস। (অর্থাৎ ইহাতে সবার অধিকার সমান। তাই কোন বিচারকের অধিকারে হাত দেওয়া খলীফা হিসাবে আমার জন্য উচিৎ হইবে না।)"

উমাইয়্যা ও আব্বাসী যুগে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও কাযীর উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হইয়া যায়। বিচার কার্য খলীফা ও তাঁহার সভাসদগণের প্রভাবাধীন হইয়া পড়ে। খলীফার অন্যায় প্রভাব ও পক্ষপাতিত্বের পরওয়া না করিয়া কাযী যদি খলীফা ও তাঁহার সভাসদগণের মতের বিরুদ্ধে রায় দিতেন, তবে তাঁহাকে অত্যন্ত অপমান করিয়া বরখাস্ত করা হইত। বনী উমাইয়্যাদের যুগ হইতে আব্বাসী খলীফা হারুনুর রশীদের যুগ পর্যন্ত এরূপ বরখাস্তের বহু ঘটনা ঘটিয়াছে। খলীফা মনসুরের যুগে কাযী শরীকের বরখাস্তের ঘটনা ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে। এ প্রসঙ্গে তাঁহার পুত্র মেহেদীর খেলাফত কালের একটি ঘটনা বর্ণনা করা যাইতে পারে। খলীফা মেহেদী আবদুল্লাহ ইবনে হাসানকে বসরার কাযী নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার আদালতে একজন ব্যবসায়ী একজন সামরিক অফিসারের বিরুদ্ধে মকদ্দমা পেশ করিলেন। তখন খলীফার নিকট হইতে কাযীর প্রতি নির্দেশ দেওয়া হইল :

انظر الى الارض التى يخاصم فيها فلان التاجر و فلان القائد فاقض بها للقائد ○

"দেখুন! অমুক ব্যবসায়ী ও অমুক সামরিক অফিসারের মধ্যে জমি নিয়া ঝগড়া হইয়া যে মকদ্দমা পেশ হইয়াছে, উহাতে সামরিক অফিসারের পক্ষে রায় দিবেন।" কিন্তু কাযী সাহেব খলীফার নির্দেশের পরওয়া করিলেন না। কেননা ব্যবসায়ীর দাবী তাঁহার নিকট সঠিক বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায় তিনি ব্যবসায়ীর পক্ষেই রায় দিলেন। ফলে মেহেদী কাযী সাহেবকে বরখাস্ত করিয়া দিলেন। (তারীখে খতীব ৩০৯ পৃষ্ঠা)

www.pathagar.com

অনুরূপভাবে কাযী নিয়োগের সময়ও তাহার বিদ্যা-বুদ্ধি ও সততার দিক বিবেচনা করা হইত না। উদাহরণস্বরূপ, মিসরের কাযী আবেসের নিয়োগের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। حسن المحاضر গ্রন্থে আছে যে, উমাইয়্যা খিলাফতের প্রথম দিকে মিসরে আবেস নামে একজন কাযী ছিলেন। তিনি লেখাপড়া কিছুই জানিতেন না। এমনকি তিনি পূর্ণ কুরআন শরীফও পড়েন নাই। তিনি ইল্‌মে ফরায়েয সম্বন্ধেও কিছুই বুঝিতেন না। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি মিসরের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। ইহার কারণ এই ছিল যে, ইয়াযীদ যখন খলীফা পদে অধিষ্ঠিত হন তখন মিসরবাসীকে ইয়াযীদের আনুগত্য স্বীকার করাইতে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন। কাযী নিয়োগে পক্ষপাতিত্ব ও কাযীর রায়ের উপর অন্যায়ভাবে প্রভাব বিস্তারের অনুরূপ অনেক ঘটনার কথা 'ফিরিস্ত ইবনে নদীম' গ্রন্থে উল্লেখ করা হইয়াছে। আব্বাসী খিলাফত-কালে কোন কোন কাযীর ফায়সালা ও ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর প্রতি ক্ষমতাসীনদের অন্যায় সমালোচনা ইত্যাদির বর্ণনা আল্লামা শিবলী (রঃ)-এর 'সিরাতে নু'মানী' ও আল্লামা গিলানী (রঃ)-এর 'ইমাম আবু হানিফা (রঃ) কী সিয়াসী জিন্দিগী' নামক গ্রন্থদ্বয়ে দেখা যাইতে পারে।

সুষ্ঠু বিচারকার্য পরিচালনার পথে যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় তাহা দূর করিতে হইলে প্রথমত কাযী নিয়োগের সময় খলীফা ও তাঁহার সভাসদগণের অন্যায় পক্ষপাতিত্ব ত্যাগ করিতে হইবে এবং কাযীদিগকে বিচারকার্য পরিচালনার ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে। দ্বিতীয়ত কাযীদের সামনে একটি সম্পাদিত ও সুবিন্যস্ত ইসলামী আইন শাস্ত্র থাকিতে হইবে, যাহা অনুসরণ করিয়া তাঁহারা বিচারের ফায়সালা করিবেন। ইহাতে ভুলের সম্ভাবনা স্বাভাবিকভাবেই কমিয়া যাইবে।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) প্রথমে ফিক্‌হ শাস্ত্র তথা সুবিন্যস্ত ইসলামী আইনশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতা দূর করিলেন। অতঃপর

www.pathagar.com

খলীফার পক্ষ হইতে প্রভাব বিস্তার ও অন্যায়ের পক্ষপাতিত্ব না করার নিশ্চয়তা বিধান এবং বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন থাকার শর্ত সাপেক্ষে কাযীর পদ গ্রহণ করার জন্য তিনি তাঁহার ছাত্রদিগকে অনুমতি দিলেন। যেহেতু ইমাম সাহেবের যুগে বিচার বিভাগের আযাদী ছিল না। তাই তিনি কাযীর পদ গ্রহণ করেন নাই, অবশ্য এই আযাদীর জন্য সংগ্রাম করিতে গিয়া তিনি শেষ পর্যন্ত শাহাদাত বরণ করেন।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর পর যখন বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ফিরিয়া আসে, তখন ইমাম সাহেবের প্রায় পঞ্চাশ জন ছাত্র বিভিন্ন সময়ে কাযীর পদ গ্রহণ করেন এবং তাঁহারই ফিক্‌হ মুতাবিক ফায়সালা করিতে থাকেন। খলীফা হারুনুর রশীদের রাজত্বকালে ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। তৎকালে সমগ্র আব্বাসী খিলাফতের আঞ্চলিক কাযী নিয়োগের ভার তাঁহার হাতে ন্যস্ত ছিল।

ইমাম সাহেবের সংকলিত ও সম্পাদিত ফিক্‌হের নাম ছিল ফিক্‌হে হানাফিয়াহ। উহা সমগ্র দেশে প্রচারিত হয়। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আদম (রঃ) বর্ণনা করেন ঃ قضى به الخلفاء و الائمة و الحكام و استقر عليه الامر ◎ — "খলীফাগণ, আলিমগণ ও বিচারকগণ ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর সম্পাদিত আইন মুতাবিক বিচারকার্য পরিচালনা করিতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত ইহাই কার্যকর আইন বলিয়া সাব্যস্ত হয়।" — (موفق ৪১ পৃষ্ঠা)

'আল মুগনী' (৮০ পৃঃ) গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, 'মাজমাউল বাহার' গ্রন্থের প্রণেতা শেখ মুহাম্মদ তাহের ফুতনী (রঃ) (মৃত্যু ৯৮৬ হিঃ) এবং মুহাদ্দিস কিরমানী (রঃ) (মৃত্যু ৭৮৬) বলেন ঃ

فلو لم يكن لله سر خفى فيه لما جمع له شطر الاسلام او ما يقاربه على تقليده حتى عبد الله بفقهه و عمل برائه الى يومنا ما يقارب اربعمائة و خمسين سنة و فيه اول دليل على صحته ◎ —(المغنى ৮০ পৃষ্ঠা)

www.pathagar.com

'হানাফী মযহাবের প্রতি আল্লাহর সুপ্ত স্বীকৃতির রহস্য নিহিত না থাকিলে অর্ধাংশ কেন, উহার কাছাকাছি সংখ্যার মুসলিমও ইহার অনুসারী হইত না, কিন্তু ইমাম সাহেবের সময় হইতে আজ (আমাদের সময়) পর্যন্ত যে সাড়ে চার শত বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, আল্লাহ্র ইবাদত ও লোকের কাজ-কারবার তাঁহার ফিক্হ মতেই হইতেছে। আর ইহাই তাঁহার ফিক্হ শাস্ত্রের সঠিকতার প্রমাণ।"

মিশকাত শরীফের শরাহ 'মিরকাত'-এর লেখক মোল্লা আলী কারী (রঃ) (মৃত্যু ১০১৪) বলেনঃ ◎ الحنفية ثلثى المومنين ।
'বিশ্ব মুসলিমের দুই-তৃতীয়াংশ হানাফী মযহাবাবলম্বী।' (مرقات ২৪ পৃঃ)

হানাফী ফিক্হের বৈশিষ্ট্য

হানাফী মযহাবের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হইলঃ

১. ইহাতে মাসআলার হুকুম সমঝোতার উপর ভিত্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছেঃ অর্থাৎ রেওয়ায়েতের সাথে দেরায়েত বা যুক্তির যথাযথ মিল রহিয়াছে।

২. ইহা অন্যান্য ফিক্হের তুলনায় খুব সরল এবং পালন করিতেও অতি সহজ।

৩. ইহার বাস্তব জীবনব্যবস্থার অংশ খুব ব্যাপক, দৃঢ় এবং নিয়মতান্ত্রিক।

৪. তাহযীব-তমদ্দুন বা কৃষ্টি-কালচারের জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন তাহা অন্যান্য ফিক্হের তুলনায় ইহাতেই বেশী আছে।

৫. ইহাতে অমুসলিম প্রজাদের দাবী খুব সদয় ও নমনীয়তার সাথে বিবেচনা করা হইয়াছে। ফলে এই ফিক্হ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার কাজ সহজতর হইয়াছে।

www.pathagar.com

৬. ইহাতে কুরআন ও সুন্নাহের হুকুমসমূহ যে দৃষ্টিকোণ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাতে উহা সাধারণভবে খুব দৃঢ় ও যুক্তিভিত্তিক হইয়াছে।

আল্লামা শিবলী (রঃ) 'সিরাতে নু'মান' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে এই বৈশিষ্ট্যসমূহের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

হানাফী ফিক্‌হের সনদ

প্রাচীন যুগের আলিমগণ দুই দলে বিভক্ত ছিলেন। এক দল ছিলেন হাফিযে হাদীস। তাঁহারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাদীসসমূহ মুখস্থ ও সংরক্ষণ করিতেন। দ্বিতীয় দল ছিলেন ফকীহ। ফতওয়া দান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব তাঁহাদের উপর ন্যস্ত ছিল। তাঁহারা মাসআলা বা সমস্যার সমাধানের জন্য ইজতিহাদ বা গবেষণা করিতেন এবং হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েয, ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ইত্যাদির নীতি নির্ধারণ করিতেন।

প্রবীণতম সাহাবা কিরাম (রাঃ) হাদীস রেওয়ায়েতের ব্যাপারে খুব সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) অতি অল্প সংখ্যক হাদীস রেওয়ায়েত করিয়াছেন। কোন রাবী হাদীস রেওয়ায়েত করিলে হযরত ওমর (রাঃ) সেই রেওয়ায়েতের উপর সাক্ষ্য তলব করিতেন। হযরত আলী (রাঃ) রাবী (বর্ণনাকারী) হইতে হলফ লইতেন। খুলাফায়ে রাশেদীনের পর হাদীসের রেওয়ায়েত অনেক বাড়িয়া যায়। কিন্তু ইজতিহাদ ও মাসআলা বা সমস্যা সমাধানের ধারা ও পদ্ধতি প্রথম খলীফা হইতে শুরু করিয়া তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে একই ছিল। মুফতী সাহাবী ও তাবিয়ীগণ প্রয়োজন মাফিক মাসআলার সমাধান করিতেন।

اعلام الموقعين গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, বিখ্যাত তাবিয়ী হযরত মাসরূক (রঃ) বলেন, "আমি সাহাবা কিরাম (রাঃ)-এর সংশ্রবে

www.pathagar.com

ছিলাম। যে ছয়জন সাহাবী তাঁহাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিদ্যা-বুদ্ধির কেন্দ্ররূপে বিবেচিত হইতেন, তাঁহারা হইতেছেন—হযরত ওমর ফারুক (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত যায়িদ ইবনে সাবেত (রাঃ), হযরত আবু দারদা (রাঃ) ও হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)। আর এই ছয়জনের কেন্দ্ররূপে বিবেচিত হইতেন হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)।"

হযরত আলকুমাহ (রঃ), হযরত আসওয়াদ (রঃ), হযরত আমর ইবনে শারজীল (রঃ) ও হযরত শারীহ (রঃ)-এর মত বড় বড় তাবিয়ীগণ কুফায় ইলমে দ্বীন প্রচার করেন। তাঁহারা সকলেই হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর ছাত্র ছিলেন। এই তব্‌কা বা স্তরের পরবর্তী স্তরে ছিলেন তাঁহাদের ছাত্র হযরত ইব্রাহীম নখ্‌য়ী (রঃ), হযরত শা'বী (রঃ), হযরত ইবনে জুবাইর (রঃ) ও অন্যান্যগণ। তাঁহাদের পরবর্তী স্তরে ছিলেন হযরত হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান (রঃ), হযরত সুলাইমান ইবনে মু'তামার (রঃ), হযরত সুলাইমান আ'মাশ (রঃ) এবং হযরত মুসা'আর ইবনে কুদ্দাম (রঃ) প্রমুখ। তার পরের স্তরে ছিলেন ইমাম আবু হানিফা (রঃ), ইমাম শরীক (রঃ) [মৃত্যু ১৭৭ হিঃ], ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবী লাইলা (রঃ) ও ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রঃ)। তাঁহদের পরের স্তরে ছিলেন ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর ছাত্রগণ; যেমন — ইমাম হাফ্‌স ইবনে গিয়াস (রঃ), ইমাম অকী' (রঃ), ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ), ইমাম যুফার (রঃ), ইমাম হাম্মাদ ইবনে আবু হানিফা (রঃ), ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (রঃ), ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) ও অন্যান্য ছাত্র। এইভাবে ক্রমান্বয়ে হানাফী মযহাবের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

www.pathagar.com

সংক্ষেপে হানাফী মযহাবের ধারা নিম্নরূপ ঃ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস্‌সালাম

হযরত আলী (রাঃ)	হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)
আলকুমাহ (রঃ), আসওয়াদ (রঃ), আমর ইবনে শারজীল (রঃ),	মাসরূক (রঃ), শা'বী (রঃ), শারীহ (রঃ),

ইব্রাহীম নখয়ী (রঃ)

হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান (রঃ)

ইমাম আবু হানিফা (রঃ)

যুফার (রঃ), আবু ইউসুফ (রঃ), হাসান ইবনে যিয়াদ (রঃ), মুহাম্মদ ইবনে হাসান (রঃ) ও অন্যান্য ছাত্র।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রবীণতম সাহাবিগণ ফিক্‌হ শাস্ত্রের প্রচার ও বিস্তারের প্রচেষ্টাকে পবিত্র কুরআনের পরই স্থান দিতেন। খুলাফা-ই-রাশিদীনের যুগেই ফিক্‌হ শাস্ত্র প্রচলনের প্রচেষ্টা পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল এবং পুরুষ পরম্পরায় তাহা ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর নিকট পৌঁছিয়াছিল। অর্থাৎ সাহাবা কিরামের সমষ্টিগত জ্ঞান যাহা তাবিয়ীদের অন্তরে অন্তরে রক্ষিত হইয়া আসিতেছিল, উহাই সংকলিত ও সম্পাদিত হইয়া ফিক্‌হে হানাফী নাম ধারণ করিল। নিঃসন্দেহে এই ফিক্‌হ সৎ আমলকারীদের জন্য একটি মূলধন এবং দুর্বল ব্যক্তিদের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল।

www.pathagar.com

হানাফী ফিক্‌হের চার স্তম্ভ

ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর হাজার হাজার ছাত্র ছিলেন। তন্মধ্যে মুজতাহিদ ছিলেন শত শত। তাঁহারা সকলেই মৌলিক নীতির ব্যাখ্যা ও বিরুদ্ধবাদীদের সকল প্রতিবাদের উত্তর দানে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে চারজন ছিলেন অতি বিখ্যাত। এই চার জনের রায় বা সমাধানের সমষ্টিকে হানাফী মযহাব আখ্যা দিলে খুব একটা অত্যুক্তি করা হইবে না।

১. ইমাম যুফার (রঃ) (জন্ম ১১০ হিঃ ; মৃত্যু ১৫৮ হিঃ}

যুফার ইবনে হুযাইল ইবনে কয়েস কুফী (রঃ) ১১০ হিজরীতে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে হাদীস অধ্যয়ন করেন। অতঃপর ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর শিক্ষালয়ে ভর্তি হন এবং ফিক্‌হ অনুশীলন করিয়া শেষ পর্যন্ত কিয়াসের ইমাম হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। তিনি দুনিয়ার ঝামেলা হইতে দূরে থাকিয়া সারা জীবন শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষাদানে অতিবাহিত করেন। ১৫৮ হিজরীতে তাঁহার ইন্তেকাল হয়।

২. ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) {জন্ম ১১৩ হিঃ মৃত্যু ১৮৩ হিঃ}

আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইব্রাহীম আনসারী (রঃ) ১১৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত হিশাম ইবনে উরওয়াহ (রঃ), আবু ইসহাক (রঃ) ও অন্যান্য প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণের নিকট তিনি হাদীস শাস্ত্র শিক্ষা করেন এবং ইহাতে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে মুঈ'ন (রঃ) বলেন যে, ফকীহগণের মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) সর্বাধিক হাদীস জানিতেন এবং তিনি একজন বিশুদ্ধ রেওয়ায়েতকারী ছিলেন। হাদীস অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া প্রথমে তিনি ইবনে আবী লাইলা (রঃ)-এর নিকট ফিক্‌হ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

www.pathagar.com

অতঃপর ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর মজলিসে গিয়া বসেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই গভীর পাণ্ডিত্য ও দক্ষতা অর্জন করিয়া ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর ইলমী মদদগার অর্থাৎ শিক্ষা সহকারীরূপে পরিগণিত হন।

তিনি ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর মতানুসারে কিতাব রচনা করিয়াছেন এবং ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর মাসআলা ও মতামত সারা বিশ্বে প্রচার করিয়াছেন। খলীফা মেহদীর খিলাফতকালে তিনি কাযীর পদে অধিষ্ঠিত হন এবং খলীফা হারুনুর্ রশীদের রাজত্বকালে সমগ্র আব্বাসী সাম্রাজ্যের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। ১৮৩ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি বলিয়াছেন : ما اعظم برئة ابى حنيفة فتح لنا سبيل الدنيا و الاخرة ◎ — "ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর বরকত এতই মহান ছিল যে, তিনি আমাদের জন্য দীন-দুনিয়ার (ইহ-পরকালের) সৌভাগ্যের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।"

৩. ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) (জন্ম ১৩২ হিঃ ; মৃত্যু ১৮৯ হিঃ)

মুহাম্মদ ইবনে ফরকদ শাইবানী (রঃ) ১৩২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং বাল্যকালেই লেখাপড়া শুরু করেন। তিনি প্রথম হাদীস অধ্যয়ন করেন। অতঃপর ইমাম আবু হানিফা (রঃ) যখন বাগদাদে খলীফা মনসুরের কারাগারে ছিলেন, তখন তাঁহার নিকট ফিক্‌হ শিক্ষা শুরু করেন। ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর ইন্তেকালের পর তিনি ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ)-এর নিকট ফিক্‌হ শাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। মদীনায় গিয়া তিনি ইমাম মালিক (রঃ)-এর নিমট موطا অধ্যয়ন করেন।

ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) খুব মেধাবী, প্রতিভাবান ও বিচক্ষণ ছিলেন। মাসআলার বিশ্লেষণে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ)-এর সময়েই তিনি এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন যে, মাসআলার ব্যাপারে দলে দলে লোক তাঁহার শরণাপন্ন হইত।

www.pathagar.com

ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর মযহাবের শিক্ষাধারা বেশীর ভাগই ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-এর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হারুনুর্ রশীদের রাজত্বকালে তিনিও কাযীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৯ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

প্রকাশ থাকে যে, ফিক্‌হের কিতাবসমূহে ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-কে الاول (প্রথম), ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ)-কে الثانى (দ্বিতীয়) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-কে الثالث (তৃতীয়) বলা হয়। আর ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ)-কে একত্রে شيخين (শায়খাইন), ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) ও ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-কে একত্রে صاحبين (সাহেবাইন) এবং ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ও ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-কে একত্রে طرفين (তরফাইন) বলা হয়। তাঁহাদের তিনজনকে একত্রে ائمة ثلاثة (আয়িম্মা-ই-সালাসাহ) বলা হয়।

৪. ইমাম হাসান (রঃ) (মৃত্যু ২০৪ হিঃ)

হাসান ইবনে যিয়াদ লুলুবী (রঃ) ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর নিকট ফিক্‌হ শিক্ষা শুরু করেন এবং সাহেবাইনের নিকট তাহা সমাপ্ত করেন। তিনি ফিক্‌হে হানাফীর উপর অনেক কিতাব লিখিয়াছেন। কিয়াসে তিনি খুব দক্ষ ছিলেন। তিনি কিছুকাল কাযীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ২০৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

এই চার জন ইমামের দ্বারাই হানাফী ফিক্‌হ বিস্তার লাভ করিয়াছে। ফিক্‌হে হানাফী ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর প্রতি সম্পর্কিত হইলেও বাস্তবে তাহা তাঁহার ও তাঁহার ছাত্রগণের বিশেষ করিয়া উল্লিখিত চার ইমামের রায় অর্থাৎ সমাধানেরই সমষ্টি।

‘রদ্দুল মুখ্‌তার’ গ্রন্থে আছেঃ اذا حكم الحنفى بما ذهب اليه ابو يوسف او محمد او نحوهما من اصحاب الامام فليس حكما بخلاف رايه ◎

www.pathagar.com

যদি কোন হানাফী কোন মাসআলায় ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) কিংবা ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) কিংবা অনুরূপ কোন ইমামের (যিনি ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর ছাত্র ছিলেন) রায় মুতাবিক হুকুম দেয় তবে উহা ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর রায়ের পরিপন্থী বিবেচিত হইবে না।

উক্ত গ্রন্থে আরও উল্লেখ আছে ঃ

* ان اقوال اصحاب الامام غير خارجة عن مذهبه

ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর কোন ছাত্রের উক্তি নিঃসন্দেহে তাঁহার মযহাবের বাহিরে নহে। (৩৮৫ পৃষ্ঠা)

প্রথম যুগের কয়েকজন বিখ্যাত হানাফী ফকীহ

১. হযরত ইব্রাহীম ইবনে রুস্তম মরুযী (রঃ)

তিনি ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-এর ছাত্র ছিলেন। তিনি 'নাওয়াদেরে ইমাম মুহাম্মদ' অর্থাৎ ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-এর বিরল বর্ণনাসমূহ সংকলন করিয়াছেন। তিনি ইমাম মালিক (রঃ)-এর নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন এবং ২১১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

২. হযরত আহমদ ইবনে হাফ্‌স আবু হাফ্‌স কবীর (রঃ)

তিনি ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-এর ছাত্র এবং তাঁহার কিতাবসমূহের রাবী ছিলেন।

৩. হযরত বশীর ইবনে গিয়াস মুরীসী (রঃ)

তিনি হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ)-এর ছাত্র ছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং ২২৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৪. হযরত বশীর ইবনে ওলীদ কিন্দী (রঃ)

তিনি ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ)-এর ছাত্র এবং তাঁহার কিতাবসমূহের রাবী ছিলেন। তিনি বাগদাদের কাযী ছিলেন এবং ২৩৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

৫. হযরত ঈসা ইবনে আব্বান ইবনে সদকাহ (রঃ)

তিনি ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) ও ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (রঃ)-এর ছাত্র ছিলেন। তিনি বিখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন এবং ২২১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৬. হযরত মুহাম্মদ ইবনে সাম্মাআহ তামীমী (রঃ)

তিনি ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) ও ইমাম মুহাম্মদ হাসান ইবনে যিয়াদ (রঃ)-এর ছাত্র এবং বাগদাদের কাযী ছিলেন। তিনি 'নাওয়াদেরে' ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) ও ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-এর সংকলক ছিলেন। তিনি ২৩৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৭. হযরত মুহাম্মদ ইবনে শুজাআ' সলজী (রঃ)

তিনি হযরত হাসান ইবনে যিয়াদ (রঃ)-এর ছাত্র এবং বিখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি তাস্‌হীহুল আসার, কিতাবুল মুদারিবাহ্, কিতাবুন্ নাওয়াদের ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং ২৬৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৮. আবু সুলাইমান মূসা ইবনে সুলাইমান জুরজানী (রঃ)

তিনি ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-এর ছাত্র এবং 'উসূলে ওয়ামালী'-এর প্রণেতা।

৯. হেলাল ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুসলিম আর্-রায় (রঃ)

তিনি ইমাম যুফার (রঃ) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ)-এর ছাত্র এবং অত্যন্ত জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ফকীহ ছিলেন। তিনি কিতাবুশ্ শরূত ও আহ্কামুল আওকাত গ্রন্থের প্রণেতা এবং ২৪৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

১০. আহমদ ইবনে ওমর আল খাচ্চাফ (রঃ)

তিনি আপন পিতার নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার পিতা হাসান ইবনে যিয়াদ (রঃ)-এর ছাত্র ছিলেন। তিনি কিতাবুল খিরাজ, কিতাবুল হিয়াল, কিতাবুল ওসায়া, কিতাবুশ্ শরূত, কিতাবুল ওয়াক্‌ফ

www.pathagar.com

ইত্যাদি গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি অংকশাস্ত্র ও ফরায়েযের বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ২৬১ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

১১. আবু জাফর আহমদ ইবনে আবী ইমরান (রঃ)

তিনি মিসরের কাযী ছিলেন। মুহাম্মদ ইবনে সাম্মাআহ (রঃ)-এর ছাত্র ছিলেন। কিতাবুল হজ্জ এবং আরও কয়েকটি গ্রন্থের প্রণেতা। ২৮০ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

১২. হযরত বুকার ইবনে কুতাইবা ইবনে আসাদ (রঃ)

তিনি মিসরের কাযী এবং হযরত হেলালুর রায় (রঃ)-এর ছাত্র ছিলেন। তিনি কিতাবুশ্‌ শরূত, কিতাবুল মহাদের ওয়াস্‌ সিজিল্লাত, কিতাবুল ওসায়েক ও কিতাবুল জলীল ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং ২৯০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

১৩. হযরত ইমাম আবু হাযিম আবদুল হামীদ ইবনে আবদুল আযীয (রঃ)

তিনি হযরত ঈসা (রঃ) ও হযরত হেলাল (রঃ)-এর ছাত্র এবং কুফার কাযী ছিলেন। তিনি কিতাবুল মুহাদের, কিতাবু আদাবিল কাযী ও কিতাবুল ফরায়েয প্রণয়ন করেন এবং ২৯২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

১৪. হযরত আবু সাঈদ আহমদ ইবনে হুসাইন রদয়ী' (রঃ)

তিনি হযরত ইসমাইল ইবনে হাম্মাদ ইবনে আবী হানিফা (রঃ) ও হযরত আবী আলী দাক্কাক (রঃ)-এর ছাত্র ছিলেন এবং ৩১৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

১৫. আবু আলী দাক্কাক (রঃ)

তিনি ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-এর ছাত্র মূসা ইবনে নসর রাযী (রঃ)-এর ছাত্র ছিলেন। ৩১৭ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

১৬. আবু জাফর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সাল্লামাহ আযদী তাহাবী (রঃ)

তিনি ২৩০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম শাফী (রঃ)-এর ছাত্র ইমাম মযনী (রঃ) তাঁহার মামা ছিলেন। তিনি প্রথমে মামার

www.pathagar.com

নিকট 'ফিক্‌হে শাফী' শিক্ষা করেন। তৎপর হানাফী মত গ্রহণ করেন এবং কাযী আবু জাফর (রঃ) ও আবু হাযিম (রঃ)-এর নিকট ফিক্‌হ অধ্যয়ন করেন। তিনি হানাফী মযহাবের খুব উচ্চস্তরের ফকীহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি অনেক ভাল ভাল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন যাহা হানাফী মযহাবের প্রসারে বিশেষ সহায়তা করে। তিনি ৩২১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রথম যুগের ফিক্‌হে হানাফীর কিতাবসমূহ

ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর 'ফিক্‌হ সম্পাদনা কমিটি' 'কুতুবে আবু হানিফা' নামে যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করেন তাহা ফিক্‌হ শাস্ত্রের সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ এবং ফিক্‌হে হানাফিয়ার মূল ভিত্তি। অবশ্য উহাকে সমগ্র ফিক্‌হ শাস্ত্রের মূল ভিত্তি বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ঐ 'কুতুবে আবু হানিফাই' ছিল ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর ছাত্রদের ফিক্‌হ চর্চার মূল উৎস।

এত প্রসিদ্ধি সত্ত্বেও 'কুতুবে আবু হানিফা' নামক গ্রন্থসমূহ পরবর্তীকালে আর পাওয়া যায় নাই। আল্লামা শিবলী (রঃ) 'সিরাতে নু'মান' গ্রন্থে ইহার কারণ অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর গ্রন্থাবলী ধ্বংস হওয়ার মধ্যে আশ্চর্যের কিছু নাই। কেননা সেই যুগে যে হাজার হাজার গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহার একখানাও এখন পাওয়া যায় না। ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর গ্রন্থাবলী যখন প্রকাশিত হইতেছিল, তখন ইমাম আওযায়ী (রঃ), ইবনে জরীর (রঃ), ইবনে উ'য়ওয়াহ (রঃ) এবং হাম্মাদ ইবনে মুআ'জ্‌জায (রঃ)-এর গ্রন্থাবলীও প্রকাশিত হয়। অথচ তাঁহাদের গ্রন্থাবলীর নাম পর্যন্তও কেহ জানিত না। ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর গ্রন্থাবলীর অস্তিত্ব বিলীন হওয়ার আর একটি বিশেষ কারণ এই ছিল যে, 'কুতুবে আবু হানিফা' যদিও নিয়মতান্ত্রিক ও সুবিন্যস্তভাবে সম্পাদিত হইয়াছিল, তথাপি পরবর্তী সময়ে কাযী আবু ইউসুফ (রঃ) ও ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) ঐ মাসআলাসমূহকে এত বিস্তারিত ও রীতিসম্মতভাবে লিখেন এবং এমনভাবে প্রত্যেকটি মাসআলায় যুক্তি-প্রমাণ পেশ করিয়া

www.pathagar.com

টিকা সংযোজন করেন যে, শেষ পর্যন্ত ঐ গুলিই ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইতে শুরু করে এবং ফিক্‌হের মূল উৎস ও ভিত্তির কথা জনসাধারণ ভুলিয়া যায়। অবশ্য ইলমে নাহু-এর ব্যাপারেও অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। মুতাআখ্‌খিরীন অর্থাৎ পরবর্তীকালের ইলমে নাহু বিশারদগণের ইলমে নাহু সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হওয়ার পর উহার প্রতিষ্ঠাতা ও মূল রচনাকারী—ফার্‌রা, কুসাই, খলীল ও আবু ওবায়দার গ্রন্থাবলী দুনিয়া হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর ছাত্রদের মধ্যে সর্বপ্রথম কাযী ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) ফিক্‌হ গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাদির মধ্যে কিছু মৌলিক গ্রন্থও ছিল। তিনি ইমাম সাহেবের স্বীকৃতিসমূহ একত্রে সংকলন ও সম্পাদনা করেন। ইবনে নদীম (রঃ) ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ)-এর গ্রন্থাবলীর একটি দীর্ঘ তালিকা পেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে 'কিতাবুল খিরাজ' এবং 'কিতাবে ইখ্‌তিলাফে আবী হানিফা (রঃ) ও ইবনে আবী লাইলা (রঃ)' ছাপা হইয়াছে।

সম্পাদনার যুগে হানাফী মযহাবের যে সকল গ্রন্থাবলী রক্ষিত ছিল এবং পরে যেগুলি খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, সেগুলি হইতেছে—ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-এর গ্রন্থাবলী। এইগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন—(১) যাহেরুর রেওয়ায়েত ও (২) নাওয়াদের।

যে গ্রন্থসমূহের রেওয়ায়েত ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) হইতে এত ব্যাপক হারে হইয়াছে যে, দৃঢ়তার সাথে এইগুলির উপর নির্ভর করার ব্যাপারটি সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে এবং হানাফী আলিমগণ ব্যাপক হারে যাহা মানিয়া নিয়াছেন, সেই গ্রন্থসমূহই 'যাহেরুর রেওয়ায়েত' নামে খ্যাত।

ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-এর যে সমস্ত গ্রন্থাবলীর নির্ভরযোগ্যতার মাত্রা তত দৃঢ় হইতে পারে নাই, সেইগুলিকে 'নাওয়াদের' বলে।

ছয়খানা কিতাব যাহেরুর রেওয়ায়েত-এর অন্তর্ভুক্ত :

১. الجامع الصغير (জামে' সগীর) : এই কিতাব ফকীহ মাস্‌আলার

www.pathagar.com

চল্লিশখানা কিতাবকে অন্তর্ভুক্ত রাখে। ঈসা ইবনে আব্বান (রঃ) এবং মুহাম্মদ ইবনে সাম্মাআহ (রঃ) ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) হইতে ইহার রেওয়ায়েত করিয়াছেন। এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে كتاب الصلوة (নামাযের বর্ণনা) এবং শেষ ভাগে كتاب الوصايا و متفرقات (বিবিধ)।

ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) নিজে এই কিতাবকে অধ্যায়ে ও পরিচ্ছেদে ভাগ করিয়া যান নাই। কাযী আবু তাহের মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনিদ্ দাব্বাস (রঃ) ইহাকে অধ্যায়ে ও পরিচ্ছেদে ভাগ করেন। ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) এই কিতাব ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) হইতে এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) ইমাম আবু হানিফা (রঃ) হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন। ইহাতে তিনি শুধু মাস্‌আলাসমূহের বর্ণনা করিয়াছেন। কোন দলীল বা যুক্তি-প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই। এই কিতাব মিসরে ছাপা হইয়াছে। মাওলানা আবদুল হাই ফেরেঙ্গী মহল্লী (রঃ)-এর লিখিত টিকা সহকারে হিন্দুস্তানেও ইহা ছাপা হইয়াছে।

২. جامع كبير (জামে' কবীর) : এই কিতাব ঠিক জামে' সগীরের মতই। তবে ইহাতে মাস্‌আলাসমূহ খুব বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই কিতাবও হায়দরাবাদে ছাপা হইয়াছে।

৩. مبسوط (মাবসূত) : এই কিতাব اصل (আসল) নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-এর গ্রন্থাবলীর মধ্যে ইহাই সর্ববৃহৎ গ্রন্থ। ইহাতে তিনি এমন হাজার হাজার মাসআলা সন্নিবেশিত করিয়াছেন, যেগুলির উত্তর স্বয়ং ইমাম আবু হানিফা (রঃ) উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। কোন কোন মাসআলা এমনও আছে, যাহাতে ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) ও ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর সাথে ভিন্নমত পোষণ করিয়াছেন। এই কিতাব রচনায় যে নীতি অনুসরণ করা হয়, তাহা হইল, যে যে রেওয়ায়েত দ্বারা তিনি মাসআলাটি যেভাবে অবগত হইতেন, ঠিক সেইভাবেই তিনি তাহা রচনা করিতেন এবং অধিকাংশ মাসআলায় একটি পরিশিষ্ট সন্নিবেশিত করিতেন, যাহাতে

www.pathagar.com

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ও ইমাম আবু লাইলা (রঃ)-এর মতভেদের উল্লেখ থাকিত। এই কিতাবের রাবী ইমাম আহমদ ইবনে হাফস (রঃ)। ইহাতে কোন কিয়াসী আহকাম নাই।

৪. زيادات (যিয়াদাত) : ইহাতে اصل অর্থাৎ 'মাবসূত'-এর মাস্‌আলার উপর অতিরিক্ত মাসায়েল সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই زيادات এর উপর زيادات অর্থাৎ 'পরিবর্ধনের উপর পরিবর্ধন' গ্রন্থও স্বয়ং ইমাম মুহাম্মদ(রঃ)-ই লিখিয়াছেন। ইহার রাবীও ইমাম আহমদ ইবনে হাফস (রঃ)।

৫. السير الصغير (সিয়ারে সগীর) : এই কিতাবও ইমাম আহমদ ইবনে হাফস (রঃ) রেওয়ায়েত করিয়াছেন। এই কিতাবে জিহাদ, প্রশাসন, পৌরনীতি ও রাজনীতির মাসায়েল বা সমস্যাসমূহের সমাধান করা হইয়াছে।

৬. السير الكبير (সিয়ারে কবীর) : ইহার বিষয় 'সিয়ারে সগীর' এর মতই, তবে পরিসর অনেক বড় এবং মাসায়েলও অনেক বেশী। ফিক্‌হ শাস্ত্রে ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-এর ইহাই সর্বশেষ গ্রন্থ। ইহার রাবী আবু সুলাইমান জুরজানী (রঃ) ও ইসমাইল ইবনে সাওয়াবাহ (রঃ)। এই কিতাব ইমাম সারাখসী (রঃ)-এর ব্যাখ্যাসহকারে হায়দরাবাদ হইতে ছাপা হইয়াছে।

সম্পাদনার যুগের পর উলামা-ই-আঁহানাফ এই সমস্ত গ্রন্থের উপরই অধিক নির্ভর করিতেন। তাঁহারা এইগুলির টীকা এবং অনেক ব্যাখ্যা গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থসমূহের মাস্‌আলাসমূহকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ও ক্রমানুসারে একত্রে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে এবং প্রয়োজন বোধে সংক্ষিপ্তও করা হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে, হানাফী মযহাব যেন এই গ্রন্থসমূহের উপর ভিত্তি করিয়াই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

www.pathagar.com

চতুর্থ শতাব্দীর শুরুতে আবুল ফযল মুহাম্মদ ইবনে আহমদ মরুযী ওরফে হাকিম শহীদ (রঃ) 'কাফী' নামে একখানা কিতাব রচনা করেন। ইহাতে তিনি যাহেরুর রেওয়ায়েত গ্রন্থসমূহের সকল মাস্‌আলা সন্নিবেশিত করেন। তবে দ্বিরুক্তিসমূহ বাদ দেন। সারাখ্‌সী (রঃ) ইহারও সুদীর্ঘ শরাহ লিখিয়াছেন। ইহা তেইশ খণ্ডে ছাপা হইয়াছে। এখন ইহাই 'মাবসুত' নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

কুতুবে নাওয়াদের

উল্লিখিত ছয়খানা 'যাহেরুর রেওয়ায়েত' কিতাব ছাড়া অন্যান্য যে সব কিতাব ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) লিখিয়াছেন বলিয়া বলা হয় বা এইগুলি লেখার ব্যাপারটি তাঁহার দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয় সে সবগুলিকে 'নাওয়াদের' (نوادر) বলে। যেমন: امالی محمد - کیسانیات - جرجانیات - رقیات - هارونیات - نوادر ابن رستم وغیره ۞

ফিক্‌হ ছাড়া ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-এর তিনখানা হাদীস ও আছারের কিতাব খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে — যেমন:

১. موطا امام محمد: ইহা মূলতঃ موطا بروایت امام محمد — তবে ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) ইরাকী রেওয়ায়েতসমূহ ইহাতে সংযোজন করিয়াছেন। মাওলানা আবদুল হাই (রঃ)-এর টীকা সহ ইহা বহুবার ছাপা হইয়াছে।

২. کتاب الآثار (সাহাবী ও তাবিয়ীদের হাদীস): ইহাও খুব বিখ্যাত কিতাব। موطا গ্রন্থে উল্লিখিত মদীনাবাসী সাহাবী ও তাবিয়ীদের হাদীসের মুকাবিলায় কুফাবাসী সাহাবী ও তাবিয়িগণের হাদীসসমূহকে ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

৩. کتاب الحجج: ইহাতে মদীনাবাসীদের হাদীস ও আছার-সমূহ লেখার পর ইরাকবাসীদের হাদীস ও আছারসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া

www.pathagar.com

উভয়ের মধ্যে পর্যালোচনা করা হইয়াছে। এই কিতাব লক্ষ্ণৌতে একবার ছাপা হইয়াছে। ইবনে নদীম (রঃ) ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-এর আরও অনেক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর ছাত্রদের মধ্যে হাসান ইবনে যিয়াদ (রঃ)ও বহু কিতাব লিখিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ : كتاب المجرد لابى حنيفة - كتاب ادب القاضى كتاب الخصال - كتاب التصنيفات - كتاب الخراج كتاب الفرائض - كتاب الوصايا — ইত্যাদি। কিন্তু এই গ্রন্থসমূহের মর্যাদা ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-এর গ্রন্থসমূহের নীচে।

ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-এর ছাত্রদের মধ্য হইতে ঈসা ইবনে আব্বান (রঃ)ও অনেক কিতাব লিখিয়াছেন। যেমন কিতাবুল হজ্জ, কিতাবু খব্‌রিল ওয়াহেদ, কিতাবুল জামে', কিতাবু ইস্‌বাতিল কিয়াস, কিতাবুল ইজতিহাদ ওর্‌-রায় ইত্যাদি।

ইমাম আবু জাফর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ সাল্লামাহ আযদী তাহাবী (রঃ) (জন্ম ২৩০ হিঃ মৃত্যু ৩২১ হিঃ) এই যুগের শেষ ভাগে অতি উচ্চ-স্তরের একজন ইমাম ও লেখক ছিলেন। তিনি হাদীস ও আসারের আলোতে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে শাফী মযহাবের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া হানাফী মযহাবের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইবনে নদীম তাঁহার অনেক কিতাবের উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কিতাবসমূহ খুব বিখ্যাত।

১. كتاب مشكل الاثار : বিপরীতার্থক হাদীসসমূহের ব্যাখ্যা ও সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ইহা অতি উত্তম গ্রন্থ। হায়দরাবাদে ইহা ছাপা হইয়াছে। আব্‌ল ওলীদ বাজী মালিকী (রঃ) এই গ্রন্থ সংক্ষিপ্তাকারে লিখিয়াছেন।

২. كتاب شرح معانى الاثار : এই কিতাব হিজায ও ইরাকবাসিগণ কর্তৃক দলীল হিসাবে গৃহীত হাদীসের একটি উত্তম

www.pathagar.com

সংকলন। ইহাতে দুই পক্ষের হাদীস ও আছারসমূহ লিপিবদ্ধ করার পর ইমাম তাহাবী (রঃ) আলোচনা-পর্যালোচনা ও যুক্তিদ্বারা প্রাধান্য দেওয়ার পদ্ধতি নির্ধারণ করিয়াছেন এবং প্রতিপক্ষের উত্তর দিয়া হানাফী মযহাবের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছেন। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে ফিক্‌হ শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য অর্জন করা যায়।

ইবনে নদীম (রঃ) اختلاف الفقهاء নামক ইমাম তাহাবী (রঃ)-এর একটি বৃহৎ গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা তিনি সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার মামা ইমাম মযনী (রঃ) ইমাম শাফী (রঃ)-এর ছাত্র ছিলেন। তিনি শাফী মযহাবের সমর্থনে 'মুখতাসারে মযনী' নামে একখানা গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ইমাম তাহাবী (রঃ) সেই 'মুখতাসারে মযনী'-এর উত্তরে 'মুখতাসারে তাহাবী' নামে একখানা কিতাব লিখিয়াছেন। ইহাও একটি বিখ্যাত গ্রন্থ।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

প্রথম যুগে সুন্নাত আল-জামাতের অন্যান্য মযহাব

ফিক্‌হের প্রথম যুগ ইজতিহাদ ও সম্পাদনার যুগ। সে যুগে অনেক মুজতাহিদ ও মযহাব প্রবর্তকের জন্ম হইয়াছে। তাঁহারা বিশেষ বিশেষ ফিক্‌হী চিন্তাধারার অধিকারী ছিলেন এবং সে অনুযায়ী ফতওয়া দিতেন। তাই হানাফী ফিক্‌হের পর ইসলামী রাষ্ট্রে আরও অনেক মযহাবের ফিক্‌হ সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে ইমাম মালিক (রঃ)-এর ফিক্‌হে মালিকী, ইমাম শাফী (রঃ)-এর ফিক্‌হে শাফী' এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃঃ)-এর ফিক্‌হে হাম্বলী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আজ পর্যন্ত এই মযহাবত্রয়ের প্রচলন আছে। আহলে সুন্নাত আল জামাত বলিতে এখন হানাফী, মালিকী, শাফী ও হাম্বলী এই মযহাব চতুষ্টয়কে বোঝায়।

উল্লিখিত মযহাব চতুষ্টয় ছাড়াও সে যুগে আরও অনেক মযহাবের প্রবর্তন হয়। পরে ক্রমান্বয়ে সেই সব মযহাব উল্লিখিত মযহাব চতুষ্টয়ের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। এইগুলির অধিকাংশই প্রথম যুগে বিলীন হইয়া যায়। যেমন মিসরে ইমাম লাইস (রঃ)-এর মযহাব (মৃত্যু ১৭৫ হিঃ), কুফায় ইমাম সাওরী (রঃ)-এর মযহাব (মৃত্যু ১৬১ হিঃ), বাগদাদে ইমাম আবু সূর (রঃ)-এর মযহাব (মৃত্যু ২৪০ হিঃ)। অবশ্য ইমাম আওযায়ী (রঃ), ইমাম তিবরী (রঃ) ও ইমাম যাহেরী (রঃ)-এর মযহাব দ্বিতীয় যুগ পর্যন্ত টিকিয়া থাকার পর সুন্নাত আল-জামাতের মযহাব চতুষ্টয়ের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই সবগুলি মযহাবই বরহক (সত্যভিত্তিক) ছিল বলিয়া ওলামায়ে কিরাম অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

www.pathagar.com

ইমাম মালিক (রঃ)

ইমামু দারিল হিজরত মালিক ইবনে আনাস ইবনে মালিক ইবনে আবী আমের (রঃ)-এর বংশানুক্রমিক ধারা ইয়ামনী গোত্র যী আস্‌বাহ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে।

মালিক (রঃ)-এর পূর্বপুরুষের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি ইয়ামন হইতে মদীনায় আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। তাঁহার প্রপিতামহ হযরত আবু আমের (রঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবী ছিলেন। তিনি একমাত্র 'বদর' ব্যতীত সকল জিহাদেই শরীক হন। ইমাম মালিক (রঃ) ৯৩ হিজরীতে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং মদীনায়ই বিদ্যা শিক্ষা করেন। তিনি হযরত আবদুর রহমান ইবনে হরমুয (রঃ)-এর নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন। অতঃপর হযরত যুহ্‌রী (রঃ), হযরত নাফে' (রঃ), হযরত ইবনে যাকওয়ান (রঃ) এবং হযরত ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ (রঃ)-এর নিকট হইতে হাদীস শ্রবণ করেন। হিজাযের ফকীহ রবীয়াতুর্ রায় (রঃ)-এর নিকট তিনি ফিক্‌হ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। আপন উস্তাদগণ হইতে রেওয়ায়েত ও ফতওয়া দানের সনদ প্রাপ্তির পর ফতওয়ার আসনে বসিয়া তিনি ঘোষণা করেন, "সত্তর জন উস্তাদ আমার যোগ্যতার সাক্ষ্য না দেওয়া পর্যন্ত আমি ফতওয়ার আসনে বসি নাই।"

ইমাম মালিক (রঃ) হাদীসেরও সর্বস্বীকৃত ইমাম ছিলেন। তাঁহার উস্তাদ হযরত রবীয়াতুর রায় (রঃ), হযরত ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ (রঃ), হযরত মূসা ইবনে ওকবা (রঃ) এবং তাঁহাদের সমসাময়িক হযরত সুফিয়ানে সাওরী (রঃ), হযরত লাইস (রঃ), হযরত আওযায়ী (রঃ), হযরত ইবনে আইনিয়াহ (রঃ) প্রমুখ ছিলেন।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর ছাত্র হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রঃ), ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ), ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান (রঃ) এবং আরও অনেকে ইমাম মালিক (রঃ) হইতে হাদীস রেওয়ায়েত করিয়াছেন।

www.pathagar.com

ইমাম শাফী (রঃ)-ও ইমাম মালিক (রঃ)-এর নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন। ইমাম মালিক (রঃ)-এর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হাদীসের সংকলনের নাম مؤطا, যাহা হইতে হাজার হাজার লোক হাদীস শুনিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস, ফকীহ, সুফী, আমীর, খলীফা তথা সর্বস্তরের লোক ছিলেন।

ইমাম মালিক (রঃ)-এর শিক্ষা মজলিস খুব শান-শওকতের ছিল। তিনি খুব সুন্দর পরিপাটি পোশাক পরিয়া, দেহে আতর-সুরমা লাগাইয়া এবং খুব জাঁক-জমকপূর্ণ আসনে বসিয়া শিক্ষাদান করিতেন। হাদীসে নবভী ও কুরআন মজীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন মানসেই তিনি এরূপ করিতেন। তিনি আজীবন মদীনায় ছিলেন, অন্য কোন শহরে যান নাই। মসজিদে নবভীতে বসিয়াই তিনি শিক্ষাদান করিতেন। বহু দূর-দূরান্ত হইতে লোকজন আসিয়া তাঁহার নিকট হাদীস ও ফিক্‌হ শিক্ষা করিত। বিশেষ করিয়া মিসর ও আফ্রিকাবাসিগণ তাঁহার নিকট ফিক্‌হ শিক্ষা করিতে আসিত এবং শিক্ষা সমাপনান্তে নিজ নিজ দেশে গিয়া তাহা প্রচার করিত।

কথিত আছে যে, আব্বাসী খলীফা মনসুরের বিরুদ্ধে যে অভ্যুত্থান হয় তাহাতে ইমাম মালিক (রঃ) ইমাম নফসে যাকিয়া (রঃ)-এর পক্ষে ফতওয়া দেন। কিন্তু নফসে যাকিয়া (রঃ) পরাস্ত হইয়া শাহাদাত বরণ করেন। অতঃপর খলীফা মনসুর মদীনাবাসিদের নিকট হইতে নূতনভাবে তাঁহার আনুগত্যের শপথ আদায়ের জন্য তাঁহার চাচাত ভাই জাফর আব্বাসীকে মদীনায় প্রেরণ করেন। জাফর আব্বাসী মদীনায় গিয়া ইমাম মালিক (রঃ)-এর ফতওয়ার কথা শুনিয়া অত্যন্ত রাগান্বিত হন এবং ইমাম সাহেবকে তাঁহার দরবারে ডাকিয়া আনিয়া সতরটি বেত্রাঘাত করেন। অবশ্য খলীফা মনসুর ইহা জানিতে পারিয়া দুঃখিত হন। তিনি নিজের দুঃখ ও অনুতাপ প্রকাশ করিয়া ইমাম সাহেবকে পত্র দেন এবং তাঁহাকে ইরাক যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু ইমাম সাহেব ইরাক যাইতে সম্মত

www.pathagar.com

হন নাই এবং মনসুরও সেজন্য তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করেন নাই। মনসুর হজ্জ উপলক্ষে মদীনায় গেলে ইমাম মালিক (রঃ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার প্রতি খুব সম্মান দেখান। ইমাম মালিক (রঃ) তাঁহার বাকী জীবনও শিক্ষা ও ফতওয়া দানের কাজে মদীনায় অতিবাহিত করেন। ১৭৯ হিজরীতে তিনি মদীনায় ইন্তেকাল করেন।

মালিকী ফিক্‌হের সনদ

মুসলমানদের ধর্মীয় মাসআলাসমূহ বেশীর ভাগ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) এবং তাঁহাদের ছাত্রদের দ্বারা বিস্তার লাভ করিয়াছে। শেষোক্ত তিন জন যেহেতু জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই মক্কা এবং মদীনায় ছিলেন, সেহেতু তাঁহাদের জ্ঞানের আলোকে এই দুইটি পবিত্র স্থান বিশেষভাবে আলোকিত হইয়াছিল। তবে মদীনাই ছিল তাঁহাদের জ্ঞান বিকিরণের কেন্দ্রস্বরূপ।

তাঁহাদের পর মদীনার সপ্ত ফুকাহা অর্থাৎ (১) হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবাহ ইবনে মাসউদ (রঃ), (২) হযরত উরওয়াহ (রঃ), (৩) হযরত কাসেম (রঃ), (৪) হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রঃ), (৫) হযরত সুলাইমান (রঃ), (৬) হযরত খারিজাহ (রঃ) ও (৭) হযরত সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রঃ) এই জ্ঞানের বাহক হন। তাঁহাদের নিকট হইতে হযরত ইবনে শিহাব (রঃ), হযরত যুহরী (রঃ), হযরত নাফে' (রঃ), হযরত আবুল যেনাদ (রঃ), হযরত ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ (রঃ) এবং হযরত রবীয়াতুর্‌ রায় (রঃ) এই জ্ঞান আহরণ করেন। অতঃপর তাঁহাদের নিকট হইতে তাহা হযরত ইমাম মালিক (রঃ)-এর নিকট পৌঁছিয়া ফিক্‌হে মালিকী নাম ধারণ করে।

www.pathagar.com

অতএব মালিকী ফিক্‌হের সনদ বা ক্রম ধারা নিম্নরূপ।

মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সঃ)

হযরত ওমর (রঃ), আয়েশা (রাঃ), যায়িদ ইবনে সাবিত (রাঃ)
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)

ওবায়দুল্লাহ, ওরওয়াহ, কাসেম, সাঈদ, সুলাইমান, খারিজাহ, সালিম,

ইবনে শিহাব, নাফে', আবুল যিনাদ, ইয়াহ্‌ইয়াহ ইবনে সাঈদ, রবীয়াহ,

ইমাম মালিক (রঃ)

ইমাম মালিক (রঃ) সুদীর্ঘ প্রায় ৫০ বৎসর কাল শিক্ষা ও ফতওয়া দানের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি নিজে ফিক্‌হের কোন কিতাব রচনা করেন নাই। তাঁহার ইন্তেকালের পর তাঁহার উদ্ভাবিত উত্তর-সমূহের একটি সংকলন তাঁহার ছাত্ররা বাহির করেন। এই সংকলনেরই নাম ফিক্‌হে মালিকী। তাঁহার ছাত্রগণ ও ছাত্রের ছাত্রগণ ঐ সংকলনটি দেশব্যাপী প্রচার করেন।

ফিক্‌হে মালিকীর স্বরূপ

ইমাম মালিক (রঃ) ফতওয়া দিবার সময় প্রথমে কুরআনের উপর অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ঐ সমস্ত হাদীস যেগুলিকে তিনি বিশুদ্ধ মনে করিতেন সেগুলির উপর নির্ভর করিতেন। তাঁহার মতে হিজাযের প্রবীনতম ও শ্রেষ্ঠতম মুহাদ্দিসগণই ছিলেন শুদ্ধাশুদ্ধির মাপকাঠি। মদীনাবাসীদের আমল এবং তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত সামাজিক প্রথাকে (Convention) তিনি খুব গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করিতেন। মদীনা-

www.pathagar.com

বাসিগণ আমল করেন নাই বলিয়া তিনি অনেক বিশুদ্ধ হাদীসও গ্রহণ করেন নাই।

ইমাম মালিক (রঃ)-এর মতে تعامل اهل مدينة অর্থাৎ মদীনাবাসীদের আমল ও প্রচলিত প্রথা বা অভ্যাস ফিক্‌হ শাস্ত্রের একটি স্বতন্ত্র উৎস। তাঁহার মতে মদীনাবাসীদের আমল এবং তাঁহাদের 'ইজমা'র (সর্বস্বীকৃত মত) পরই কিয়াসের স্থান। কিন্তু হানাফী মযহাবের মত তাঁহার মযহাবে কিয়াসের তত আধিক্য নাই। তবে হানাফী মযহাবের استحسان এর মত মালিকী মযহাবেও مصالح مرسلة يعنى استصلاح — এর উপর আমল করা হয়। مصالح مرسلة বা استصلاح —এর অর্থ মুসলিহাত। যাহা দ্বারা শরীয়ত-সম্মত এমন উদ্দেশ্যের হেফাযত করা হয় যাহার শরীয়ত সম্মত হওয়া কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা'র সমষ্টিগত হুকুম দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়, যদিও উহা বিশ্বাসযোগ্য হওয়ার কোন নির্দিষ্ট নীতি নির্ধারিত হয় নাই এবং উহা শরীয়ত-সম্মত উদ্দেশ্য হওয়ার কোন স্বতন্ত্র প্রমাণও নাই বরং কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা' ইত্যাদির সমষ্টিগত হুকুমের পরিপ্রেক্ষিতে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যাহা দ্বারা ইহার শরীয়ত সম্মত হওয়া বোঝা যায় তাহাকে استصلاح বলে। ইমাম গাজ্জালী (রঃ) তাঁহার مستصفى নামক গ্রন্থে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

অতএব ইমাম মালিক (রঃ)-এর মযহাব মতে মাসআলার সমাধান বাহির করার বা ফিক্‌হ শাস্ত্রের উৎস হইল : কুরআন, হাদীসে রসূল (সঃ), হাদীসে আহলে মদীনা, মদীনাবাসীদের আমল ও প্রচলিত প্রথা, কিয়াস এবং মুসলিহাত।

قران - احاديث رسول صلعم - اثار اهل مدينة - تعامل اهل مدينة - قياس و استصلاح ◎

www.pathagar.com

ইমাম মালিক (রঃ)-এর ছাত্র ও ছাত্রের ছাত্র যাঁহারা তাঁহার মযহাব প্রচার করিয়াছেন

ইমাম মালিক (রঃ) সর্বদা মদীনায়ই ছিলেন। মদীনাবাসী ছাড়া বিদেশ হইতেও লোকজন আসিয়া তাঁহার নিকট হাদীস ও মাসআলা শিক্ষা করিতেন। মিসর, আফ্রিকা ও স্পেন হইতেই বেশী ছাত্র আসিতেন। তাঁহারাই উত্তর আফ্রিকা, মিসর ও স্পেনে মালিকী মযহাব প্রচার করেন। আর পূর্বাঞ্চলে অর্থাৎ বসরা, বাগদাদ ও খোরাসানে তাঁহার ছাত্রের ছাত্র দ্বারা ফিক্‌হে মালিকীর বিস্তার লাভ ঘটে।

মদীনায় ইমাম মালিক (রঃ)-এর সর্বাধিক প্রখ্যাত ছাত্র ছিলেন আবু মারওয়ান আবদুল মালিক ইবনে আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবী সলমাহ আল মাজেশুন (রঃ)। তিনি কুরাইশ বংশের বনী তাইম গোত্রের মুক্তিপ্রাপ্ত দাস ছিলেন। আহমদ ইবনে মা'দাল ইবনে হাবীব (রঃ), সাহনুন (রঃ) ও অন্যান্যগণ তাঁহার নিকট ফিক্‌হে মালিকী শিক্ষা করিয়াছেন। ২১২ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

মিসরবাসী ছাত্র ও ছাত্রের ছাত্রগণ দ্বারাই মালিকী মযহাবের অধিক প্রসার লাভ ঘটে এমনকি মিসরীয় ছাত্রগণ মালিকী মযহাবকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নিম্নে ইমাম মালিক (রঃ)-এর প্রখ্যাত মিসরীয় ছাত্র ও ছাত্রের ছাত্রগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল।

১. আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে ওহাব ইবনে মুসলিম কারশী (রঃ)

তিনি ইমাম লাইস (রঃ), সুফিয়ান ইবনে আ'ইনিয়াহ (রঃ), ইমাম সাওরী (রঃ) ও অন্যান্যের নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। তিনি ১৪৮ হিজরীতে ইমাম মালিক (র)-এর শিক্ষালয়ে যোগদান করেন এবং সুদীর্ঘ ৩১ বৎসর পর্যন্ত তাঁহারই সাথে ছিলেন [অর্থাৎ ইমাম মালিক (রঃ)-এর মৃত্যু

www.pathagar.com

পর্যন্ত তাঁহার সাথেই ছিলেন]। ইমাম সাহেব তাঁহাকে 'ফকীহ-ই-মিসর' উপাধি দিয়াছিলেন। হাদীস ও মালিকী মযহাবের জ্ঞানে তিনি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ১৯৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

২. আবু আবদুল্লাহ আবদুর রহমান আল কাসেম আত্‌কী (রঃ)

তিনি ইমাম লাইস (রঃ), মাজেশুন (রং), মুসলিম ইবনে খালিদ (রঃ) প্রমুখ হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ১৫৮ হিজরীতে মদীনায় আসিয়া তিনি ইমাম মালিক (রঃ)-এর নিকট ফিক্‌হ শিক্ষা করেন। অতঃপর মিসরে ফিরিয়া গিয়া তথায় মালিকী মযহাব প্রচার করেন। ১৯১ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৩. আশ্‌হাব ইবনে আবদুল আযীয আল কায়েসী আমেরী আল জা'দী (রঃ)

তিনি ইমাম মালিক (রঃ)-এর নিকট ফিক্‌হ শিক্ষা করেন। ইবনুল কাসেমের পর তিনি মিসরে ফকীহদের নেতৃত্ব প্রাপ্ত হন। ২০৪ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৪. আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে হিকাম ইবনে আইয়্যান (রঃ)

তিনি ইমাম মালিক (রঃ)-এর মযহাবের মুহাক্কিক ফকীহ ছিলেন। আশ্‌হাবের পর তিনিই মিসরে মালিকী মযহাবের ইমাম হন। তিনি ২১৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৫. আসবা' ইবনিল ফরজ উমুভী (রঃ)

তিনি ইমাম মালিক (রঃ)-এর ইন্তেকালের দিন মদীনায় পৌঁছেন এবং ইমাম মালিক (রঃ)-এর ছাত্র ইবনুল কাসিম (রঃ), ইবনে ওহাব (রঃ) প্রমুখের নিকট ফিক্‌হ শাস্ত্র শিক্ষা করেন।

www.pathagar.com

৬. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল হাকীম (রঃ)

তিনি ইবনে ওহাব (রঃ), আশ্‌হাব (রঃ), ইবনুল কাসেম (রঃ) প্রমুখের ছাত্র ছিলেন এবং মিসরের সর্বস্বীকৃত ফকীহ ছিলেন। তিনি কিছু দিন ইমাম শাফী (রঃ)-এর শিক্ষালয়েরও ছাত্র ছিলেন। ২৬৮ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৭. মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম ইবনে যিয়াদ আল ইসকান্দরী ওরফে ইবনুল মুওয়ায (রঃ)

তিনি ইবনুল মাজেশুন (রঃ), ইবনুল হেকাম (রঃ) ও অন্যদের ছাত্র ছিলেন এবং মিসরের ফকীহ ছিলেন। ২৬৯ হিজরীতে তিনি দামেস্কে ইন্তেকাল করেন।

স্পেনে ও উত্তর আফ্রিকায় ইমাম মালিক (রঃ)-এর নিম্নলিখিত ছাত্রগণ সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন।

১. আবুল হাসান আলী ইবনে যিয়াদ তুনিসী (রঃ)

তিনি ইমাম মালিক (রঃ) হইতে موطا শুনিয়াছেন। সাহানুন (রঃ) আফ্রিকাবাসীদের মধ্যে তাঁহার উপর অন্য কাহাকেও প্রাধান্য দিতেন না।

২. আবু আবদুল্লাহ যিয়াদ ইবনে আবদুর রহমান কর্তবী (রঃ)

শাব্‌তুন তাঁহার লকব ছিল। ইমাম মালিক (রঃ)-এর নিকট موطا পড়িয়াছেন। ইমাম মালিক (রঃ)-এর নিকট শুনিয়া শুনিয়া তিনি একখানা ফতওয়ার কিতাব রচনা করিয়াছেন। ইহা 'সেমা-ই-যিয়াদ' নামে খ্যাত। موطا-কে তিনিই সর্বপ্রথম হিজায হইতে স্পেনে লইয়া যান এবং সেখানে চালু করেন। তিনি ইমাম মালিক (রঃ)-এর দরবারে দুইবার আসিয়াছিলেন। ১৯৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

৩. ঈসা ইবনে দিনার উন্দোলুসী (রঃ)

তিনি স্পেন হইতে মদীনায় আসিয়া ইমাম মালিক (রঃ) ও ইব্‌নুল কাসেম (রঃ)-এর নিকট ফিকহ শিক্ষা করেন। তিনি কর্ডোভার মুফতী ছিলেন এবং ২১২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৪. আসাদ ইবনে ফুরাত (রঃ)

তিনি প্রথম তিউনিসে আলী ইবনে যিয়াদ (রঃ)-এর নিকট ফিক্‌হ শিক্ষা করেন। অতঃপর মদীনায় আসিয়া ইমাম মালিক (রঃ)-এর নিকট موطا পড়েন। তৎপর ইরাক গিয়া ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ), ইমাম মুহাম্মদ (রঃ), ইমাম আসাদ ইবনে ওমর (রঃ) ও ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর অন্যান্য ছাত্রদের নিকট হানাফী ফিক্‌হ শিক্ষা করেন। মালিকী মযহাবের সর্বপ্রথম কিতাব তিনিই রচনা করেন। ২১৩ হিজরীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

৫. ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে কাসীর আল লাইসী (রঃ)

তিনি প্রথম যিয়াদ ইবনে আবদুর রহমান (রঃ)-এর নিকট موطا مالك পড়েন। অতঃপর তিনি নিজেই মদীনা আসিয়া স্বয়ং ইমাম মালিক (রঃ)-এর নিকট দ্বিতীয় বার موطا পড়েন। এই বৎসরই ইমাম মালিক (রঃ) ইন্তেকাল করেন। ফলে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর আবার সফরে যান এবং ইবনুল কাসিম (রঃ)-এর নিকট ফিক্‌হ শিক্ষা করেন। موطا مالك তাঁহারই রেওয়ায়েতে বিখ্যাত। তাঁহারই মাধ্যমে স্পেনে মালিকী মযহাব বিস্তার লাভ করিয়াছে। তিনি ২২৪ হিজীতে ইন্তেকাল করেন।

ইমাম মালিক (রঃ)-এর ছাত্রদের মধ্যে নিম্নলিখিত ফকীহদ্বয় স্পেনে বেশী বিখ্যাত ছিলেন।

www.pathagar.com

১. আবদুল মালিক ইবনে হাবীব ইবনে সুলাইমান আস্ সলমী (রঃ)

তিনি প্রথমে স্পেনেই বিদ্যা শিক্ষা করেন। অতঃপর ২০৮ হিজরীতে সফরে গিয়া ইমাম মালিক (রঃ)-এর ছাত্র ইবনে মাজেশুন (রঃ), মুত্রাফ (রঃ), ইবনে আবদুল হেকাম (রঃ) এবং আসাদ ইবনে মূসা (রঃ)-এর নিকট ফিক্হ ও হাদীস শিক্ষা করেন এবং ২১৬ হিজরীতে স্পেনে প্রত্যাবর্তন করিয়া কর্ডোবার মুফতী হন। كتاب الواضحة তাঁহার বিখ্যাত সংকলন। ২৩৮ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

২. আবদুস্ সালাম ইবনে সাঈদ আত্তানুখী (রঃ)

তাঁহার লকব ছিল সাহনুন। তিনি মিসরে গিয়া ইমাম মালিক (রঃ)-এর ছাত্র ইবনে কাসেম (রঃ), ইবনে ওহাব (রঃ) ও অন্যান্যের নিকট ফিক্হ শিক্ষা করেন। সেখান হইতে মদীনায় গিয়া মদীনার আলিমদের নিকট হাদীস ও ফিক্হ শিক্ষা করেন এবং ১৯১ হিজরীতে আফ্রিকা প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি শেষ জীবনে আফ্রিকার কাযী নিযুক্ত হন। ইবনে ফুরাতের সম্পাদিত গ্রন্থকে তিনি নিয়মতান্ত্রিকভাবে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। ২৪০ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

পূর্বাঞ্চলে অর্থাৎ ইরাকে মালিকী ফিক্হ প্রচার করেন ইমাম মালিক (রঃ)-এর ছাত্রের ছাত্রগণ। তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত দুইজন ফকীহ সমধিক বিখ্যাত ছিলেন :

১. আহমদ ইবনে মা'দাল গিলান আল বাগদাদী (রঃ)

তিনি আবদুল মালিক ইবনে আল্ মাজেশুন (রঃ) এবং মুহাম্মদ ইবনে মুসাল্লিমাহ (রঃ)-এর নিকট ফিক্হ শিক্ষা করেন।

২. কাযী আবু ইসহাক (রঃ)

তিনি ইসমাইল ইবনে ইসহাক ইবনে ইসমাইল ইবনে হাম্মাদ ইবনে

www.pathagar.com

যায়েদিয়াহ (রঃ), ইবনে মা'দাল (রঃ) ও অন্যান্যের ছাত্র ছিলেন। ইরাকের মালিকী মযহাবের লোকগণ কাযী আবু ইসহাক (রঃ)-এর নিকট হইতেই ফিক্‌হ শিক্ষা করিয়াছেন। ২৮২ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

প্রথম যুগের মালিকী ফিক্‌হের কিতাবসমূহ

ইমাম মালিক (রঃ) নিজে কোন ফিক্‌হের কিতাব রচনা করেন নাই। তাঁহার ছাত্রগণ এবং তৎপরবর্তী ব্যক্তিগণ তাঁহার ফিক্‌হ মতে কিতাব লিখিয়াছেন।

সর্বপ্রথম আসাদ ইবনে ফুরাত (রঃ) مسائل الك নামে মালিকী মযহাবের ফিক্‌হের কিতাব লেখিয়াছেন। তিনি ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর ছাত্রদের নিকট হানাফী ফিক্‌হও শিক্ষা করেন। উপরিউক্ত গ্রন্থ রচনার সময় তিনি হানাফী ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-এর কিতাবসমূহ হইতে প্রশ্নসমূহ লইয়াছেন এবং ইমাম মালিক (রঃ)-এর মতানুযায়ী সেগুলির উত্তর দিয়াছেন। সাহানুন (রঃ) সেই উত্তরসমূহ সংকলন করিয়া উহাকে 'আসাদিয়া' নামকরণ করেন। ১৮৮ হিজরীতে সাহনুন সেগুলিকে ইবনে কাসেম (রঃ)-এর নিকট লইয়া যান। ইবনে কাসেম (রঃ) কতকগুলি মাসআলার উত্তর সংশোধন করেন। ইবনে ফুরাতের সংকলনে মাসআলা-গুলি ক্রমানুসারে সাজানো ছিল না। সাহানুন (রঃ) সেগুলিকে ক্রমা-নুসারে নূতন ভাবে সাজাইয়াছিলেন এবং কোন কোন মাসআলায় হাদীস সংযোজন করিয়াছিলেন।

সাহানুন (রঃ)-এর সম্পাদিত গ্রন্থে ৩৬ হাজার মাস্‌আলা ছিল। মালিকী মযহাবীদের মতে এই সংকলনই মালিকী মযহাবের ভিত্তি। এই সংকলনের পর ইবনে আবদুল হেকাম তিনখানা গ্রন্থ রচনা করেন :

১. মুখ্‌তাসারে কবীর। ইহাতে ১৮ হাজার মাসআলা আছে।

www.pathagar.com

২. মুখ্‌তাসারে আওসাত। ইহাতে ১৪ হাজার মাসআলা আছে।

৩. মুখ্‌তাসারে সগীর। ইহাতে ১২ হাজার মাসআলা আছে।

ঐ যুগে মালিকী মযহাবের অন্যান্য গ্রন্থগুলি হইতেছে :

كتاب الاصول لاصبغ بن الفرج - كتب مسموعات ابن القاسم - كتاب احكام القران - كتاب الوثائق و الشروط - كتاب اداب القضاة - كتاب الدعوى و البينات لمحمد بن عبد الحكم - المستخرجة لمحمد القيسبى القرطبى - كتاب الجامع محمد بن سحنون - المجموعة على مذهب مالك و اصحابه لابن عيدروس ©

নিম্নলিখিত গ্রন্থকারদ্বয়ই ঐ যুগের সর্বাধিক খ্যাত গ্রন্থকার ছিলেন :

১. কাযী ইসমাইল ইবনে ইসহাক (রঃ)

তিনি 'কিতাবুল মাবসুত আলা মযহাবি মালিকিয়াহ' ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

২. মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম ইবনে যিয়াদ আল ইস্‌কান্দরী ওরফে ইবনুল মুয়ায আল মিসরী (রঃ)

মালিকীগণ ফিক্‌হের যে কয়খানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তন্মধ্যে ইস্‌কান্দরীর কিতাবই সর্ববৃহত ও বিশুদ্ধতম। কাবেসী (রঃ) সকল মালিকী কিতাবের উপর ইহাকে প্রাধান্য দিয়াছেন।

ইমাম শাফী (রঃ)

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস ইবনে ওসমান ইবনে শাফি' আস্‌ শাফী আল মতলবী (রঃ)। তাঁহার নবম পূর্বপুরুষ আবদু মন্নাফ রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর চতুর্থ পূর্বপুরুষ ছিলেন। ইমাম শাফী (রঃ)-এর মাতা

www.pathagar.com

ছিলেন উম্মুল হাসান বিনতে হামযা ইবনে কাসেম ইবনে ইয়াযীদ ইবনে ইমাম হাসান (রাঃ)।

ইমাম শাফী (রঃ) আসকালান প্রদেশের গাযাহ নামক স্থানে ১৫০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। দুই বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতা মারা যান এবং মাতাই তাঁহাকে লালন পালন করেন। দশ বৎসর বয়সে তিনি কুরআন শরীফ ও موطا মুখস্থ করেন। অতঃপর মক্কায় গিয়া সেখানকার ফকীহ মুসলিম ইবনে খালিদ যান্‌জী (রঃ)-এর নিকট ফিক্‌হ শিক্ষা করেন। পনর বৎসর বয়সে তাঁহার উস্তাদ তাঁহাকে ফতওয়া দানের অনুমতি দেন, কিন্তু তিনি উস্তাদের সার্টিফিকেট নিয়া ইমাম মালিক (রঃ) -এর দরবারে হাযির হন। তিনি তাঁহাকে موطا শুনান এবং তাঁহার নিকট ফিক্‌হও শিক্ষা করেন। এ ছাড়া তিনি আরও ৮১ জন মুহাদ্দিসের নিকট হইতে হাদীস শ্রবণ করেন।

হারুনুর রশীদের খিলাফতকালে তিনি নাজরান প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হন। সৈয়দ বংশের অর্থাৎ হযরত আলী (রাঃ)-এর বংশের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে তাঁহাকে গ্রেফতার করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ১৮৪ হিজরীতে হারুনুর রশীদের নিকট অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। কিন্তু দারওয়ান ফযল ইবনে রবী-এর সুপারিশক্রমে মুক্তি পাইয়া তিনি স্বপদে বহাল হন। কিন্তু বেশী দিন চাকুরী করিতে পারেন নাই। অতঃপর তিনি ইরাক চলিয়া যান।

ইরাক গিয়া তিনি ইমাম আবু হানিফা (রঃ -এর ছাত্র মুহাম্মদ ইবনে হাসান (রঃ)-এর নিকট ফিক্‌হ হানাফী শিক্ষা করেন। এই ভাবে ইমাম শাফী (রঃ) মুহাদ্দিসগণের, ইমাম মালিক (রঃ)-এর ও ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর মযহাবসমূহের নিয়ম কানুন আয়ত্ত করিয়া ত্রিমুখী জ্ঞানের অধিকারী হইয়া মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং মক্কায় আগত মিসরী, স্পেনীয় ও আফ্রিকান আলেমগণের সাথেও ভাবের আদান-প্রদান করিয়া গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

www.pathagar.com

১৯৫ হিজরীতে ইমাম শাফী (রঃ) পুনরায় ইরাকে যান। তখন একদল ইরাকী আলিম তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি হানাফী, মালিকী ও মুহাদ্দিসীনের মযহাব মিলাইয়া মধ্যপন্থী এক ফিকহী মযহাবের প্রবর্তন করেন। তিনি সেইমতে কিতাব রচনা করেন, লোকজনকে শিক্ষা দেন এবং ফতওয়া প্রদান করেন। এই মযহাবকে ইমাম শাফী (রঃ)-এর মযহাবে কাদীম অর্থাৎ পুরাতন মযহাব বলা হয়।

ইমাম শাফী (রঃ)-এর ইরাকে অবস্থানকালে শাফী মযহাবের বেশ প্রসার লাভ ঘটে। সেখানকার একদল আলিমও শাফী তরীকা গ্রহণ করেন। তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদের উদ্দেশ্যে ইমাম শাফী (রঃ) বিতর্কসভার আয়োজন করেন এবং তাহাদের মতবাদ খণ্ডন করিয়া গ্রন্থও রচনা করেন। অতঃপর তিনি মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৮ হিজরীতে তৃতীয় বারের মত তিনি ইরাক গমন করেন এবং সেখানে কয়েক মাস অবস্থানের পর মিসর চলিয়া যান।

মিসরে মালিকী মযহাবের অধিক প্রচলন ছিল। ইমাম শাফী (রঃ) মিসরী আলিমদের সামনে তাঁহার মযহাব পেশ করেন। অবশ্য মিসরী মতবাদ ও পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম শাফী (রঃ)-এর ফিক্‌হী চিন্তাধারা ও ইজতিহাদেও কিছু পরিবর্তন আসিল এবং তিনি তাঁহার ইরাকী ফিক্‌হের কিছু পরিবর্তন করিয়া নূতন মিসরী ফিক্‌হ মতে কিতাব রচনা করিলেন। ইহাকে ইমাম শাফী (রঃ)-এর মযহাবে জাদীদ বা নূতন মযহাব বলা হয়।

ইমাম শাফী (রঃ) নিজেই তাঁহার মযহাহ প্রচার করেন। তাঁহার ছাত্রগণও দলে দলে সেই প্রচারকার্যে যোগ দেন। মিসরে তাঁহার মযহাব বেশ গ্রহণীয় হয়। ইমাম শাফী (রঃ) ১৯৮ হিজরী হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সুদীর্ঘ ছয় বৎসর মিসরেই অবস্থান করেন এবং সেখানেই ২০৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

ফিক্‌হে শাফী

ইমাম শাফী (রঃ) একজন হাদীস বিশেষজ্ঞ ছিলেন। হানাফী এবং মালিকী ফিক্‌হেও তিনি বিশেষ দক্ষ ছিলেন। হানাফী ও মালিকী ফিক্‌হকে নিজ পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার ছাঁচে ফেলিয়া এবং সেগুলির সহিত হাদীসের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দিয়া তিনি নিজের নূতন ফিক্‌হ রচনা করেন।

শাফী ফিক্‌হ দুই ভাগে বিভক্ত যথা :

১. মযহাবে কাদীম অর্থাৎ পুরানো মযহাব। ইরাকে অবস্থানকালে ইমাম শাফী (রঃ) এই মযহাব প্রবর্তন করেন। ইহাতে হানাফী মযহাবের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

২. মযহাবে জাদীদ অর্থাৎ নূতন মযহাব। মিসরে যাওয়ার পর ইমাম শাফী (রঃ) এই মযহাব প্রবর্তন করেন। ইহাতে মালিকী মযহাবের নিয়ম পদ্ধতির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

ইমাম শাফী (রঃ) তাঁহার মযহাবের বুনিয়াদী উসূল অর্থাৎ মৌলিক নিয়মাবলী তাঁহার رسالة اصوليه নামক পুস্তিকায় লিখিয়াছেন। তিনি ظاهر قران অর্থাৎ কুরআনের স্পষ্ট অর্থ হইতে দলীল লইতেন। তবে ظاهر قران মুরাদ বা উদ্দেশ্য নয় বলিয়া অন্য কোন দলীল দ্বারা প্রমাণিত হইলে তিনি তাহা হইতে দলীল লইতেন না। অতঃপর তিনি হাদীস হইতে দলীল গ্রহণ করিতেন। যে কোন অঞ্চলের আলিমই এই হাদীস বর্ণনা করুক না কেন এক্ষেত্রে তিনি তাহাতে কোন বাছ্-বিচার করিতেন না, শুধু সনদ متصل এবং রাবী ثقة হওয়ার শর্ত আরোপ করিতেন। হাদীসের বর্ণনা রসূলুল্লাহ (সঃ) পর্যন্ত পৌঁছিতে মাঝখানে কোন রাবী বাদ না পড়িলে এই বর্ণনা সূত্রকে সনদে মুত্তাসিল (سند متصل) এবং বর্ণিত হাদীসটিকে হাদীসে মরফু' (حديث مرفوع) বলা হয়। হাদীস বর্ণনা করার মত সর্বগুণের অধিকায়ী ব্যক্তিকে ثقة راوى

www.pathagar.com

'সিকাহ্ রাবী' বলে। ইমাম শাফী (রঃ) ইমাম মালিক (রঃ)-এর ন্যায় হাদীসের মর্মানুযায়ী কেহ আমল অর্থাৎ কাজ করিয়াছে বলিয়া প্রমাণ থাকার শর্ত এবং ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর ন্যায় হাদীস রেওয়ায়েতের খ্যাতি, বিশুদ্ধতা ইত্যাদির শর্ত করিতেন না। এইভাবে বিনাপর্যালোচনায় হাদীস গ্রহণ করায় মুহাদ্দিসগণের নিকট ইমাম শাফী (রঃ)-এর মযহাব খুব সাদরে গৃহীত হইল। এইজন্য বাগদাদবাসিগণ তাঁহাকে ناصر حديث অর্থাৎ হাদীসের সাহায্যকারী বলিতেন। তিনি কুরআন ও হাদীসকে একই নযরে দেখিতেন এবং উভয়ের আনুগত্যই সমভাবে ওয়াজিবুল আমল মনে করিতেন। ইহাতে يقين এবং ظن অর্থাৎ সঠিক জ্ঞান ও সম্ভাবনার মধ্যে কোন পার্থক্য করিতেন না। হাদীসের পর তিনি ইজমা' এর উপর আমল করিতেন। কুরআন, হাদীস ও ইজমা' দ্বারা কোন মাসআলা সমাধান না হইলে তিনি উহা কিয়াস দ্বারা সমাধান করিতেন। তবে কিয়াসের জন্য তিনি এই শর্ত করিতেন যে উহার জন্য কোন নির্দিষ্ট নীতি বা ধারা থাকিতে হইবে। তিনি হানাফীদের استحسان এবং মালিকীদের استصلاح এর ঘোর বিরোধী ছিলেন। তবে সেগুলির কাছাকাছি দলীলের উপর আমল করিতেন।

ইমাম শাফী (রঃ)-এর প্রথম যুগের ছাত্র ও ছাত্রের ছাত্র যাঁহারা তাঁহার ফিক্‌হ প্রচার করিয়াছেন

ইমাম শাফী (রঃ)-ই প্রথম ব্যক্তি যিনি দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিয়া নিজের মযহাব প্রচার করিয়াছেন। নিজে কিতাব লিখিয়াছেন এবং সেই কিতাব ছাত্রদিগকে পড়াইয়াছেন। ইরাক ও মিসরে ইমাম শাফী (রঃ)-এর প্রচুর ছাত্র ও ছাত্রের ছাত্র ছিলেন।

তাঁহার কয়েকজন বিখ্যাত ইরাকী ছাত্রের নাম নীচে দেওয়া গেল ঃ

www.pathagar.com

১. আবু সুর ইব্রাহীম ইবনে খালিদ ইবনিল
ইয়ামান কলবী আল বাগদাদী (রঃ)

প্রথমে হানাফী মযহাবের সাথে তাঁহার সম্পর্ক ছিল, পরে ইমাম শাফী (রঃ)-এর মযহাব গ্রহণ করেন এবং শেষ পর্যন্ত নিজেই একটি স্বতন্ত্র ফিক্‌হ প্রবর্তন করেন। ঐ ফিক্‌হের কিছু অনুসারীও ছিল। কিন্তু পরে মযহাবটি বিলুপ্ত হইয়া যায়। তিনি ২৪০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

২. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ)

তিনি প্রথমে শাফী ফিক্‌হ শিক্ষা করেন। পরে নিজেই স্বতন্ত্র ফিক্‌হ প্রবর্তন করেন। তাঁহার এই মযহাবের নামই হাম্বলী মযহাব।

৩. হাসান ইবনে মূহাম্মদ ইবনে আস্ সাব্বাহ্
আয্ যা'ফরানী আল্ বাগদাদী (রঃ)

তিনি ইমাম শাফী (রঃ)-এর মযহাবে কাদীমের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য রাবী ছিলেন। ২৪০ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৪. আবুল হুসাইন ইবনে আলী আল্-কারাবীসী (রঃ)

তিনি প্রথমে হানাফী মযহাবী ছিলেন। পরে ইমাম শাফী (রঃ)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া শাফী ফিক্‌হ গ্রহণ করেন। ২৪৫ হিজরীতে তাঁহার ইন্তেকাল হয়।

৫. আবু সুলাইমান দাউদ ইবনে আলী ইমাম আহলে যাহেরী (রঃ)

তিনি প্রথমে শাফী মযহাবী ছিলেন। পরে নিজেই একটি স্বতন্ত্র মযহাব প্রবর্তন করেন। তাঁহার মযহাবের নাম যাহেরী মযহাব।

৬. আহমদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবদুল আযীয বাগদাদী (রঃ)

www.pathagar.com

তিনি প্রথমে বাগদাদে ইমাম শাফী (রঃ)-এর মযহাবে কাদীমের উচ্চস্তরের ভক্ত ছিলেন, পরে যাহেরী মযহাব গ্রহণ করেন।

৭. আবু ওসমান ইবনে সাঈদ আনমাতী (রঃ)

তিনি ইমাম মযনী (রঃ), ইমাম রবী (রঃ) ও ইমাম শাফী (রঃ)-এর অন্যান্য ছাত্রগণের নিকট ফিক্‌হ শিক্ষা করেন। তিনি শাফী মযহাবের অনেক কিতাব লিখেন। অবশ্য শেষ জীবনে নিজেরই উদ্ভাবিত একটি স্বতন্ত্র ফকীহ মত পোষণ করিতেন। ২৮৮ হিজরীতে তাঁহার ইন্তেকাল হয়।

৮. আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে ওমর ইবনে সরীজ (রঃ)

তিনি যাফরানী (রঃ), আনমাতী (রঃ) প্রমুখ শাফী ফকীহগণের ছাত্র ছিলেন। শাফী মযহাবের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে তিনি শাফী মযহাবের পক্ষে বহু মুনাযিরাহ বা বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি চার শতের অধিক গ্রন্থ রচনা করেন এবং ৩০৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৯. আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জরীর তাবারী (রঃ)

তিনি প্রথমে শাফী মযহাবে ছিলেন। অতঃপর নিজেই একটি স্বতন্ত্র মযহাবের প্রবর্তন করেন।

১০. আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আবী
আহমদ তাবারী ওরফে ইবনুল কাস (রঃ)

তিনি ইবনে সরীজ (রঃ)-এর ছাত্র ছিলেন এবং তালখীস, মিফতাহ, আদাবুল কাযী, উসূলে ফিক্‌হ ও অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করেন। ৩৩৫ হিজরীতে তাঁহার ইন্তেকাল হয়।

মিসরে নিম্নলিখিত ফকীহগণ ইমাম শাফী (রঃ)-এর বিখ্যাত ছাত্র ছিলেন।

www.pathagar.com

১. ইউসুফ ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া বয়ুতী আল মিসরী (রঃ)

ইমাম শাফী (রঃ)-এর মিসরী ছাত্রদের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক প্রবীন এবং ফতওয়া দানের ক্ষেত্রে ইমাম শাফী (রঃ)-এর একজন বিশ্বস্ত সহচর ছিলেন। মৃত্যুকালে ইমাম শাফী (রঃ) তাঁহাকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া যান। خلق قرآن এর ঝগড়ায় তাঁহাকে কয়েদ করা হয় ২৭১ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

২. আবু ইব্রাহীম ইসমাইল ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া মযনী আল মিসরী (রঃ)

তিনি ১৯৯ হিজরীতে ইমাম শাফী (রঃ)-এর নিকট ফিক্‌হ শিক্ষায় পূর্ণতা অর্জন করেন। ইমাম শাফী (রঃ) তাঁহাকে হামী-ই-মযহাব উপাধি দিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারই গ্রন্থাবলীর উপর শাফী মযহাবের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। তিনি ২২৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৩. রবী ইবনে সুলাইমান ইবনে আবদুল জাব্বার মুরাদী মাওযেন (রঃ)

তিনি ১৭৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইমাম শাফী (রঃ) হইতে অনেক রেওয়ায়েত করিয়াছেন। শাফী মতাবলম্বিগণ ইমাম রবী (রঃ)-এর রেওয়ায়েতকে ইমাম মযনী (রঃ)-এর রেওয়ায়েতের উপর প্রাধান্য দিয়া থাকেন। ২৭০ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৪. হুরমুলাহ ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আবদুল্লাহ (রঃ)

তিনি ইমাম শাফী (রঃ)-এর ছাত্র ছিলেন এবং শাফী মযহাবের অনেক কিতাব লিখিয়াছেন। ২৪৩ হিজরীতে তাঁহার ইন্তেকাল হয়।

৫. ইউনুস ইবনে আবদুল আ'লা সদফী আল-মিসরী (রঃ)

ইমাম শাফী (রঃ)-এর মিসরী ছাত্রদের মধ্যে তিনি একজন উচ্চস্তরের আলিম ও জ্ঞানী ছিলেন।

www.pathagar.com

৬. আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ওরফে ইবনুল হাদ্দাদ (রঃ)

তিনি মযনী (রঃ)-এর ইন্তেকালের দিন জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম শাফী (রঃ)-এর ছাত্রদের নিকট তিনি ফিক্‌হ শিক্ষা করেন। মাসআলা ইস্‌তিখ্‌রাজে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তিনি ফিক্‌হ শাস্ত্রের বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং ৩৪৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

ইমাম শাফী (রঃ)-এর উল্লিখিত ছাত্র ও ছাত্রের ছাত্রদের লিখনী দ্বারাই শাফী মযহাব বিস্তার লাভ করিয়াছে। অবশ্য তাঁহাদের সাথে এমন আরও অনেক ফকীহ ছিলেন যাঁহারা শাফী মযহাব পূর্ণভাবে অনুসরণ করিতেন না সত্য, তবে সাধারণভাবে ইমাম শাফী (রঃ)-এর সাথে তাঁহাদের খুব সামান্যই মতভেদ ছিল।

প্রথম যুগের শাফী মযহাবের কিতাবসমূহ

ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্যে একমাত্র ইমাম শাফী (রঃ)-ই নিজের ফিক্‌হ মতে নিজেই কিতাবাদি রচনা করেন এবং তাহা নিজের ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেন। তাঁহার রচিত কিতাবই তাঁহার মযহাব প্রতিষ্ঠায় ভিত্তিস্বরূপ। নিম্নে ইমাম শাফী (রঃ)-এর কয়েকখানি গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের তালিকা দেওয়া গেল।

১. রেসালা ফী আদিল্লাতিল্‌ আহ্‌কাম

ইহা উসূলে ফিক্‌হের সর্বপ্রথম গ্রন্থ।

২. কিতাবুল উম্ম

সূক্ষ্ম ব্যাখ্যায় ও যুক্তিতর্কে পুষ্ট এই কিতাবের সমকক্ষ কোন কিতাব সেই যুগে লিখা হয় নাই। হানাফী মযহাবের ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-এর মত শুধু মাসআলাসমূহ লিপিবদ্ধ নয় বরং তিনি এই কিতাবে মাসআলার সাথে সাথে উহার ব্যাখ্যাও যুক্তি প্রমাণসহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং বিরুদ্ধবাদীদের জিজ্ঞাসার উত্তরও দিয়াছেন। এই কিতাবে

www.pathagar.com

মাসআলাসমূহের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ ছাড়াও ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ও ইবনে আবী লাইলা (রঃ)-এর মতভেদের অধ্যায়, হযরত আলী (রাঃ) ও ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর মতভেদের অধ্যায়, হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর সাথে ইরাকবাসিগণের মতভেদের অধ্যায়, ইমাম মালিক (রঃ) ও ইমাম শাফী (রঃ)-এর মতভেদের অধ্যায়, 'ইজমা'-এর অধ্যায়, 'ইসতিহসান' বাতিলের অধ্যায়, মুহাম্মদ ইবনে হাসান (রঃ)-এর প্রতিবাদের অধ্যায়, সিয়ারে আওযায়ী (রঃ)-এর অধ্যায় এবং অন্যান্য অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে।

৩. ইখ্‌তিলাফুল হাদীস

মুখ্‌তালিফুল হাদীস এই কিতাবের বিষয়। উল্লিখিত তিনখানি কিতাব একত্রে ছাপা হইয়াছে।

ফিক্‌হে শাফী বিষয়ে হুরমুলাহ ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া (রঃ)-এর কিতাবও খুব বিখ্যাত। বুয়ূতী (রঃ) মুখ্‌তাসারে কবীর, মুখ্‌তাসারে সগীর ও কিতাবুল ফরায়েয লিখিয়াছেন। মযনী (রঃ)-ও দুইখানি মুখ্‌তাসার লিখিয়াছেন। তাঁহার মুখ্‌তাসারদ্বয়ের একখানি মুখ্‌তাসারে কবীর এবং অন্যখানি মুখ্‌তাসারে সগীর। বর্তমানে শাফী মতাবলম্বিগণ মুখ্‌তাসারে কবীর অনুযায়ী আমল করেন না। অবশ্য দ্বিতীয়খানি এখনও শাফী মতাবলম্বীদের মধ্যে প্রচলিত আছে। ইহা 'কিতাবুল উম্ম'-এর সাথে একত্রে ছাপা হইয়াছে। মযনী (রঃ)-এর 'জামে সগীর' ও 'জামে কবীর' দুইখানা বিখ্যাত কিতাব।

মযনী (রঃ)-এর ছাত্র আবু ইসহাক মরূযী (রঃ) 'মুখ্‌তাসারে মযনী' এর দুইখানা ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। তিনি 'কিতাবুল ফসূল ফী মা'রিফাতিল উসূল', 'কিতাবুস্‌ শরূত ওয়াল ওসায়েক', 'কিতাবুল ওসায়া', 'হিসাবুদ্‌ দাওর' এবং 'কিতাবুল খসূস ওয়াল উমূম'ও প্রণয়ন করিয়াছেন।

আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ সাইরাফী (রঃ) (মৃত্যু ৩৩০ হিঃ) 'কিতাবুল বয়ান ফীদ্‌ দালায়েল', 'আ'লাম আলা উসূলিল্‌ আহ্‌কাম',

www.pathagar.com

'শরহে রেসালায়ে শাফী', 'কিতাবুল ফরায়েয' ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সেই যুগে শাফী মযহাবের আরও অনেক কিতাব লিখা হয়, তবে সেগুলি উল্লিখিত কিতাবসমূহের মত এত প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ)

আবু আবদুল্লাহ আহমদ ইবনে হাম্বল ইবনে হেলাল যিহলী আল মরূযী (রঃ) ১৬৪ হিজরীতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। দুই বৎসর বয়সে তাঁহার পিতা মারা যান। মা তাঁহাকে লালন-পালন করেন। প্রথমে তিনি ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ)-এর মজলিসে যাইতে থাকেন এবং ষোল বৎসর বয়সে হাদীস পড়িতে শুরু করেন। তিনি হাশীম, সুফিয়ান ইবনে আইনিয়াহ ও অন্যান্যদের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ) সর্বপ্রথম ১৮৭ হিজরীতে মক্কায় গমন করেন এবং সেখানকার মুহাদ্দিসগণের নিকট হইতে হাদীস শ্রবণ করেন। ১৯৬ হিজরীতে তিনি আবার মক্কায় যান এবং সেখানে তিন বৎসর অবস্থান করিয়া মুহাদ্দিসগণের নিকট হইতে হাদীস শ্রবণ করেন। অতঃপর ইয়ামন গিয়া আবদুর রাজ্জাক (রঃ)-এর নিকট হইতে হাদীস শুনেন। তিনি এভাবে বিভিন্ন শহরে গিয়া অনেক মুহাদ্দিসের নিকট হইতে হাদীস শ্রবণ করেন।

ইমাম শাফী (রঃ) ইরাকে গেলে ইমাম আহমদ (রঃ) তাঁহার নিকট ফিক্‌হ শিক্ষা করেন। ইমাম শাফী (রঃ)-এর বাগদাদের ছাত্রদের মধ্যে ইমাম আহমদ (রঃ) সর্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি শিক্ষদানের কাজ শুরু করেন। এই সময়েই তিনি ফিক্‌হ গবেষণার নিজস্ব ধারা প্রবর্তন করেন। যদিও ফকীহ অপেক্ষা মুহাদ্দিসের মধ্যেই তাঁহাকে বেশী গণ্য করা হইত তথাপি তিনি তাঁহার নিজস্ব ফিক্‌হ মুতাবিক ফতওয়া দিতে শুরু করেন।

www.pathagar.com

২১২ হিজরীতে খল্‌কে কুরআনের ঝগড়া শুরু হয়। তখন আব্বাসী খলীফা মামুন মুহাদ্দিস শেখ ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আকতম (রঃ)-কে কাযীর পদ হইতে বরখাস্ত করিয়া আহমদ ইবনে দাউদ মু'তাযিলীকে কাযীউল কুযাত (প্রধান বিচারপতি) পদে নিয়োগ করেন। মু'তাযিলিগণের আকীদা (ধর্মবিশ্বাস) অনুযায়ী কুরআন মাখ্‌লুক অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বস্তু। অতএব ইহা নশ্বর। পক্ষান্তরে মুহাদ্দিসীন ও উলামায়ে আহলে সুন্নাত আল জামাতের আকীদা অনুযায়ী কুরআন আল্লাহরই কালাম যাহা তাঁহার জাতি গুণ এবং ইহা কাদীম অর্থাৎ অবিনশ্বর। মামুন গোঁড়া মু'তাযিলী আকীদার লোক ছিলেন। ২১৮ হিজরীতে তিনি প্রদেশসমূহে নির্দেশ প্রেরণ করেন, যেন মুহাদ্দিসগণের নিকট হইতে খল্‌কে কুরআনের স্বীকৃতি আদায় করা হয়। বাগদাদের মুহাদ্দিসগণ উহার বিরোধিতা করেন। 'খল্‌কে কুরআন'-এর অস্বীকারকারী সাতজন প্রবীণতম মুহাদ্দিসকে মামুন ডাকিয়া পাঠান। সেই সাতজনের মধ্যে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলও ছিলেন। সাতজনের মধ্যে ছয়জন ভয়ে ভয়ে স্বীকার করিয়া ফেলেন অথবা কোন - না - কোন বাহানা করিয়া কাটিয়া পড়েন। কিন্তু ইমাম আহমদ (রঃ) প্রকাশ্যে অস্বীকার করেন। তাহার ফলে তাঁহাকে কয়েদ করা হয়। মামুনের মৃত্যুর পর মুতাসিম বিল্লাহ খলীফা হন। তাঁহার সময়ে কয়েদখানায় ইমাম আহমদ (রঃ)-এর উপর ভীষণ অত্যাচার চলে, এমনকি তাঁহাকে বেত্রাঘাতও করা হয়। অবশেষে তিনি মুক্তি পান।

অতঃপর ইমাম সাহেব আবার শিক্ষাদানের কাজ শুরু করেন। ২২৭ হিজরীতে ওয়াছেক বিল্লাহ খলীফা হন। তাঁহার সময়েও এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করিয়া মুহাদ্দিসগণের উপর অত্যাচার চালান হয়। ২৩১ হিজরীতে ইমাম সাহেবকে তাঁহার শিক্ষাদান কার্য বন্ধ করিয়া দিতে হয়। ২৩২ হিজরীতে মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহ খলীফা হন। তিনি মুহাদ্দিসগণের অনুরূপ ধর্মমত পোষণ করিতেন। তাই তাঁহার খিলাফতকালে মুহাদ্দিসগণ

www.pathagar.com

নিজেদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা লাভ করেন। খলীফা ইমাম সাহেবের প্রতি খুব সম্মান প্রদর্শন করিতেন। ২৪১ হিজরীর ১২ই রবীউল আউয়াল তারিখে ইমাম আহমদ (রঃ) ৭৭ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

ফিক্‌হে হাম্বলী

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ)-এর ফিক্‌হ অত্যন্ত সরল ও সহজ। ইহা মূলতঃ আহলে হাদীসের এমন একটি তরীকা যাহাতে দেরায়েত, বিচার-বুদ্ধি ও তর্ক-বিতর্কের সাহায্যে খুব কমই কাজ নেওয়া হইয়াছে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ) ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ)-এর নিকট হইতে হানাফী ফিক্‌হ, ইমাম শাফী (রঃ)-এর নিকট হইতে শাফী ফিক্‌হ এবং মুহাদ্দিসগণের নিকট হইতে হাদীস শাস্ত্রের পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করেন। কুরআন ও সহীহ সনদের হাদীসের উপর আমল করাই ছিল তাঁহার নীতি। হানাফী ও শাফীদের মত দেরায়েত, পর্যালোচনা, ভাবার্থ ও কিয়াস হইতে বিরত থাকিতে তিনি যথাসম্ভব চেষ্টা করিতেন। মালিকী-দের মত মদীনাবাসীদের আমলকেও তিনি দলীল মনে করিতেন না। মরফু' অথবা মউকুফ উভয় অবস্থায়ই সহীহ হাদীসকে তিনি আমলযোগ্য মনে করিতেন। এই কারণে বিতর্কিত হাদীসের ক্ষেত্রে তাঁহার ফিক্‌হে বিভিন্ন প্রকার হুকুম পাওয়া যায়। একান্ত বাধ্য হইলে তিনি কিয়াস দ্বারা কাজ সমাধা করিতেন অর্থাৎ পারতপক্ষে তিনি কিয়াসের ধারে কাছে ঘেঁসিতেন না।

ইমাম আহমদ (রঃ)-এর ছাত্র যাঁহারা ফিক্‌হে হাম্বলী রেওয়ায়েত করিয়াছেন

১. ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম ওরফে ইবনে রাহুআহ (রঃ) (মৃঃ ২৩৮ হিঃ)

www.pathagar.com

২. আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাজ্জাজ মুরূযী (রঃ)

৩. আবু বকর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হানী ওরফে আসরম (রঃ) (মৃত্যু ২৭৩ হিজরী)

৪. আবদুল্লাহ ইবনে ইমাম আহমদ (রঃ) (মৃত্যু ২৯০ হিজরী)

ফিক্‌হ হাম্বলীর কিতাবসমূহ

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ)-এর মযহাব যেহেতু যাহিরী হাদীসের মযহাব তাই তাহাতে ফিক্‌হের শাখা-প্রশাখা খুবই কম এবং কিতাবও কম। তবে এই মযহাবের হাদীসের কিতাব আছে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ) স্বয়ং হাদীসের কিতাব 'মসনাদ' লিখিয়াছেন। ইহাতে চল্লিশ হাজার হাদীস আছে। তাঁহার পুত্র আবদুল্লাহ তাঁহার নিকট হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (রঃ)-এর তিনখানা উসূলের কিতাব আছে, যথা: (১) কিতাবু তাআ'তির্ রাসূল, (২) কিতাবু নাসিখ ওয়াল মানসুখ, (৩) কিতাবুল ইলাল।

আসরম (রঃ) ফিক্‌হে হাম্বলীতে কিতাবুস্ সুনান লিখিয়াছেন যাহাতে ফকীহ মাসআলার সাথে হাদীস সংযোজিত হইয়াছে।

মরূযী (রঃ)-ও শাওয়াহেদে হাদীসের সাথে কিতাবুস্ সুনান লিখিয়াছেন।

ইবনে রাহুআহ (রঃ)-ও ফিক্‌হ বিষয়ে কিতাবুস্ সুনান লিখিয়াছেন।

ইমাম আওযায়ী (রঃ)-এর মযহাব

ইমাম আবদুর রহমান ইবনে ওমর ইবনে আদ্‌দামেস্কী ওরফে আওযায়ী (রঃ) ৮৮ হিজরীতে বা'লাবাক্কা শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

আতা ইবনে আবী রিবাহ (রঃ), যুহুরী (রঃ) ও অন্যান্যের নিকট তিনি হাদীস অধ্যয়ন করেন। হাদীস অধ্যয়নের পর তিনি নিজস্ব ফিক্‌হী চিন্তাধারা মুতাবিক ফতওয়া দিতে শুরু করেন এবং একটি স্বতন্ত্র মযহাবের প্রবর্তক বলিয়া পরিগণিত হন। তাঁহার তরীকা মুহাদ্দিসগণেরই অনুরূপ ছিল। তিনি কিয়াস পছন্দ করিতেন না। ১৫৭ হিজরীতে তাঁহার ইন্তেকাল হয়।

সিরিয়াবাসীদের মধ্যে আওযায়ী (রঃ)-এর মযহাব প্রচলিত ছিল। তিনি সিরিয়ার কাযীও ছিলেন। স্পেনে যখন উমাইয়্যা শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন আওযায়ী (রঃ)-এর মযহাবও সেখানে প্রসার লাভ করে। হিজরী তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত তথায় এই মযহাবের খুব প্রসার ছিল। চতুর্থ শতাব্দীতে শাফী মযহাবের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সিরিয়া হইতে এবং মালিকী মযহাবের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্পেন হইতে তাঁহার মযহাবের পরিসমাপ্তি ঘটে।

মযহাবে তাবারী

আত্‌ তাবারী আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর ইবনে ইয়াযীদ আল-বাগদাদী (রঃ) ২২৪ হিজরীতে আম্‌লে তাবারিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। বিভিন্ন শহরে গিয়া তিনি বিদ্যা শিক্ষা করেন। রবী' ইবনে সুলাইমান (রঃ)-এর নিকট তিনি শাফী ফিক্‌হ, ইউনুস ইবনে আবদুল আ'লা (রঃ) ও ইবনে আবদুল হেকাম (রঃ)-এর নিকট মালিকী ফিক্‌হ এবং আবু মুকাতিল (রঃ)-এর নিকট হানাফী ফিক্‌হ শিক্ষা করেন। দেশ-বিদেশের মুহাদ্দিসগণের নিকট হইতে তিনি হাদীস শিক্ষা করেন। তিনি কুরআনে হাফিয, হাদীসে দক্ষ, সাহাবী ও তাবিয়ীদের রীতি-নীতি এবং ইতিহাস সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থাবলীর মধ্যে ইতিহাস ও তফসীর খুব বিখ্যাত। পরবর্তী ঐতিহাসিক ও

www.pathagar.com

মুফাস্‌সিরগণ তাঁহার প্রণীত ইতিহাস ও তফসীরকে নির্ভরযোগ্য (Authentic) হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। 'তাহ্‌যীবে আসার' তাঁহার লিখিত একটি হাদীস গ্রন্থ। 'ইখ্‌তিলাফি ফুকাহা' তাঁহার একটি প্রসিদ্ধ কিতাব। ৩১০ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

ইমাম তাবারী (রঃ) খুব মেধাবী, প্রতিভাবান ও জ্ঞানী ছিলেন। তিনি তাঁহার মযহাবের ফিক্‌হী কিতাব লতীফুল কাউল, কিতাবুল বাসিত, কিতাবুল হুক্কাম ওয়াল মুহাদির ওয়াস্‌ সিজিল্লাত ইত্যাদি নিজেই রচনা করিয়াছেন।

ইমাম ইবনে জারীর তাবারী (রঃ)-এর মযহাব পূর্বাঞ্চলের কোন কোন দেশে প্রচলিত হয়। নিম্নলিখিত ছাত্রগণ তাঁহার মযহাবের উপর কিতাব লিখিয়াছেন এবং তাঁহার মযহাবের প্রচার করিয়াছেন।

১. আলী ইবনে আবদুল আযীয ইবনে মুহাম্মদ দাওলাবী (রঃ)
তিনি কিতাবু আফ্‌আলু ন্নবী ও অন্যান্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

২. আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে
মুহাম্মদ ইবনে আবী সলজ আল্‌ কাতিব (রঃ)

৩. আবুল হাসান আহমদ ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া
আল মনজাম আল মুতাকাল্লিম (রঃ)
তিনি কিতাবুল মাদখাল ইলা মাযহাবিত্‌ তাবারী, কিতাবুল ইজমা' ফীল্‌ ফিক্‌হ আলা মাযহাবিত্‌ তাবারী, কিতাবুর্‌ রাদ্দু আলাল মুখালিফীন ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

৪. আবুল হাসান আদ্‌দাকীকী হাল্‌ওয়ানী (রঃ)

৫. আবুল ফর্‌জ আল মা'নী ইবনে যাকারিয়া আন নহরওয়ানী (রঃ)
তিনি হাফিযে হাদীস ও তাবারী মযহাবে অভিজ্ঞ ছিলেন এবং অনেক

www.pathagar.com

গ্রন্থ রচনা করেন। তাবারী মযহাব হিজরী পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত কোন কোন অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। অতঃপর আহলে সুন্নাত-আল-জামাতের মযহাব চতুষ্টয়ের মধ্যে তাহা বিলীন হইয়া যায়।

যাহেরী মযহাব

আবু সুলাইমান দাউদ ইবনে আলী ইবনে খলফ আল ইস্পাহানী (রঃ) ২০২ হিজরীতে কূফায় জন্মগ্রহণ করেন। ইসহাক ইবনে রাহুবিয়াহ (রঃ), আবু সুর (রঃ) ও অন্যদের নিকট তিনি বিদ্যাশিক্ষা করেন। প্রথম দিকে তিনি শাফী মযহাবের অনুসারী ছিলেন। পরে নিজেই একটি স্বতন্ত্র মযহাবের প্রবর্তন করেন। তাঁহার মযহাবের ভিত্তি যাহেরী কুরআন ও হাদীসের উপর বলিয়া উহাকে 'যাহেরী মযহাব' বলা হয়। তিনি কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট অর্থের উপর আমল করিতেন। কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট বা প্রকাশ্য আয়াতে যদি কোন সমাধান না পাইতেন, তবে তিনি ইজমা'র উপর আমল করিতেন। তিনি কিয়াস মোটেই মানিতেন না। কোন ব্যাপারে কুরআন, হাদীস ও ইজমা'—এই তিনটিতে হুকুম না পাইলে তিনি উহাকে মুবাহ মনে করিতেন। ২৭৫ হিজরীতে তিনি বাগদাদে ইন্তেকাল করেন।

ইমাম দাউদ যাহেরী (রঃ) অনেক কিতাব লিখিয়াছেন, যেমন: কিতাবু ইব্‌তালুল কিয়াস, কিতাবু ইব্‌তালুত্‌ তাক্‌লীদ, কিতাবু খবরিল ওয়াহিদ, কিতাবু খবরিল মওজিব লিল ইলম, কিতাবুল হজ্জ, কিতাবুল খসুস ওয়াল উমুম, কিতাবুল মূফাস্‌সার ওয়াল মুজমাল ইত্যাদি।

ইমাম দাউদ যাহেরী (রঃ)-এর মযহাব তাঁহার পুত্র মুহাম্মদ এবং আবুল হাসান আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুফলিস (রঃ) প্রচার করিয়াছেন। আবুল হাসান আবদুল্লাহ (রঃ) বহু গ্রন্থ রচনা

www.pathagar.com

করিয়াছেন। 'কিতাবুল মহল্লী' এর প্রণেতা আবু মুহাম্মদ আলী ইবনে আহমদ ইবনে সাঈদ ইবনে হযম উন্দোলুসী (রঃ) এই মযহাবের সর্বাপেক্ষা বড় গ্রন্থাকার ছিলেন, যিনি ৪৫৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পরই এই মযহাব বিলুপ্ত হইয়া যায়।

পঞ্চম শতাব্দীর পর আপামর মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে শুধু পূর্বোল্লিখিত আহলে সুন্নাত-আল-জামাতের মযহাব চতুষ্টয় বাকী থাকে এবং অন্যান্য মযহাব এই চার মযহাবের সাথে ক্রমান্বয়ে মিশিয়া যায়।

মোটকথা, প্রথম যুগ ছিল ইজতিহাদ, মাসআলা বিন্যাস ও সম্পাদনার যুগ। আলিম সমাজের মধ্যে তখন ইজতিহাদ অতি সাধারণ ব্যাপার ছিল। তাকলীদ শুধু জনসাধারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিশেষ করিয়া মযহাবের প্রবর্তক ইমামদের উচ্চস্তরের ছাত্রগণের মধ্যে তাকলীদের নাম-গন্ধও ছিল না, শুধু যোগাযোগের সম্পর্ক ছিল যাহার কারণে তাঁহাদিগকে মুজতাহিদ ফীল মযহাব এবং মযহাবের প্রবর্তক ইমামদিগকে মুজতাহিদ ফীদ্‌ দীন বলা হইত। ইহার নিম্নস্তরের আলিমদের মধ্যে যদিও তাকলীদের গন্ধ পাওয়া যাইত, তথাপি যখনই কোন ফকীহ কোন বিশেষ মাসআলায় ইজতিহাদ ও ইস্‌তিনবাতের শক্তি অর্জন করিতে পারিতেন তখনই তাকলীদের সেই গন্ধটুকুও তাহা হইতে বিলীন হইয়া যাইত। এই ধরনের আলিমদিগকে মুজতাহিদ ফীল মাসায়েল বলা হয়।

ঐ যুগে স্বাধীন মতবাদ প্রকাশের প্রচলন ছিল খুবই ব্যাপক। ঐ যুগ শেষ হওয়ার পর খাওয়াস অর্থাৎ বিশিষ্ট আলিমদের মধ্যেও তাকলীদ একটি সাধারণ ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। যাহার ফলে ইজতিহাদ ও স্বাধীন মতবাদ আপনা-আপনিই বন্ধ হইয়া যায়। তখন ইজতিহাদ ও স্বাধীন মতবাদ বন্ধ হওয়া অত্যাবশ্যকও ছিল, কেননা বেশীর ভাগ উসূল (নীতি) অথবা মাসআলার উপর মুজতাহিদগণের রায় হয় সর্বসম্মতিক্রমে নয়ত বিতর্কিকভাবে তখন নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। অতঃপর কেহ যদি এই বিষয়ে ইজতিহাদ বা গবেষণা করে তবে তাহা নিশ্চয়ই পূর্ববর্তী কোন

www.pathagar.com

মুজতাহিদের ইজতিহাদী রায় বা কোন নির্দিষ্ট নীতির অনুরূপই হইবে। এমতাবস্থায় দ্বিতীয়বার ইজতিহাদ তাহসীলে হাসিল অর্থাৎ জানা জিনিসকে জানার বৃথা চেষ্টা করারই শামিল। হাঁ, যদি এমন কোন মাসআলা বা সমস্যা দেখা দেয় যাহা একেবারে নুতন এবং যে বিষয়ে পূর্ববর্তী ফকীহগণ কোন আলোচনাই করেন নাই, তবে সেই মাসআলার উপর ইজতিহাদ চলিবে। কেননা অনুরূপ মাসআলার উপর ইজতিহাদ কখনও বন্ধ হয় নাই বা হইবেও না। কিন্তু অনুরূপ মাসআলা আছে কিনা, তাহা বিবেচনার বিষয়। যদি থাকেও তবে তাহা এমন খুঁটিনাটি ধরনের হইবে যে ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিলে উহার সমাধান পূর্ববর্তী মুজতাহিদগণের গবেষণায়ই প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে পাওয়া যাইবে। কাজেই সাধারণভাবে ইজতিহাদের দরজা খোলা রাখা যেমন অনাবশ্যক তেমনই বিপজ্জনকও। ঐ যুগের পর যদিও ইজতিহাদের যুগ শেষ হইয়া গিয়াছিল তথাপি বিতর্কিত রায়সমূহের তরজীহ অর্থাৎ প্রাধান্য দেওয়ার রীতি বরাবরই বহাল থাকে। তৎপরবর্তী সময়ে অর্থাৎ তৃতীয় দাওরে (যুগে) ইহারও আর প্রয়োজন রহিল না। এখন মুসলমানদের সামনে একটি কামিল নেযামে হায়াত বা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা রহিয়াছে। ইহাই 'ইসলামী আইন শাস্ত্র'। ইহাকে 'ইসলামী সংবিধান'ও বলা যাইতে পারে। ইহাতে চিন্তাধারা, যুক্তি ও দর্শনে কাহারও কাহারও মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য থাকিলেও কিন্তু মূল বা উৎস সবার একই।

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

সুন্নাত-আল-জামাত ছাড়া অন্যান্য মযহাব

খারিজী মযহাব

খুলাফা-ই-রাশেদীনের পর মুসলমানগণ তিনটি রাজনৈতিক দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। যথা: (১) আপামর মুসলিম জনসাধারণ (২) খারিজী ও (৩) শিয়াহ।

এই দলসমূহের আকীদা বা ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল বিভিন্ন। তাই বিভিন্ন মাসআলার বিশ্লেষণে তাহাদের মধ্যকার মতবিরোধও ছিল লক্ষণীয়। ফিক্‌হ সম্পাদনা যুগের পূর্বেই অর্থাৎ হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয় চতুর্থাংশের পূর্বেই খারিজীদের স্বতন্ত্র সত্তা লোপ পায়।

খারিজীদের ফিক্‌হী মতবাদ আহলে-সুন্নাত-আল-জামাতেরই অনুরূপ ছিল। তাহাদের মধ্যে যে মতভেদ তাহা ছিল রাজনৈতিক। খারিজী-গণের আকিদা এই যে তাহারা শুধু হযরত ওসমান (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ)-কেই সকল গোলমালের মূল বলিয়া মনে করেন এবং তাঁহাদিগকে খলীফা রাশেদা বলিয়া মানেন না। শরীয়তের আহকামের ক্ষেত্রে কিন্তু তাহারা আহলে-সুন্নাত-আল-জামাতেরই অনুরূপ মত পোষণ করেন। মাওলানা তামান্না (রঃ) এক জায়গায় লিখিয়াছেন যে, খারিজী জামাত এখনও কোন কোন দেশে বর্তমান আছে। গাযী রাইফ, শেখ আবদুল করীম ও অন্যরা খারিজী জামাতেরই লোক ছিলেন।

গাযী আবদুল করীমের ভাতিজা এক স্থানে বলিয়াছেন যে, তাহাদের (খারিজীদের) মধ্যে কেহ কেহ হানাফী নীতি আবার কেহ কেহ মালিকী নীতি অনুসরণ করেন, তবে প্রধানত তাহারা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ)-এর নীতির অনুসারী।

www.pathagar.com

শিয়া মযহাবসমূহ

শিয়া মযহাব পুর্বেও ছিল এখনও আছে। শিয়ারা আপামর মুসলিম জনসাধারণ হইতে পৃথক হইয়া নিজেদের জন্য একটি স্বতন্ত্র ফিক্‌হ রচনা করিয়াছে। তাহাদের মযহাবের অনেক শাখা-প্রশাখা ছিল। কিন্তু অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তিনটি শাখা এখনও প্রচলিত আছে। যেমন: (১) মযহাবে যায়েদিয়াহ, (২) মযহাবে ইমামিয়াহ বা ইসনা আশারিয়া বা জা'ফরিয়া ও (৩) মযহাবে ইসমাইলিয়াহ।

যায়েদিয়াহ শিয়া

যায়েদিয়াহ মযহাব ইমাম যায়েদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী (রাঃ)-এর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত। তিনি হিশাম ইবনে আবদুল মালিকের খিলাফতকালে কূফায় বিদ্রোহ করিয়া শহীদ হন। এই মযহাব শাখা মাসআলায় আহলে সুন্নাত-আল-জামাতের খুবই ঘনিষ্ঠ। যায়েদিয়ারা হযরত আলী (রাঃ)-কে খিলাফতের অধিক হকদার মনে করিলেও হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খিলাফতকে অস্বীকার করেন না।

যায়েদিয়াহ মযহাবের সর্বাপেক্ষা বড় সমর্থক ছিলেন বিশিষ্ট গ্রন্থকার হাসান ইবনে আলী ইবনে হাসান ইবনে যায়েদ ইবনে ওমর ইবনে আলী ইবনে হাসান ইবনে আলী (রাঃ)। এই মযহাবের উপর তিনি অনেক কিতাব লিখিয়াছেন। একখানা কিতাবের নাম 'মজমু'-ই-ফকীহ' যাহা মসনদে যায়েদিয়াহ নামে খ্যাত। এই মযহাবের ইমামদের মধ্যে হাসান ইবনে যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল ইবনে হাসান যায়েদিয়াহ (মৃত্যু ২৭০ হিজরী) একজন বিখ্যাত ফকীহ ছিলেন। তিনি 'কিতাবুল বয়ান' ও 'কিতাবুল জামে' লিখিয়াছেন।

www.pathagar.com

যায়েদিয়াহ মযহাবের বিভিন্ন শাখা আছে, যেমন—কাসিমিয়া যাহা কাসিম ইবনে ইব্রাহীম উলুব্বী (মৃত্যু ২৮০ হিজরী)-এর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত এবং হাদুবিয়াহ যাহা হাদী ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া (মৃত্যু ২৯৮ হিজরী)-এর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ 'কিতাবুল জামে'। ইয়ামনে আজ পর্যন্ত যায়েদীদের শাসন বলবত রহিয়াছে। কেননা অধিকাংশ ইয়ামনী যায়েদিয়াহ শিয়া।

ইমামিয়াহ শিয়া

এই সম্প্রদায় যায়েদিয়াহ-এর ভাতিজা ইমাম জা'ফর সাদেক (রঃ)-এর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত। ইমাম জা'ফর সাদিক (রঃ) আহলে সুন্নাত-আল-জামাতের স্বীকৃত ইমাম। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এবং ইমাম মালিক (রঃ) তাঁহার নিকট হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন। কিন্তু পরে আবু নসর মুহাম্মদ ইবনে মাসউদ আ'ইয়াশী, আবু আলী মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে জুনাইদ এবং যারারাহ ইবনে উহাইন ইমাম জা'ফর সাদিক (রঃ)-কে এক নূতন ফিকহের প্রবর্তক আখ্যা দেন এবং তাঁহার পক্ষ হইতে উহা প্রচার করেন। এই ফিক্‌হের অনুগামিগণকে ইমামিয়াহ বা ইসনা আশারিয়াহ বলা হয়।

এই মযহাবের আকীদা এই যে, ইমামগণ নিষ্পাপ। হযরত আলী (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অসী এবং তাঁহার পর তিনিই খলীফা। প্রথম খলীফাত্রয়ের খিলাফত সঠিক বা শুদ্ধ নহে। একমাত্র হযরত আলী (রাঃ) এবং তাঁহার বিশেষ অনুগামিগণ হইতে বর্ণিত হাদীসই বিশ্বাসযোগ্য। তাহাদের একটি বিশেষ আকীদা এই যে, আহলে বাইতের ইমামগণের বিশেষ করিয়া ইমাম জাফর সাদেক (রঃ)-এর কথা কুরআনের ন্যায়ই শরীয়তের দলীল হওয়ার যোগ্য। তাহারা ইজমা' ও কিয়াস মানে না। 'তাকিয়া' অর্থাৎ নিরাপত্তার প্রয়োজনে আপন মযহাব

www.pathagar.com

বা আকীদাকে গোপন করিয়া উহার বিপরীত ভাব প্রকাশ করাকে তাঁহারা বৈধ মনে করেন।

এই মযহাব ইরানে এখনও প্রচলিত আছে। পাকিস্তান, ভারত এবং বাংলাদেশেও এই মযহাবের অনুসারী আছেন।

ইসমাইলিয়া শিয়া

চতুর্থ শতাব্দীতে মিসর ও উহার সংলগ্ন শহরসমূহে ইসমাইলিয়া মযহাব বিকাশ লাভ করে। এই মযহাব ইমাম জাফর সাদেক (রঃ)-এর পুত্র ইসমাইলের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত। মিসরের ফাতিমী শাসনকর্তা মাআ'য উদ্‌-দ্বীনিল্লাহ মিসরে এই মযহাবের প্রচলন করেন। কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দীতে মিসরে ফাতিমী শাসনের পতন হইলে সেখান হইতে এই মযহাবের বিলুপ্তি ঘটে এবং পূর্বের ন্যায় আবার মিসরে আহলে সুন্নাত-আল-জামাতের ইমাম চতুষ্টয়ের মযহাব চালু হয়।

বর্তমানে ইসমাইলী মযহাবের লোক বিচ্ছিন্নভাবে এখানে ওখানে পাওয়া যায়। এই মযহাব দাউদী বোহরাহ্‌ ও আগাখানী খোজাহ নামেও খ্যাত। এই মযহাবের লোক আপন মযহাবকে খুব গোপন করিয়া চলে এবং ইহার বিস্তারিত রীতি-নীতি কাহারও কাছে প্রকাশ করে না।

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

দ্বিতীয় দাওর বা যুগ ঃ তাকলীদ ও পূর্ণতার যুগ

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শুরু হইয়া হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে দ্বিতীয় যুগ শেষ হয়। এই যুগে 'ইজতিহাদে মুতলাক' প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। আলিমগণও সাধারণ লোকের ন্যায় কোন না কোন বিশেষ ইমামের তাকলীদ করিতে এবং তাঁহাদের ফিক্‌হে মতে কিতাব লিখিতে শুরু করেন। তাঁহারা নিজ নিজ ইমামদের নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী ইজতিহাদ করিয়া মাসআলার সমাধানও বাহির করিতে থাকেন। এই যুগে নির্দিষ্ট মযহাবসমূহের মাসআলাসমূহের তাহকীক বা সঠিকতা নির্ণয়ে বেশ তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হয়। অবশেষে ইমাম চতুষ্টয়—ইমাম আবু হানিফা (র), ইমাম মালিক (রঃ), ইমাম শাফী (রঃ) এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ)-এর তাকলীদ করার ব্যাপারে আহলে সুন্নাত-আল-জামাতের আপামর জনসাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ইজমা' হইয়া যায়। এই যুগে মযহাব চতুষ্টয়ের অনেক বড় বড় ফকীহ জন্মগ্রহণ করেন।

কোন নির্দিষ্ট ইমামের গবেষণালব্ধ মাসায়েল ও নীতিসমূহ জানা, উহাকে শরীয়ত বলিয়া স্বীকার করা, সেই মতে আমল করা এবং উক্ত ইমামের নীতির ব্যতিক্রম করাকে অবৈধ বলিয়া স্বীকার করাকে তাকলীদ বলে। সাহাবা কিরামের যুগ হইতে ফিক্‌হ রচনার যুগ পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে মুজতাহিদ ও মুকাল্লিদ উভয় প্রকারের ফুকাহা বর্তমান ছিলেন।

যে সকল ফকীহ কুরআন ও সুন্নাহ আলোচনা-পর্যালোচনা ও গবেষণা করিয়া মাসআলা ইস্তেন্‌বাত ও নীতি নির্ধারণ করিবার পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে মুজতাহিদ বলে। সাধারণ লোক যাহারা কুরআন ও সুন্নাহ্‌কে ভালভাবে শিক্ষা করেন নাই এবং মাসআলা

www.pathagar.com

ইস্তিন্‌বাতের দক্ষতাও অর্জন করিতে পারেন নাই তাহারা মুকাল্লিদ। এইজন্য যখনই জনসাধারণ কোন মাসআলা বা সমস্যার সম্মুখীন হইত তখনই ফকীহদের মধ্য হইতে কোন না কোন একজনের কাছে ছুটিয়া যাইত এবং তিনি তাহাদিগকে সে মাসআলার সমাধান বলিয়া দিতেন।

দ্বিতীয় যুগে ব্যাপকভাবে তাকলীদের প্রচলন হয়। আলিম, সাধারণ লোক--সকলেই ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। প্রথম যুগে ফকীহ ছাত্রগণ দরসে-কুরআন ও রেওয়ায়েতে হাদীস নিয়া মশগুল থাকিতেন, যাহা মাসআলা ইস্তিন্‌বাতের ভিত্তি ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় যুগে অবস্থার পরিবর্তন হয়। তখন ছাত্রগণ প্রধানত কোন নির্দিষ্ট ইমামের মযহাবের কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করিতেন এবং তাঁহার তরীকা ও নীতিমালা আয়ত্ত করিয়া তাহা হইতে আহকাম ইস্তেন্‌বাত করিতে শুরু করেন। তাহাদের মধ্যে যাঁহারা আহকাম ইস্তেন্‌বাত করিতে সক্ষম হইতেন তাঁহাদিগকে ফকীহ বলা হইত। তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন উৎসাহী ফকীহ নিজ ইমামের মযহাব মত কিতাবাদিও প্রণয়ন করেন। এই কিতাবাদি হয় পূর্বের কোন কিতাবের সার-সংক্ষেপ, উহার শরাহ অথবা মাসআলা-সমূহের সংকলন ছিল।

মযহাবের প্রসার ও স্থায়িত্বের কারণ

যে সমস্ত কারণে জনসাধারণের মধ্যে মযহাব প্রসারিত হয় ও স্থায়িত্ব লাভ করে তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কারণগুলি প্রধান :

১. যোগ্যতর শিক্ষিত ছাত্র

জনসাধারণের মধ্যে কোন ইমামের চিন্তাধারার সার্থক প্রতিফলন তখনই ঘটে যখন তাঁহার কর্মঠ, সুযোগ্য ও সুশিক্ষিত ছাত্র থাকে এবং ঐ ছাত্ররা আপন উস্তাদের তরীকা বা মযহাবকে সর্বাবস্থায় ধরিয়া রাখে।

www.pathagar.com

অনুরূপ পরিস্থিতিতে জনসাধারণের মনেও ঐ মযহাবের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাহারা আগ্রহসহকারে উহার অনুসরণ করে।

যেহেতু ইমামগণের বিশ্বস্ত ও শিক্ষিত ছাত্রগণ নিজ নিজ ইমামের প্রতি অনুরাগ ও আনুগত্য প্রকাশ করিতেন, তাঁহার ফকীহ চিন্তাধারার সহায়তা করিতেন এবং সাধারণ লোক যেহেতু ঐ ছাত্রদের উপর বিশ্বাস ও আস্থা রাখিত সেইহেতু তাহারাও ঐ মযহাবের উপর আমল করিতে থাকিত। ফলে স্বাভাবিকভাবে ঐ মযহাব চালু হইয়া যাইত।

ফিক্‌হ সম্পাদনা-যুগের ইমাম ও তাঁহাদের ছাত্রদের সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। ঐ ইমাম ও ছাত্রগণ জ্ঞান-গরিমা, বিদ্যা-বুদ্ধি, সততা, দীনদারী ও পরহেযগারীতে যে অত্যন্ত উচ্চস্তরে ছিলেন এবং সমাজে তাঁহাদের বিশেষ প্রভাব ছিল তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহাদের ছাত্রগণও অনুরূপ নৈতিক আদর্শ ও চারিত্রিক দৃঢ়তার অধিকারী ছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের ইমামদের ইল্‌ম ও ফতওয়াসমূহ যেমন মুখে মুখে প্রচার করিয়াছেন তেমনি সেইগুলি সংকলন করিয়া পুস্তকাকারেও প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা নিজেরাও অনেক কিতাব রচনা করিয়া তাহা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়াছেন। প্রথম যুগের ছাত্রদের মাধ্যমে দ্বিতীয় যুগেও অনেক উপযুক্ত ছাত্র গড়িয়া উঠেন। তাঁহারা তাঁহাদের ইমামদের মযহাবকে আরও প্রচার করিয়াছেন এবং নিজ নিজ মযহাবের যথার্থতার স্বপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ দিয়া কিতাবাদি লিখিয়াছেন। যাঁহাদের লেখা ও যুক্তি-প্রমাণ ছিল অধিকতর বলিষ্ঠ তাঁহাদেরই মযহাব অধিকতর প্রসারিত ও দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা হইয়াছে যে, সাধারণ ও বিশিষ্ট—উভয় শ্রেণীর লোকদের মধ্যে ইমামদের মযহাব সুদৃঢ় হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের বিরুদ্ধবাদীদের আওয়ায ধীরে ধীরে মিলাইয়া গিয়াছে। এখন মযহাব-বিরোধিতার কথা বড় একটা শোনাই যায় না।

www.pathagar.com

বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন বলেন : ইবনে হযম যাহেরী যখন স্পেনে মযহাবী ইমামদের তাকলীদের বিরুদ্ধে আওয়ায তুলেন এবং ইহার বিরূপ সমালোচনা করেন—তখন চতুর্দিক হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। জনসাধারণ তাঁহার কিতাবাদির ক্রয় বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেয় এবং সেগুলি ছিড়িয়া ফেলিতে শুরু করে।

২. কাযীর পদ

সাহাবী ও তাবিয়ীদের যুগে কাযীর পদে শুধু মাত্র ঐ ব্যক্তিকেই নিয়োগ করা হইত যাঁহার ইজতিহাদের পূর্ণ যোগ্যতা ছিল। কালের বিবর্তনের সাথে সাথে অবস্থারও পরিবর্তন হইল। কাযীর পদের সেই কড়াকড়ি আর রহিল না। ফল দাঁড়াইল এই যে, ফকীহগণ কাযীদের সমালোচনা করিতে লাগিলেন। তাই কাযীগণও শেষ পর্যন্ত বাধ্য হইয়া কোন না কোন নির্দিষ্ট ফকীহ কর্তৃক রচিত ও সম্পাদিত নির্দিষ্ট আহকাম মুতাবিক ফায়সালা দিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিচারে নিজেদের রায় ও ইজতিহাদ বন্ধ করিয়া দিলেন, যাহাতে তাহাদের বিরোধিতা বন্ধ হইয়া যায়। আর যেহেতু আলিমগণ কোন নির্দিষ্ট ইমামের ফকীহ চিন্তাধারা অনুসারী ছিলেন সেইহেতু কাযীগণকেও কোন নির্দিষ্ট ইমামের মযহাব ইখ্‌তিয়ার করিতে হইল। আর কাযীদের কারণে সাধারণ লোকদেরকেও সেই ইমামের মযহাব মত আমল করিতে হইল।

৩. মযহাবের কিতাবাদি রচনা

যে মযহাবের নির্ভরযোগ্য ফিক্‌হ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, সে মযহাব বেশী প্রসার লাভ করিয়াছে। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) আপন ছাত্রদের নিয়া ফিক্‌হ গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করিয়াছেন। তাঁহার অনেক প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন, যাঁহারা স্বয়ং মুজতাহিদ, গ্রন্থকার, কাযী অথবা কাযীর যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন। এইজন্য তাঁহার মযহাব অত্যধিক প্রসার লাভ করিয়াছে।

www.pathagar.com

ইমাম শাফী (রঃ) নিজেই তাঁহার ফিক্‌হ রচনা করিয়াছেন। তাঁহারও অনেক প্রতিভাবান ও নির্ভরযোগ্য ছাত্র ছিলেন, যাঁহারা তাঁহার ফিক্‌হকে ব্যাপকভাবে প্রচার করিয়াছেন। প্রসারের দিক দিয়া হানাফী মযহাবের পরই শাফী মযহাবের স্থান।

ইমাম মালিক (রঃ) আপন ফিক্‌হী চিন্তাধারাকে নিজেই প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার সুযোগ্য ছাত্রগণও তাঁহার ফিক্‌হী মতবাদকে সংকলন করিয়া প্রচার করিয়াছেন। প্রসারের দিক দিয়া শাফী মযহাবের পরই মালিকী মযহাবের স্থান।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ) যদিও নিজে ফিক্‌হ রচনা করেন নাই, কিন্তু তাঁহার সুযোগ্য ছাত্রগণ তাঁহার ফিক্‌হী মতবাদকে সংকলন করিয়া প্রচার করেন। প্রসারের দিক দিয়া মালিকী মযহাবের পরই হাম্বলী মযহাবের স্থান।

মোটকথা ইমাম চতুষ্টয়ের মযহাব যেহেতু সংকলিত ও সম্পাদিত হইয়াছে এবং তাঁহাদের সুযোগ্য ছাত্রগণ উহা প্রচার করিয়াছেন সেইহেতু তাঁহাদের মযহাবের তাকলীদও ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে এবং দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছে। এ ব্যাপারে ইমাম শাফী (রঃ) বলিয়াছেন, "লাইস (রঃ) ইমাম মালিক (রঃ) হইতে বড় ফকীহ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার ছাত্রগণ তাঁহার ফিক্‌হকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে, অর্থাৎ তাঁহার ছাত্রগণ তাঁহার ফিক্‌হ সংকলন করে নাই, তাই তাঁহার মযহাবও জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয় নাই, বরং ধীরে ধীরে দুনিয়া হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।"

ইমাম চতুষ্টয়ের তাকলীদ

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সাহাবা কিরামের পর আপামর মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে দুইটি মযহাবেরই প্রচলন ছিল। ইরাকে আহলে

www.pathagar.com

রায় অর্থাৎ কিয়াস সমর্থিত মযহাব আর হিজাযে আহলে হাদীসের মযহাব। ইরাকীদের ইমাম ছিলেন ইমাম আবু হানিফা (রঃ)। তিনি সর্বপ্রথম ফিক্‌হ রচনা ও সম্পাদনা করেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইবনে খালদুনের মতে ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর মর্যাদা এত উচ্চে ছিল যে সেখানে কেহই পৌঁছিতে পারেন নাই। এই বিষয়েও দক্ষ ব্যক্তিবর্গ বিশেষ করিয়া ইমাম মালিক (রঃ) ও ইমাম শাফী (রঃ) এই সাক্ষ্যই দিয়াছেন।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) তাঁহার মযহাবের ভিত্তি কুরআন, হাদীস এবং ইরাকবাসীদের আমল ও প্রচলিত প্রথার উপর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অতঃপর কিয়াস ও ইস্‌তিহ্‌সান দ্বারাও তিনি কাজ লইয়াছেন। সেই যুগে ইরাক যেহেতু বিভিন্ন সংস্কৃতির মিলনভূমিতে পরিণত হইয়াছিল এবং হানাফী ফিক্‌হ যেহেতু একাধারে কুরআন, সুন্নাহ এবং সাধারণ যুক্তি ও বিচার-বিবেচনার অধিক নিকটবর্তী ছিল তাই সেখানে ইহার খুবই প্রসার লাভ ঘটে। তাছাড়া আব্বাসী খিলাফতের পতনের পর ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের অধিকাংশ বাদশাহই হানাফী মযহাবের ছিলেন। ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর মুকাল্লিদ ইরাক, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রহ্মদেশ, ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, চীন, মা-ওরাইন্‌-নাহার প্রভৃতি অনারব দেশে ছড়াইয়া পড়ে এবং এই সমস্ত অঞ্চলে এখনও তাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। ইরাকের জিহুন নদীর উত্তর পার্শে অবস্থিত তুরান রাজ্য ও তৎসংলগ্ন এলাকাকে ما وراء النهر বলে।

হিজায, ইয়ামন, সিরিয়া, রোম ও মিসরে বরাবরই ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর অনুসারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রহিয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্যের দেশসমূহে এবং স্পেনে হানাফী মযহাবের প্রসার খুব একটা হয় নাই।

মদীনার ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রঃ) হেজাযবাসীদের ইমাম ছিলেম। তিনি হিজাযে প্রচলিত হাদীস এবং মাস্‌আলা ইস্তেনবাতে খুব

www.pathagar.com

দক্ষ ছিলেন। তিনি কুরআন, হিজাযে প্রচলিত হাদীস ও আসার, মদীনাবাসীদের আমাল, কিয়াস এবং ইসতিসলাহকে তাঁহার ফিক্‌হের উৎস বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন।

ইমাম মালিক (রঃ)-এর ফিক্‌হ অত্যন্ত সরল ও সাদাসিধা। ইহা যাযাবর চরিত্রের সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইহাতে মাস্‌আলার শাখা বিন্যাসও খুব বেশী নাই। মদীনাবাসীদের আমল ও প্রচলিত প্রথা দ্বারা যেহেতু অধিকাংশ অত্যাবশ্যকীয় সমস্যার সমাধান করা হইত, সেহেতু তাঁহার মযহাবে কিয়াসের আধিক্য নাই। এই মযহাব মদীনা, হিজায এবং বিশেষ করিয়া পাশ্চাত্য ও স্পেনে প্রচলিত হইয়াছে। ইবনে খালদুনের মতে ইহার কারণ এই যে, সেখানকার লোক বিদ্যার্জনের উদ্দেশ্যে মদীনায় বেশী আসিত এবং ইমাম মালিক (রঃ)-এর নিকট ফিক্‌হ শিক্ষা করিয়া দেশে গিয়া উহা প্রচার করিত। উপরন্তু এই মযহাবে যাযাবরী চরিত্রের প্রাধান্য ছিল, যাহা উল্লিখিত অঞ্চলের অধিবাসীদের চরিত্রের সাথে ছিল খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এইভাবে দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে ফিক্‌হের দুইটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি কূফায় হানাফী ফিক্‌হের কেন্দ্র এবং অন্যটি মদীনায় মালিকী ফিক্‌হের কেন্দ্র। এই কেন্দ্রদ্বয় প্রতিষ্ঠার অর্ধ-শতাব্দী পর ইমাম শাফী (রঃ) উভয় কেন্দ্রের ফিক্‌হ হইতে একটি নূতন ফিক্‌হ উদ্ভাবন করেন। তিনি ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর ছাত্রদের নিকট হইতে হানাফী ফিক্‌হ এবং ইমাম মালিক (রঃ)-এর নিকট হইতে মালিকী ফিক্‌হ শিক্ষা করেন এবং এই উভয় ফিক্‌হকে একত্র করিয়া এমন এক নূতন ফিক্‌হ উদ্ভাবন করেন যাহাতে যথাক্রমে কুরআন, হিজায ও ইরাকবাসীদের বিশুদ্ধতর হাদীস, ইজমা' ও কিয়াস দ্বারা কাজ লওয়া হইয়াছে। মদীনাবাসীদের আমল ও ইস্‌তিহ্‌সান গ্রহণ করা হইতে তিনি বিরত থাকেন। ইমাম শাফী (রঃ)-এর মযহাব তাঁহার সময়ই মিসরে প্রচলিত হয়। হিজায, ইরাক, খোরাসান এবং মা-ওরাইন্‌নাহারেও তাঁহার মযহাব প্রসারিত

www.pathagar.com

হইয়াছে। হানাফী মযহাবের মুকাবিলায় শাফী মযহাবে আলিমের সংখ্যা কম থাকিলেও তাহা বরাবরই হানাফী মযহাবের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে পরিগণিত হইয়াছে।

চতুর্থ মযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ)। তিনি হাদীস শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন। তিনি ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর ছাত্রদের নিকট হানাফী ফিক্‌হ এবং খোদ ইমাম শাফী (রঃ)-এর নিকট শাফী ফিক্‌হ শিক্ষা করেন। ইরাকী ও হিজাযী হাদীসসমূহে তিনি যুগশ্রেষ্ঠ দক্ষ মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি এক নূতন ফিক্‌হী মযহাব প্রবর্তন করেন, যাহার উৎস ছিল কুরআন, যাহেরী হাদীসে রসূল ও আসারে সাহাবা। ইমাম আহমদ (রঃ) মদীনাবাসীদের আমল ও কিয়াস অতি অল্পই কাজে লাগাইয়াছেন। তাঁহার মযহাব খালেস হাদীসের মযহাব ছিল। হাম্বলী মযহাবের মুকাল্লিদ অতি কম। নজদ ও সিরিয়ায় ইহা বেশী প্রচারিত হইয়াছে। হিজায, মিসর এবং ইরাকেও ইহা কিছু কিছু প্রচারিত হইয়াছে।

ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন বলেন, "দুনিয়ায় শুধু এই চার ইমাম— ইমাম আবু হানিফা (রঃ), ইমাম মালিক (রঃ), ইমাম শাফী (রঃ) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ)-এর তাকলীদের প্রচলন হইল। অন্যান্য ইমামের কোন মুকাল্লিদ রহিল না। জনসাধারণ এই ইমামদের বিরোধিতার সকল পথ বন্ধ করিয়া দিল এইজন্য যে, তখন পর্যন্ত ইলমী এস্তিলাহাত অনেক বেশী হইয়া গিয়াছিল যাহার ফলে দরজাই ইজতিহাদ পর্যন্ত পৌঁছা প্রায় দুষ্কর হইয়া পড়ে এবং অনুপযুক্ত লোকেরা নিজেদেরকে ফকীহ বলিয়া দাবী করিবে সেরূপ আশংকাও দেখা দেয়। মুসলিম জনসাধারণ পরিষ্কারভাবে ইজতিহাদের ক্ষেত্রে নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া সকলকে ইমামদের তাকলীদের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া দিল এবং প্রত্যেকেরই তাকলীদ কোন এক ইমামের সাথে নির্দিষ্ট হইয়া গেল। এক ইমামের তাকলীদ করার পর তাঁহাকে ছাড়িয়া সুবিধা মত অন্য ইমামের অনুসরণ করা

www.pathagar.com

অবৈধ বলিয়া বিবেচিত হইল। কেননা অনুরূপ করিলে তাকলীদ খেলার বস্তুতে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং ইহাতে কাহারও তাকলীদ হয় না। কিন্তু উসূলে তাস্‌হী অর্থাৎ বিশুদ্ধকরণের নীতি ও সনদ রেওয়ায়েতের অবিরাম সংযোজনের শর্ত সাব্যস্ত হইল। আজকাল ইহাকেই তাকলীদে ফিক্‌হ বলে। বর্তমানকালে ইজতিহাদের দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সকল আহলে সুন্নাত-আল-জামাত এখন এই চার ইমামের মুকাল্লিদ।"

শাহ অলী উল্লাহ (রঃ) 'আকদুল জাইয়্যেদ' কিতাবে লিখিয়াছেন, "এই চার মযহাব ইখ্‌তিয়ার করার মধ্যে অনেক মুসলিহাত আছে এবং এই গুলির বিরুদ্ধাচরণ করার মধ্যে অনেক বিপদ আছে। কয়েকটি কারণে আমি এই কথা বলিতেছি।"

ইহার পর শাহ সাহেব বিস্তারিতভাবে নিম্নের তিনটি কারণের বর্ণনা করেন :

১. এই কথার উপর 'উম্মতে মুহাম্মদী'-এর ইজমা' হইয়াছে যে, শরীয়তের ইল্‌ম হাসিলের জন্য প্রবীণের আনুগত্য স্বীকার করিতে হইবে। এই মযহাব চতুষ্টয় যেহেতু বিশুদ্ধ সনদ দ্বারা প্রবীণদের কথা হইতে সংকলন করা হইয়াছে সেইহেতু ইহার আনুগত্য অত্যাবশ্যক হইয়া গিয়াছে।

২. হাদীস শরীফে আছে : اتبعوا السواد الاعظم অর্থাৎ বড় দলের অনুগত হও। সকল মযহাব বিলুপ্ত হইয়া এই চার মযহাবই রহিয়াছে। سواد اعظم অর্থাৎ বড় দল এই চার মযহাবের অনুগত। অতএব এই চার মযহাবের তাকলীদ অবশ্য কর্তব্য হইয়াছে।

৩. দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়াছে। আমানত নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কাজেই যাহার মধ্যে ইজতিহাদের শর্তসমূহ আছে কিনা, নিশ্চিতভাবে জানা নাই তাহার অনুগত হইতে কেহ চাহে না এবং এই নিশ্চিতভাবে জানাটাও এখন খুবই কঠিন। এইজন্যই সাব্যস্ত করা হইয়াছে যে, শুধু মাত্র বিখ্যাত মযহাব চতুষ্টয়েরই আনুগত্য করা হইবে।

www.pathagar.com

এখন মযহাব চতুষ্টয়ের সনদ ও অবস্থিতি ক্রমানুসারে বর্ণনা করা হইল :

ইরাকের মাদ্রাসা-ই-কুফী	হিজাযের মাদ্রাসা-ই-মদীনা
রসূলুল্লাহ্ (সঃ)	রসূলুল্লাহ্ (সঃ)
আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ), আলী (রাঃ)	ওমর (রাঃ), ওসমান (রাঃ), আয়শা (রাঃ), যায়েদ বিন সাবিত (রাঃ), ইবনে আব্বাস (রাঃ), ইবনে ওমর (রাঃ)
শরীহ্ (রঃ), আলকুমাহ (রঃ), মাসরুক রঃ), আসওয়াদ (রঃ)	উবায়দুল্লাহ উরওয়াহ (রঃ), কাসিম (রঃ), সাঈদ (রঃ), সুলাইমান (রঃ), খারিজাহ (রঃ)
ইব্রাহীম নখয়ী (রঃ), আমেরুশ্ শা'বী (রঃ)	যুহুরী (রঃ), নাফে' (রঃ), ইবনে কাওয়ান (রঃ), ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ (রঃ), রবিয়াতুর্ রায় (রঃ)
হাম্মাদ বিন আবী সুলাইমান (রঃ)	
(১) আবু হানিফা (রঃ) (ফিক্হে হানাফী)	(২) মালিক বিন আনাস (রঃ) (ফিক্হে মালিকী)
আবু ইউসুফ (রঃ), মুহাম্মদ (রঃ) যুফার (রঃ)	ইবনে ওহাব (রঃ), ইবনে কাসিম (রঃ), আসহাব ইবনে আবদুল হাকীম (রঃ), ইয়াহ্ইয়া ইল্লাইসী (রঃ)
(৩) মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস শাফী (রঃ) (ফিক্হে শাফী)	
আয্ যাফরানী (রঃ), আল কারাবসী (রঃ), আবু সূর (রঃ), আবু উবায়দ (রঃ),	বুয়ুতী (রঃ), মযনী (রঃ) আর রবীউল মুরাদী (রঃ)
ইরাকে	মিসরে
(৪) আহমদ বিন হাম্বল (রঃ) (ফিক্হে হাম্বলী)	
বাগদাদে	

www.pathagar.com

দ্বিতীয় যুগের বৈশিষ্ট্য

দ্বিতীয় যুগ অর্থাৎ তাকলীদ ও পূর্ণতার যুগের ফকীহগণ মুজতাহিদ ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা নিজেদের জন্য ইজতিহাদের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ইজতিহাদের পরিবর্তে তাঁহারা তাঁহাদের ইমামদের মতবাদ ও ফতওয়া প্রচার করিতে লাগিলেন।

প্রথম যুগে অর্থাৎ ফিক্‌হ রচনা ও ইজতিহাদের যুগে মুনাযারা ও বিতর্কের প্রচলন ছিল। ইমাম শাফী (রঃ) এইরূপ অনেক বিতর্কের উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা তাঁহার ও ইরাকের হানাফী ফকীহ মুহাম্মদ ইবনে হাসান (রঃ)-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু সে যুগে পরস্পরের প্রতি কোন বিদ্বেষ ছিল না। বিভিন্ন চিন্তাধারার লোক সত্য উদঘাটনের উদ্দেশ্যে আপোসে মিলিত হইতেন এবং ভাবের আদান-প্রদান করিতেন। প্রত্যেক ফকীহ-ই অন্য ফকীহকে স্বাধীন মতবাদ প্রকাশের অধিকারী বলিয়া মনে করিতেন। কাহারও ভুল ধরিতে বা পর্যালোচনা করিতে হইলে উহা বিতর্কের খাতিরে নয় বরং সত্য প্রকাশের এবং সংশোধনের খাতিরে করা হইত এবং যখনই সত্য প্রকাশ পাইত তখনই রায় সংশোধন বা পরিবর্তন করা হইত।

দ্বিতীয় যুগে অর্থাৎ তাকলীদ ও পূর্ণতার যুগে অবস্থার যখন পরিবর্তন হইয়া গেল তখন লোকজন বিশেষ বিশেষ নীতি ও চিন্তাধারার অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল। ভিন্ন মতাবলম্বীকে বিবাদী মনে করা হইতে লাগিল। অবস্থা সাধারণত এই ছিল যে, বিবাদী অর্থাৎ ভিন্ন মতাবলম্বীকে সত্যই দুশমন ও সত্যের পরিপন্থী মনে করিয়া তাহাকে পরাজিত করার চেষ্টা করা হইতে লাগিল। নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও শক্তি দ্বারা বিরুদ্ধবাদীকে দমন এবং আপন মযহাবের যথার্থতা ও প্রাধান্য প্রমাণ করার চেষ্টা চলিল। এই বাতাস বিশেষ মহল হইতে প্রবাহিত হইয়া সাধারণের মধ্যেও সংক্রমিত হইল। এই যুগের বিতর্কসমূহ সত্য প্রকাশের জন্য নয় বরং নিজ

www.pathagar.com

নিজ মযহাবের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা এবং অপরকে জব্দ করার জন্য ছিল। এইরূপ বিতর্ক বা মুনাযারা অনেক হইয়াছে। তাহা বিশেষ করিয়া ইরাক এবং খোরাসানের যেখানেই হানাফী ও শাফী ফকীহগণ একত্র হইতেন সেখানেই মুনাযারার মজলিস বসিয়া যাইত। এই সকব মজলিস সাধারণতঃ উযীর কিংবা আমীর-ওমরাহদের উপস্থিতিতেই হইত। এই সকল মজলিসে উভয় পক্ষের বড় বড় আলিমগণ শরীক হইতেন। এই যুগে মুনাযারার আইন-কানুন ও রীতি-নীতি নির্ধারিত হইয়া যায় এবং উহার উপর গ্রন্থাদি রচিত হয়।

এই যুগে ইজতিহাদ বা স্বাধীন মত প্রকাশ যদিও প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল এবং সাধারণ লোক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সকলেই প্রথম যুগের ইমামদের মুকাল্লিদ হইয়া গিয়াছিলেন, তথাপি এই যুগের ফকীহদের মধ্যে এমন কিছু বিশেষত্ব ছিল যাহা তাহাদিগকে পরবর্তী যুগের ফকীহদের চেয়ে উচ্চস্তরে রাখিয়াছিল। নিম্নে এই ধরণের কয়েকটি বিশেষত্বের উল্লেখ করা হইল।

১. সম্পাদনার যুগের মযহাবের ইমামগণ শরীয়তের এমন অনেক আহকাম বা নির্দেশাবলী ইস্তিন্‌বাত করিয়াছেন যেগুলির علت ও مناط অর্থাৎ কারণ ও উদ্দেশ্য তাঁহারা বর্ণনা করেন নাই। এই যুগে এমন কিছু ফকীহর আবির্ভাব হয় যাঁহারা তাঁহাদের ইমামগণের সেই সমুদয় আহকামের কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এই ফকীহগণকে আয়িম্মা-ই-তাখরীজ বলা হয়। تخريج مناط এর অর্থ শরীয়তের হুকুমের কারণ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা-পর্যালোচনা করিয়া উহা নির্ণয় করা।

হানাফী মযহাবের ফকীহগণের 'তখরীজে মনাত'-এর সাথে বেশী সম্পর্ক ছিল। কেননা তাঁহারা তাঁহাদের ইমাম হইতে শরীয়তের অনেক হুকুম রেওয়ায়েত করিয়াছেন যেগুলির কারণ ও উদ্দেশ্য উহ্য ছিল। এই জন্য ইস্তিন্‌বাতকৃত আহকামে তাঁহাদের ইমামগণ যে সকল নীতি ইখ্‌তিয়ার করিয়াছিলেন, সেই সকল নীতি-বর্ণনার ব্যাপারে তাঁহারা

www.pathagar.com

ইজতিহাদ করিতেন। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে علات ও مناط এর বর্ণনায় তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ হইত। হুকুমের কারণ ও উদ্দেশ্য নির্ণয় করার পর সেই আলোকে তাঁহারা মাসআলাসমূহকে শাখা-প্রশাখায় বিন্যস্তও করিতেন, যে সম্বন্ধে তাঁহাদের ইমামগণের কোন ব্যাখ্যা ছিল না। তবে এক্ষেত্রে শর্ত এই ছিল যে, যে সকল হুকুমের ইল্লত ইমামগণ বর্ণনা করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে তাঁহাদের পুর্ণ জ্ঞান থাকিতে হইবে। এই সকল আলিমগণকে 'মুজতাহিদ ফীল মাসায়েল' বলা হয়।

হানাফী ফকীহগণ এই নীতি অর্থাৎ 'তাখরীজ-ই-মনাত' দ্বারা উসূলে ফিক্‌হের এমন অনেক আইন-কানুন প্রণয়ন করিয়াছেন যাহা মযহাবের প্রবর্তক ইমামগণ করিয়া যান নাই। শুধু ইমামদের মাসআলা ইস্তিন্‌বাতের বর্ণনা হইতেই তাঁহারা হুকুমের উদ্দেশ্য ও কারণ সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ করিয়াছেন।

শাফী ফকীহগণ কিন্তু 'তাখরীজে মনাত' দ্বারা নীতি সংশোধনের কাজ করেন নাই। কেননা ইমাম শাফী (রঃ) নিজেই তাঁহার উসূলে ফিক্‌হ সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। মালিকী ও হাম্বলী মযহাবের আলেমদেরও ঠিক একই অবস্থা, যেহেতু তাঁহারা মুনাযারা ও বাদ-প্রতিবাদ হইতে সর্বদা দুরে থকিতেন।

২. মযহাবের প্রবর্তক ইমাম ও তাঁহাদের ছাত্রদের বিভিন্নমুখী রায়-সমূহের মধ্যে প্রাধান্য দেওয়ার মত যোগ্যতাসম্পন্ন কিছু আলিমও দ্বিতীয় যুগে ছিলেন। তাঁহাদিগকে 'আসহাবে তারজীহ' বলা হয়।

৩. 'মুজতাহিদ ফীল মাসায়েল', 'আসহাবে তাখরীজ, ও 'আসহাবে তারজীহ' ফকীহগণ ব্যতীত অন্য প্রকারের এমন আলিমও দ্বিতীয় যুগে ছিলেন যাঁহারা এজমালান ও তাফসীলান অর্থাৎ মোটামুটিভাবে ও বিস্তারিতভাবে নিজ নিজ মযহাবের তায়ীদ বা সহায়তা করিয়াছেন। এজমালান তায়ীদ-এর অর্থ, তাঁহার নিজ মযহাবের ইমামের উচ্চ শিক্ষা, গভীর জ্ঞান, পরহেজগারী, আল্লাহ্‌ভীরুতা, সত্যবাদিতা, ইজতিহাদের

www.pathagar.com

দক্ষতা, মাসআলা বাহির করার নিপুণতা, কুরআন ও সুন্নাহর আনুগত্য ইত্যাদি খুব জোরে-শোরে প্রচার করিয়াছেন, আর তাফ্‌সীলান তায়ীদের অর্থ, তাহারা নিজ ইমামের মযহাবের ও মাসআলার তায়ীদে পুস্তক লিখিয়াছেন, মুনাযার করিয়াছেন এবং উহার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালাইয়াছেন।

দ্বিতীয় যুগের ফকীহগণ

দ্বিতীয় যুগের অর্থাৎ তাকলীদ ও পূর্ণতার যুগের ফকীহগণকে তাঁহাদের ইমামদের মযহাবের পরিপূর্ণকারী মনে করা হয়। এই যুগের ফকীহগণ তাঁহাদের মযহাবের প্রবর্তক ইমাম ও তাঁহাদের ছাত্রদের অর্থাৎ 'মুজতাহিদ ফীদ্দীন' ও 'মুজতাহিদ ফীল মযহাব' ফকীহগণের বিভিন্নমুখী রেওয়ায়েতসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন, একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দিয়াছেন, আহকামের কারণ ও ইল্লত প্রকাশ করিয়াছেন, আহকামের উদ্দেশ্য বাহির করিয়াছেন, যে সকল মাসআলায় ইমামগণের বিশ্লেষণ ছিল না সেগুলির ব্যাখ্যা ও শাখা-প্রশাখায় বিশ্লেষণ করিয়াছেন ও ফতওয়া দিয়াছেন এবং নিজদের ইমামদের মযহাবের সহায়তা ও প্রচার করিয়াছেন।

দ্বিতীয় যুগের হানাফী ফকীহগণ

১. আবুল হাসান ওবায়েদ উল্লাহ ইবনে হাসান আল-কারখী (রঃ)। তিনি ইরাকের নেতৃস্থানীয় হানাফী ফকীহ ছিলেন। ফকীহদের ক্রমিক শ্রেণীবিভাগে তিনি 'মুজতাহিদ ফীল মাসায়েল'-এর শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। ২৬০ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩৪০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি মুখতাসারে শরহে জামে' কবীর, জামে' সগীর, উসূলে কারখী ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

www.pathagar.com

২. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ আল মুক্বরী আল হাকিমুশ্‌ শহীদ (রঃ)। তিনি হোবাইলের ইমাম এবং খুব উচ্চস্তরের ফকীহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। যাট হাজার হাদীস তাঁহার মুখস্থ ছিল। তিনি 'কাফী' কিতাব লিখিয়াছেন। ইহাতে ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-এর 'যাহেরুর রেওয়ায়েত' কিতাবসমূহের সমস্ত মাসআলা একত্র করা হইয়াছে। তাঁহারই ছাত্র হাকিম (রঃ) 'মুস্‌তাদ্‌রাক' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ৩৪৪ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৩. আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল বলখী আল হিন্দুয়ানী (রঃ)। তিনি বলখের ইমাম ছিলেন। তাঁহার লকব ছিল আবু হানীফা সগীর। তিনি ৩৬৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৪. আবু বকর আহমদ ইবনে আলী আর রাযী আল জাচ্চাস (রঃ)। তিনি ইমাম আবুল হাসান উবায়েদ উল্লাহ আল কারখী (রঃ)-এর ছাত্র ছিলেন। তিনি 'শরহে মুখতাসারে কারখী', 'শরহে মুখতাসারে তাহাবী', 'শরহে জামে' মুহাম্মদ', 'রেসালা-ই-উসূলে ফিক্‌হ', 'কিতাবু আদাবিল কুযাত' ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি ৩৭০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৫. আবু বকর আহমদ ইবনে আলী আর রাযী (রঃ)। ফুকাহার স্তরবিন্যাসে তিনি আসহাবে তাখরীজ ফকীহদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি 'আহকামে কুরআন', 'শরহে জামেয়ীন', 'আদাবুল কুযাত' ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ৩৭০ হিজরীতে তাঁহার ইন্তেকাল হয়।

৬. ইমামুল হুদা আবুল লাইস নসর ইবনে মুহাম্মদ সমরকন্দী (রঃ)। তিনি হিন্দুয়ানী (রঃ)-এর ছাত্র ছিলেন। তিনি 'নাওয়াযেলুল উয়ুন ওয়াল

www.pathagar.com

ফাতাওয়া', 'খাযানাতুল ফিক্‌হ', 'বুসতানু শরহে জামে' সগীর' ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ৩৭৩ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৭. আবু আবদুল্লাহ ইউসুফ ইবনে মুহাম্মদ জুরজানী (রঃ)। তিনি কারখী (রঃ)-এর ছাত্র ছিলেন। তিনি 'শরহে যিয়াদাত', 'শরহে জামে' কবীর' 'শরহে মুখতাসারে কারখী' ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'খাযানাতুল আকমাল'-এ হাকিমের 'কাফী' 'জামে' কবীর', জামে'-সগীর', 'যিয়াদাত, 'মুজাররাদ', 'মুখতাসারে কারখী', 'শরহে তাহাবী', 'উয়ুনুল মাসায়েল' ইত্যাদি গ্রন্থের মাসআলাসমূহকে অতি সুন্দরভাবে ক্রমানুসারে সংকলন করিয়াছেন। তিনি ৩৯৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৮. ইমাম আবুল হাসান ইবনে আহমদ ইবনে জা'ফর বাগদাদী ওরফে কুদুরী (রঃ)। তিনি ৩৬২ হিজরীতে বাগদাদের অন্তর্গত কুদুর নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। উপরন্তু কুদুর অর্থ হাঁড়ি-পাতিল। তিনি হাঁড়ি-পাতিলের ব্যবসাও করিতেন। তাই তিনি 'কুদুরী' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ফিক্‌হের সর্বাধিক বিখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য কিতাব 'মুখতাসারে কুদুরী' তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে যে, তাঁহার পরবর্তী ফকীহগণ শুধু 'কিতাব' শব্দ দ্বারা ইহাকে বুঝাইয়া থাকেন। তাঁহার পরবর্তী হানাফী মযহাবের কোন কিতাবে যদি বলা হয় যে, কিতাবে আছে বা মুসান্নিফ বলিয়াছেন তবে কিতাব অর্থ কুদুরী আর মুসান্নিফ অর্থ কুদুরীর মুসান্নিফ বুঝিতে হয়। তিনি ফকীহদের ক্রমিক শ্রেণীবিভাগে 'আসহাবে তাখরীজ ও আসহাবে তরজীহ'-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন; তন্মধ্যে 'তাজরীদ', 'তাকরীর প্রথম', 'তাকরীর দ্বিতীয়' ও 'মুখতাসারে কারখী'-এর শরাহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'কিতাবুত্ তাজরীদে' তিনি ঐ সকল

www.pathagar.com

মাসআলা সন্নিবেশিত করিয়াছেন, যেগুলিতে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ও ইমাম শাফী (রঃ)-এর মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। তিনি খুব উচ্চস্তরের মুনাযির ছিলেন। শাফী মযহাবের শেখ আবু হামিদ আসফারাইী (রঃ)-এর সাথে তাঁহার প্রায়ই মুনাযারা হইত। তিনি ৪২৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৯. আবু যায়েদ ওবায়েদ উল্লাহ ইবনে ওমর দুবুসী সমরকন্দী (রঃ)। তিনি বিখ্যাত মুনাযির ছিলেন। সমরকন্দ ও বুখারার শীর্ষস্থানীয় শাফী ফকীহদের সাথে তাঁহার প্রায় মুনাযারা হইত। তিনি 'নযমুল ফাতাওয়া', 'তাকবীমুল আদিল্লাহ', 'কিতাবুল আসরার' 'তাসিমুন নযর' ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ৪৩০ হিজরীতে তাঁহার ইন্তেকাল হয়।

১০. আবু আবদুল্লাহ আল হুসাইন ইবনে আলী আল যমীরী (রঃ)। তিনি উচ্চস্তরের হানাফী ফকীহদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁহার রচনা পদ্ধতি ছিল খুবই সুন্দর। ৪৩৬ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

১১. আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন আল বুখারী খাহেরযাদাহ (রঃ)। তিনি মা-ওরাইন্ নাহারের ফকীহ ছিলেন। তিনি 'মুখতাসার', 'তাজনীস', 'মাবসুত' ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ৪৩৩ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

১২. শামসুল আয়িম্যা আবদুল আযীদ ইবনে আহমদ হালুয়ানী আল বুখারী (রঃ)। তিনি বুখারার ইমাম ছিলেন। তিনি 'মাবসুত' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ৪৪৮ হিজরীতে তাঁহার ইন্তেকাল হয়।

১৩. শামসুল আয়িম্যা মুহাম্মদ ইবনে আহমদ সারাখসী (রঃ)। তিনি হালুয়ানী (রঃ)-এর ছাত্র ছিলেন। ফুকাহাদের তবকায় তিনি 'মুজতাহিদ

www.pathagar.com

ফীল মাসায়েল'-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁহার যুগের ফকীহদের ইমাম বিশিষ্ট মুনাযির ও আইনজ্ঞ ছিলেন। তুর্কীস্থানের বাদশাহ্‌র সাথে ধর্মীয় কোন ব্যাপারে তাঁহার মতানৈক্য হইলে বাদশাহ তাঁহাকে কয়েদ করেন। ঐ অবস্থায় তিনি পনর বৎসর ছিলেন। তিনি এত মেধাবী ও ধীশক্তি সম্পন্ন ছিলেন যে, বন্দী অবস্থায় কোন কিতাব না দেখিয়াই তিনি হাকিমের 'কাফী' কিতাবের শরাহ মাবসূতের মত প্রকাণ্ড কিতাব লিখিয়াছেন। তিনি কয়েদখানা হইতে বলিতেন আর ছাত্রগণ কয়েদখানার বাহিরে বসিয়া তাহা লিখিতেন। এই কিতাব তিন খণ্ডে মিসর হইতে ছাপা হইয়াছে। ইহা একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। উসূলে ফিক্‌হ সম্পর্কেও তিনি কিতাব লিখিয়াছেন। ইহা ছাড়া 'সিয়ারে কবীর' ও 'মুখতাসারে তাহাবী'র শরাহও তিনি লিখিয়াছেন। পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে তিনি ইন্তেকাল করেন।

১৪. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আলী দামগানী (রঃ)। তিনি ৪০০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হোমাইরী (রঃ) ও কুদূরী (রঃ)-এর ছাত্র ছিলেন এবং ইরাকের হানাফী ফকীহদের নেতা ও বাগদাদের কাযী ছিলেন। শাফী মযহাবের শেখ আবু ইসহাক সিরাজী (রঃ)-এর সাথে তাঁহার প্রায়ই মুনাযারা হইত। ৪৭৮ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

১৫. আলী ইবনে মুহাম্মদ বয়দাবী (রঃ)। তিনি উসূলে ফিক্‌হের বহুল প্রচলিত এবং বিখ্যাত গ্রন্থাদি লিখিয়াছেন। ইহা ছাড়া তিনি 'মাবসূত', 'গেনাউল ফাতাওয়া', 'শরহে জামে' কবীর' ও 'জামে' সগীর'ও লিখিয়াছেন। ৪৮২ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

১৬. শামসুল আয়িম্মা বকর ইবনে মুহাম্মদ যরনজী (রঃ)। তিনি ৪২৭ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হালুয়ানী (রঃ)-এর ছাত্র,

www.pathagar.com

মযহাবী মাসআলাসমূহের হাফিয ও ফিক্‌হের ইমাম ছিলেন। ৪৭৪ হিজরীতে তাঁহার ইন্তেকাল হয়।

১৭. আবূ ইসহাক ইব্রাহীম ইবনে ইসমাইল সাফ্‌ফার (রঃ)। তিনি আল্লামা কাযীখান (রঃ)-এর উস্তাদ, সূফী ও ফকীহ ছিলেন। ৫৩৪ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

১৮. আসবীজাবী আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল (রঃ)। শেখুল ইসলাম তাঁহার উপাধি ছিল। বিখ্যাত 'হেদায়া' কিতাবের প্রণেতা তাঁহার ছাত্র ছিলেন। তিনি 'মুখতাসারে তাহাবী' ও 'শরহে মাবসূত' প্রণয়ন করিয়াছেন। ৫৩৫ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

১৯. সদরে শহীদ আবূ মুহাম্মদ হুস্‌সাম উদ্দীন ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ)। তিনি বিখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। ৫৩৬ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

২০. মুফতী-ই-সাকালাইন নজমুদ্দীন আবূ হাফ্‌স ওমর ইবনে মুহাম্মদ নসফী (রঃ)। তিনি অভিজ্ঞ ফকীহ, ভাষাতত্ত্ববিদ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি ৫৩৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

২১. যহীর উদ্দীন আবদুর রশীদ ইবনে আবী হানিফা ইবনে আবদুর রাজ্জাক আল ওয়ালজী (রঃ)। তিনি 'ফাতাওয়া-ই-ওয়ালজিয়া'র গ্রন্থকার ছিলেন। ৫৪০ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

২২. তাহের ইবনে আহমদ ইবনে আবদুর রশীদ বুখারী (রঃ)। তিনি 'মুজতাহিদ ফীল মাসায়েল' ছিলেন এবং 'খুলাসাতুল ফাতাওয়া', 'খাজানাতুর রেওয়ায়াত' ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ৫৪০ হিজরীতে তাঁহার ইন্তেকাল হয়।

www.pathagar.com

২৩. শামসুল আয়িম্যা কুরুরী আবদুল গফুর ইবনে লোকমান (রঃ)। তিনি 'জামে'আইন' ও 'যিয়াদাত'-এর শরাহ লিখিয়াছেন। তিনি ৫৪২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

২৪. শামসুল আয়িম্যা ইমাদুদ্দীন ইবনে শামসুল আয়িম্যা বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী যরনগরী (রঃ)। তিনি খুব উচ্চস্তরের ফকীহ ছিলেন। তাঁহার লকব 'নু'মান সানী' ছিল। ৫৮৪ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

২৫. আবু বকর ইবনে মাসউদ ইবনে আহমদ কাসানী (রঃ)। তিনি শেখ আলাউদ্দীন সমরকন্দী (রঃ) কর্তৃক প্রণীত 'তুহফাতুল্ ফুকাহা' নামক গ্রন্থের এক অতি উত্তম শরাহ লিখিয়াছেন যাহার নাম 'আল্ বদা'য়েউস্ সানায়েউ'। ইহা খুব নির্ভরযোগ্য কিতাব। তিনি ৫৮৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

২৬. ফখর উদ্দীন হাসান ইবনে মানসুর আবুল মুফাখের আল্ আওযাজনদী ফারগানী ওরফে কাযীখান (রঃ)। তিনি একজন উচ্চস্তরের ইমাম এবং মুজতাহিদ ফীল মাসায়েল ফকীহ ছিলেন। 'ফাতাওয়া', 'ওয়াকেয়াত', 'আমালী ওয়া মুহাসের' ইত্যাদি কিতাব এবং 'যিয়াদাত', 'জামে সগীর', 'আদাবুল কুযাত' ও খাস্ সাফ (রঃ)-এর গ্রন্থাবলীর শরাহ লিখিয়াছেন। ৫৯২ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করিয়াছেন।

২৭. বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে আবী বকর ইবনে আবদুল জলীল ফারগানী মুরগেনীয়ানী (রঃ)। তিনি সর্বাধিক প্রচলিত ও সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য ফিক্হের কিতাব 'হিদায়া' লিখিয়াছেন। সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ইহা শরীয়তের Code হিসাবে স্বীকৃত।

www.pathagar.com

সুদীর্ঘ তের বৎসর ই'তিকাফে থাকিয়া তিনি অনেক কিতাব প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি ফকীহদের ইমাম এবং ফকীহদের 'আসহাবে তাখরীজ' ও 'মুজতাহিদ ফীল মাসায়েল' তবকার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি 'কিতাবুল মুনতাকা, 'নশরুল মাযাহেব, 'আত্‌ তাজনীস ওয়াল মুরীদ, 'মুখতারাতিত্‌ তাওয়াযিল, 'কিতাবুল ফরায়েয, 'কিফায়াতুল মুনতাহা, ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ৫৯৩ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

২৮. মাহমুদ ইবনে সদরুস সাঈদ তাজউদ্দীন আহমদ ইবনে সদরে কবীর (রঃ)। তিনি মুজতাহিদ ফীল মাসায়েল ছিলেন এবং 'মুহীত, 'যখীরাহ, 'তাম্মাতুল্‌ ফাতাওয়া, 'তাজরীদ ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

২৯. নাসির উদ্দীন আবুল ফতহে খারেযেমী (রঃ)। তিনি ফকীহ, সাহিত্যিক এবং 'আল মাগ্‌রিবু লুগাতি ফিক্‌হে'-র প্রণেতা। ৬১০ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৩০. যহীর উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ বুখারী (রঃ)। তিনি ফাতায়া-ই-যহিরিয়াহ প্রণয়ন করিয়াছেন। ৬১৯ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৩১. মাজদ্‌ উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মাহমুদ আল্‌ এসতারুশতী (রঃ)। তিনি 'ফসুলে এস্‌তারুস্‌তী' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি ৬৩২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৩২. শামসুল আয়িম্মা মুহাম্মদ ইবনে আবদুস সাত্তার কুরুরী (রঃ)। তিনি বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন। ৬৪২ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

৩৩. রিযা উদ্দীন হাসান ইবনে মুহাম্মদ সুনআলী লাহরী (রঃ)। তিনি জামে উল উলুম ফকীহ, মুহাদ্দিস ও ভাষাবিদ ছিলেন। 'মাশারিকুল আনওয়ার', 'শরহে বুখারী', 'মাজমাআল্ বাহারাইন', 'যুবতাতুল মানাসেখ' ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ৬৫০ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

দ্বিতীয় যুগের মালিকী ফকীহগণ

১. মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে লুবাবাহ উন্দোলুসী (রঃ)। তিনি তাঁহার সমকালীন ফকীহগণের মধ্যে মালিকী মযহাবের সর্বাপেক্ষা বড় হাফিয ছিলেন। মাসআলার প্যাঁচ, শর্তাদি ও কারণসমূহে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। তিনি 'মুনতাখাবাহ', 'কিতাবুল ওসায়েক' ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ৩৩৬ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

২. বকর ইবনিল্ উ'লা আল্ কুশাইরী (রঃ)। তিনি 'কিতাবুল্ আহকাম', 'কিতাবুর্ রদ্দ আলাল মযনী', 'কিতাবুল্ উসূল', 'কিতাবুল কিয়াস' ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন এবং ৩৪৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৩. আবু ইসহাক মুহাম্মদ ইবনে কাসেম ইবনে শো'বান আল-আনাসী (রঃ)। তিনি মিসরের মালিকী ফকীহদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং মালিকী মযহাবের হাফিয ছিলেন। 'গায়ায়েবে মালিক'-এ তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। তিনি কিতাবুয্ যাহী-ই-শো'বানী প্রণয়ন করিয়াছেন। ৩৫৫ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৪. মুহাম্মদ ইবনে হারেস ইবনে আসাদ আল খুশনী (রঃ)। তিনি স্পেনের মালিকী ফকীহদের নেতা ছিলেন এবং ইমাম মালিক (রঃ)-এর

www.pathagar.com

মযহাবের 'ইখতিলাফ এবং ইত্তেফাক'-এর উপর গ্রন্থ রচনা ছাড়াও 'কিতাবুল ফাতাওয়া' নামে ফিক্‌হী গ্রন্থ রচনা করেন। ৩২১ হিজরীতে তাঁহার ইন্তেকাল হয়।

৫. আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল মুয়ী'তী উন্দোলুসী (রঃ)। তিনি মালিকী ফিক্‌হের হাফিয ছিলেন এবং স্পেনের আমীরের নির্দেশে আবু আমর আশবীলী (রঃ)-এর সাথে মালিকী ফিক্‌হের বিখ্যাত কিতাব 'আল ইসতিয়াব' একশত খণ্ডে সমাপ্ত করেন। ৩৬৭ হিজরীতে তাঁহার ইন্তেকাল হয়।

৬. ইউসুফ ইবনে ওমর ইবনে আবদুল বরশীখ উন্দোলুসী (রঃ)। তিনি ফকীহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। 'কিতাবুল ইসতেদরাক বি-মযহাবি উলামাইল আম্‌সার ফীমা তাযাম্মানাহুল মুআত্তা মিনাল আসার' এবং 'কিতাবুল কাফী ফীল ফিক্‌হ' ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন এবং ৩৮০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৭. আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আবী যায়েদ আবদুর রহমান নকরী আল করওয়ানী (রঃ)। তিনি তাঁহার যুগে মালিকী ফিক্‌হের ইমাম ছিলেন। ইমাম মালিক (রঃ)-এর উক্তিসমূহের সংকলন ও ব্যাখ্যা তিনিই করিয়াছেন। 'মালিকে সগীর' তাঁহার লকব ছিল। তিনি 'নাওয়াদের, 'যিয়াদাত আলাল মুদাওয়্যানাহ, 'মুখতাসারুল মুদাওয়্যানাহ, 'তাহযীবুল আত্তয়ী'য়াহ, 'কিতাবুর রিসালাহ' ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন। ৩৮৬ হিজরীতে তাঁহার ইন্তেকাল হয়।

৮. আবু সাঈদ খলফ ইবনে আবীল কাসিম আযদী ওরফে বরাদায়ী (রঃ)। তিনি 'কিতাবুত তাহযীব ফী ইখতিসারিল মুদাওয়্যানাহ,

www.pathagar.com

'কিতাবুত তামহীদ লে মাসায়িলিল মুদাওয়্যানাহ, 'যিয়াদাত, 'কিতাবু ইখতেসারিল ওয়াদিহাহ ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন।

৯. আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আবহুরী (রঃ)। তিনি বাগদাদের মালিকী ফকীহদের নেতা ছিলেন। ইবনে আবদুল হাকীম (রঃ)-এর মুখতাসারে কবীর ও মুখতাসারে সগীর এর শরাহ লিখা ছাড়াও তিনি রদ্দু আলাল মযনী, কিতাবুল উসূল, কিতাবুল ইজমা'-ই-আহলে মদীনা, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি বাগদাদের 'জামে' মনসুর নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা ও ফতওয়া দানের কাজে সুদীর্ঘ ষাট বৎসর পর্যন্ত নিয়োজিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে ইরাকে মালিকী মযহাব দুর্বল হইয়া পড়ে। ৫৯৫ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

১০. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ওরফে ইবনে আবী যমীন আল বীরী (রঃ)। তিনি 'আল মাগরিব ফী ইখ্‌তিসারিল মুদাওয়্যানাহ, 'কিতাবুল মুনতাখাব ফীল আহকাম, 'কিতাবুল মুহায্‌যাব' ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ৩৯৯ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

১১. আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে খলফ আল মুআফেরী ওরফে ইবনুল কাবেসী (রঃ)। তিনি ফিক্‌হ, হাদীস ও ইলমে উসূলে দক্ষ ছিলেন এবং 'কিতাবুল মুমাহ্‌হাদ ফীল ফিক্‌হ, 'আহকামুদ্‌ দিয়ানাত, 'কিতাবুল মুলাখ্‌খাসিল মুআত্তা, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ৪০৩ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

১২. কাযী আবদুল ওহাব ইবনে নসর বাগদাদী মালিকী (রঃ)। তিনি মুনাযির ও সুবক্তা ছিলেন। তিনি প্রথম বাগদাদে ছিলেন। তৎপর মিসরে চলিয়া যান এবং 'কিতাবুন্‌ নসর লে মযহাবে ইমামি দারিল

www.pathagar.com

হিজরত, 'কিতাবু মাউ'নাহ, 'কিতাবুল আদিল্লাহ্, শরহে মুদাওয়্যানাহ্' ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ৪২২ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

১৩. আবুল কাসেম আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ হাদরামী ওরফে লবীদী (রঃ)। তিনি আফ্রিকার বিখ্যাত ফকীহগণের অন্যতম ছিলেন।

১৪. আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইউনুস সাইকালী (রঃ)। তিনি বিখ্যাত ফকীহ ও ইলমে ফরায়েযে দক্ষ ছিলেন এবং 'জামে মুদাওয়্যানাহ, ও 'কিতাবুল ফরায়েয, প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি সর্বদা জিহাদে শরীক থাকিতেন। ৪৫১ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

১৫. আবুল ওলীদ সুলাইমান ইবনে খলফুল বাজী (রঃ)। তিনি স্পেনে হাদীস ও ফিক্‌হ অধ্যয়ন করেন। তৎপর পূর্বাঞ্চলে আসেন। তিনি 'কিতাবুল ইস্তেব্‌কার ফী শরহিল মুআত্তা, 'কিতাবুল মুনতাকা, 'কিতাবুস সিরাজ, 'কিতাবু মাসায়েলিল খেলাফ, 'কিতাবুল মুহায্যাব ফী ইখতিসারিল মুদাওয়্যানাহ, 'শরহে মুদাওয়্যানাহ, 'কিতাবু আহকামিল ফসূল ফী আহকামিল উসূল' ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং ৪৯৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

১৬. আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মাদুর্ রবী' ওরফে লখমী কিরওয়ানী (রঃ)। তিনি তা'লীকুল মুদাওয়্যানাহ্ ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ৪৯৮ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

১৭. আবুল ওলীদ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ বিন রুশদ কর্দোভী (রঃ)। তিনি স্পেন ও পাশ্চাত্যে মালিকী ফকীহগণের ইমাম এবং একজন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন লিখক ছিলেন। তিনি কিতাবুল বয়ান ওয়াত তাহসীল

www.pathagar.com

লিমানিল মুসতাখরিজাহ মিনাত তাওজীহ ওয়াত তা'লীল', 'কিতাবুল মুকাদ্দিমাত লি আওয়াইলে কুতুবিল মুদাওয়্যিনাহ' ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন এবং ৫২০ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

১৮. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে ওমর তাইমীমী-ইল-মারুযী-ইস্-সাকালাইন (রঃ)। তিনি আফ্রিকা ও পাশ্চাত্যের মালিকী ফকীহদের ইমাম ছিলেন। তিনি 'শরহে মুসলিম', 'শরহে কিতাবুত তালকীন', 'শরহে বোরহান', 'মাহসুল মিন বুরহানিল উসুল' ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং ৫৩৬ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

১৯. আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ওরফে ইবনে আরবী আল মুআ'ফেরী-ইল-আশবীলী (রঃ)। তিনি 'কিতাবু আহকামিল কুরআন', 'কিতাবুল মাসালেক ফী শরহিল মুআত্তা', 'কিতাবুল মাহসূল ফীল উসূল' ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন এবং তিনি ৫৫৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

২০. কাযী আবুল ফযল আইয়াস ইবনে মূসা ইবনে আইয়াসিল ইয়াহসীবী বস্তী (রঃ)। তিনি হাদীস ও তাফসীরের ইমাম এবং ফিক্হ ও উসূলে দক্ষ ছিলেন। তিনি 'তাকরীবুল মাসালেক লিমা'রিফাতি আলামি মযহাবি মালিক', 'আকমাল শরহে মুসলিম', 'কিতাবুশ্ শিফা', 'মাশারিফীল আনওয়ার ফীল গরবী' ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং ৫৪১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

২১. ইসমাইল ইবনে মক্কী-ইল-আওফী (রঃ)। তিনি 'শরহে তাহযীব ওরফে আওফিয়াহ' ও 'আদ্ দিবাজ ফীল ফিক্হে' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ৫৮১ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

২২. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে রুশদ ওরফে হুফাইদান (রঃ)। তিনি যুক্তিবাদী ফকীহ ছিলেন। শরীয়তের কোন হুকুম যতক্ষণ পর্যন্ত যুক্তি মাফিক না হইত ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি উহা মানিতেন না। তিনি স্পেনের বড় ফকীহ ও বিজ্ঞ দার্শনিক ছিলেন। তিনি 'খোলাসা-ই-উস্‌লে মুস্তাস্‌ফা' প্রণয়ন করেন। তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'হেদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া-নিহাইয়াতুল মুকতাসিদ'। ইহাতে তিনি মযহাব চতুষ্টয়ের মতভেদের কারণসমূহ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ৫৯৫ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

২৩. আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে নজম ইবনে শাস জুযামী আস সূরী (রঃ)। তিনি 'জাওয়াহিরুস্‌ সামিনিয়াহ ফী মযহাবে আ'লিমিল মদীনা' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং ৬১০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

২৪. জামালুদ্দীন আবী আমর ওসমান ইবনে ওমর ইবনে আবী বকর কুর্দী ওরফে ইবনে হাজেব (রঃ)। তিনি 'আল-মুখতাসার' ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং ৬৪৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

দ্বিতীয় যুগের শাফী ফকীহগণ

দ্বিতীয় যুগে অর্থাৎ তাকলীদ ও পূর্ণতার যুগে শাফী মযহাবের যে সকল শীর্ষস্থানীয় ফকীহ শাফী মযহাবের প্রসার ও প্রচার করিয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশই ইরাক, খোরাসান ও মা ওরা-ইন্‌-নাহারের অধিবাসী ছিলেন। নিম্নে তাঁহাদের মধ্যে সমধিক বিখ্যাত কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হইল।

১. আবু ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম ইবনে আহমদ মরুযী (রঃ)। তিনি তাঁহার কালে ইরাকের শাফী মযহাবের ইমাম ছিলেন। তিনি 'শরহে মযনী' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং ৩৪০ হিজরীতে মিসরে ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

২. আবু আহমদ মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ ইবনে আবীল কাবী খাওয়ারেজমী (রঃ)। তিনি 'কিতাবুল হাবী' ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং ৩৪০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৩. আবু বকর আহমদ ইবনে ইসহাক আস্-সান্‌যী' নিশাপুরী (রঃ)। তিনি 'কিতাবুল আহকাম' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং ৩৪২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৪. আবু আলী হুসাইন ইবনে হুসাইন ওরফে আবী হুরাইরাহ (রঃ)। তিনি 'শরহে মুখতাসার' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং ৩৪৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৫. কাযী আবু সায়েব ওতবাহ ইবনে ওবায়দুল্লাহ ইবনে মূসা (রঃ)। তিনি বাগদাদের শাফী মযহাবের প্রথম প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তিনি ৩৫০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৬. কাযী আবু হামিদ আহমদ ইবনে বাশার মরুযী (রঃ)। তিনি 'জামে' ও 'শরহে মুখতাসারে মযনী' প্রণয়ন করিয়াছেন। ৩৬২ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৭. মুহম্মদ ইবনে ইসমাইল ওরফে কিফালী কবীর শাশী (রঃ)। তিনি মা-ওরা-ইন্-নাহারের শাফী ফকীহদের ইমাম ছিলেন। তিনি সেখানে শাফী মযহাব সর্বাধিক প্রচার করেন। তিনি' রেসালা-ই-উসূল' প্রণয়ন করেন এবং ৩৬৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৮. আবু সোহাইল মুহাম্মদ ইবনে সুলাইমান সুলুকী (রঃ)। তিনি মরুযী (রঃ)-এর ছাত্র এবং নিশাপুরের ফকীহ ছিলেন। ৩৬৯ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

৯. আবুল কাসিম আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ দারেকী (রঃ)। তিনি মুহাক্কিক ফকীহ ছিলেন এবং ৩৭৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

১০. আবুল কাসিম আবদুল ওয়াহেদ ইবনে হুসাইন আল-যমীরী (রঃ)। তিনি 'আল-আফ্‌সাহ', 'কিতাবুল কিফায়াহ', 'কিতাবুল কিয়াস ও ই'লাল', কিতাবু আদাবুল মুফতী ওয়াল মুস্‌তাফ্‌তী', 'কিতাবুশ্‌ শরূত' ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন এবং ৩৮৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

১১. আবু আলী হাসাইন ইবনে শুআ'ইব সানজী (রঃ)। তিনি খোরাসানের ফকীহ ছিলেন। তিনি 'শরহে মুখতাসার', 'তাল্‌খীস্‌ ইবনিল্‌ কাস', 'ফরু' ইব্‌নিল হাদ্দাদ প্রভৃতি' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং ৪০৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

১২. আবু হামিদ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আসফারাইনী (রঃ)। তিনি ইরাকের মালিকী ফকীহদের ইমাম শেখ যমীরী হানফী (রঃ)-এর সমসাময়িক ফকীহ ছিলেন। ৪০৮ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

১৩. আবুল হাসান আহমদ ইবনে মুহাম্মদ যবী ওরফে ইবনিল মুহামেলী (রঃ)। 'মাজমু', 'মুকান্না', 'লুবাব' ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ৪১৫ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

১৪. আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ওরফে কেফালে সগীর (রঃ)। তিনি খোরাসানের শাফী ফকীহদের ইমাম ছিলেন। ৪১৭ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

১৫. আবু ইসহাক ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মদ আসফারাইী (রঃ)। তিনি 'রেসালা-ই-উসুল' প্রণয়ন করেন এবং ৪১৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

১৬. আবু তাইয়্যেব তাহের ইবনে আবদুল্লাহ তাবারী (রঃ)। তিনি বাগদাদের শাফী ফকীহদের ইমাম ছিলেন এবং মুনাযারা ও বিতর্কের উপর বেশ কিছু গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তিনি হানাফী মযহাবের ফকীহ আবুল হাসান কুদুরী (রঃ) এবং তানেফানী (রঃ)-এর সাথে অনেকবার মুনাযারা করিয়াছেন। তিনি মুখতাসারে মযনী-এর শরাহ লিখিয়াছেন। ৪৫০ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

১৭. আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ মাদরবী (রঃ)। তিনি 'আল-আহাকামুস্ সুলতানিয়াহ', 'হাবী-উল-ইফ্তা' ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ৪৫০ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

১৮. আবু আসেম মুহাম্মদ ইবনে আহমদ হারবী ইবাদী (রঃ)। তিনি 'যিয়াদাত', 'মাব্সুত', 'হাদী, 'আদাবুল কুযাত' ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ৪৫৮ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

১৯. আবুল কাসেম আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ফুরানী আল মরুযী (রঃ)। তিনি 'ইবানাহ' ও অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ৪৬১ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

২০. আবু আবদুল্লাহ কাযী হুসাইন মরুযী (রঃ)। ইমামুল্ হারামাইন তাঁহার ছাত্র ছিলেন। তিনি ৪৬২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

২১. আবু ইসহাক ইব্রাহীম ইবনে আলী ফিরোযাবাদী শিরাযী (রঃ)। তিনি 'আত্ তানবীহ ওয়ান্ নুক্কাত ফীল ফিক্হে', 'লুমা' ওয়া তাব্সিরাহ ফীল উসূল', 'মুলাখ্খাস ওয়া মাউ'নাহ ফীল জিদাল' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি খুব বাগ্মী ও সত্যসন্ধিৎসু তর্কবাগীশ ছিলেন। ফিক্হ মাসায়েলের তাখরীজে-মনান ও ইল্লত অর্থাৎ ফিক্হী মাসায়েলের উদ্দেশ্য

www.pathagar.com

ও কারণ বিশ্লেষণে তিনি ইবনে সরীজ (রঃ)-এর স্থলাভিষিক্ত হন। হানাফী মযহাবের আবু আবদুল্লাহ আদ্‌ দামগানী (রঃ)-এর সাথে তাঁহার প্রায় মুনাযারা হইত। তিনি ৪৭৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

২২. আবু নসর আবদুস্‌ সাইয়্যিদ ইবনে মুহাম্মদ ওরফে ইবনে সাব্বাগ (রঃ)। তিনি 'শামেলে কামেল', 'উমদাতুল আলম', 'আত্‌ তরীকুস্‌-সালেম', 'কেফায়াতুল্‌ মাসায়েল', 'ফাতাওয়া' ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি বাগদাদের নিযামিয়া মাদ্রাসার মুদার্‌রিস ছিলেন। ৪৭৭ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

২৩. আবু সাআ'দ আবদুর রহমান ইবনে মামুন মুতাওয়াল্লী (রঃ)। তিনি নিযামিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপক ছিলেন এবং 'তাতিম্মা ওয়া রিসালাই ফরায়েয' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ৪৮৭ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

২৪. আবুল মুআ'লী আবদুল মালিক ইবনে আবদুল্লাহ জুবীনী ইমা-মুল হারামাইন (রঃ)। তিনি আপন পিতার নিকট ফিক্‌হ শিক্ষা করেন। তিনি মক্কা ও মদীনায় চার বৎসর ছিলেন। সেখানেই 'ইমামুল হারামাইন' লকব পাইয়াছেন। অতঃপর তিনি নিশাপুর ফিরিয়া যান। নিযামুল মুলক তুসী তাঁহার সহযোগিতায় নিশাপুরে নিযামিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচ্যে তিনিই শাফী মযহাবের ইমাম হন। তিনি 'নেহায়াহ', 'বুরহান ফীল উসূল', 'মুগীসুল খলক ফী তরজীহ-ইল-মাসায়েল' ও অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করেন এবং ৪৭৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

২৫. হুজ্জাতুল ইসলাম আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ গাযযালী (রঃ)। তিনি ৪৫০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইমামুল হারামাইন (রঃ)-এর নিকট ফিক্‌হ শিক্ষা করেন। মযহাব,

www.pathagar.com

মুনাযারা, ইলমে উসূল, ইলমে কালাম, ইলমে মান্তেক ইত্যাদি সকল শাস্ত্রেই তিনি দক্ষ ছিলেন। ইমামুল হারামাইন (রঃ)-এর পর তিনি নিশাপুরের নিযামিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে ফিক্‌হতে 'বসীত', 'ওসীত' ও 'হাইয়্যাযে খুলাসাহ', উসূলে ফিক্‌হতে 'মুস্‌তাস্‌ফা', 'মান্‌হুল', 'হেদায়াতুল্‌ হেদায়া' আর মুনাযারাতে 'মাখুজ', 'শিফাউল্‌ গালীল ফী মাসায়েলিত্‌ তা'লীল' ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তাঁহার 'ইহ্‌ইয়া উলুমুদ্দীন' এবং 'কিমিয়া-ই-সাআ'দাত' খুব বিখ্যাত গ্রন্থ। তিনি অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। ৫০৫ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

২৬. আবু ইসহাক ইব্রাহীম ইবনে মানসুর ইবনে মুসলিম ইরাকী (রঃ)। তিনি মিসরের ফকীহ ছিলেন এবং ৫৯৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

২৭. আবু সাআ'দ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হেবাতুল্লাহ্‌ ওরফে ইবনে আবী আসরূন আত্‌ তামীমী আল-মওসুলী (রঃ)। তিনি দামেশকের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। 'সাফওয়াতুল্‌ মযহাব আলা নিহায়াতুল মতলব', 'কিতাবুল্‌ ইন্তেসার', 'মুরশেদুয্‌ যরিয়াহ ফী মা'রিফাতি শরীআ'তিত তাইসীর', 'কিতাবুল্‌ ইর্‌শাদ ফী নুস্‌রাতিল মযহাব' ইত্যাদি তাঁহার রচিত গ্রন্থ।

২৮. আবুল কাসেম আবদুল করীম ইবনে মুহাম্মদ কায্‌বীনী আর্‌ রাফী' (রঃ)। তিনি 'আশ্‌শরহিল্‌ কবীর লিল ওজীযিল্‌ মওসূম বিল আযীয', 'শরহিল্‌ ওজীযিয়াহ' ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ৬২৩ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

২৯. মহউদ্দীন আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে শরফ ইবনে মরী আন নববী (রঃ)। তিনি ৬৩১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিখ্যাত

www.pathagar.com

সূফী ও দরবেশ ছিলেন। শাফী ফকীহদের মধ্যে তিনি আসহাবে তরজীহ-এর দরজায় ছিলেন। তিনি 'আর্‌রওযাহ', 'আল্‌মিনহায' ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং ৬৭৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

দ্বিতীয় যুগের হাম্বলী ফকীহগণ

হাম্বলী ফিক্‌হের মুকাল্লিদ যেহেতু তুলনামূলকভাবে কম তাই এই মযহাবের বেশী ফকীহের নাম পাওয়া যায় না। যাঁহাদের নাম পাওয়া যায় তাঁহারা ফকীহের চেয়ে মুহাদ্দিসের মধ্যেই অধিক গণ্য। এখানে দুইজন হাম্বলী ফকীহের নামের উল্লেখ করা হইল।

১. শেখুল ইসলাম হাফিয আবু ইসমাইল আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ হারবী আল আনসারী (রঃ)। তিনি ৩৯৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুহাদ্দিস ও সূফী ছিলেন এবং কিতাবুল ফারুক, কিতাবু যুম্মুল কালাম ওল উহিল্লাহ, কিতাবু মানাযেলুস্‌সায়েরীন ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ৪৮১ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

২. হাফিয শামসুদ্দীন আবুল ফরহা আবদুর রহমান ইবনে আলী ওরফে ইবনে জাওযী আল বাগদাদী (রঃ)। এই বিখ্যাত মুহাদ্দিস 'মওযুয়াত', 'সিফাতুস্‌সফুত', 'তালবীসু ইবলীস', 'আখবারুল্‌ আখইয়ার' এবং 'মিনহাজুস্‌ সাদেকীন' ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং ৫৯৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

তৃতীয় দাওর বা যুগ : তাকলীদের যুগ

তৃতীয় যুগ অর্থাৎ তাকলীদের যুগ হিজরী সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে শুরু হইয়া আজ পর্যন্ত চলিতেছে। এই যুগে ইজতিহাদ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মাসআলার ব্যাখ্যা এবং অনুশীলনেরও এখন খুব বেশী প্রয়োজন হয় না। কেননা প্রথম ও দ্বিতীয় যুগের ফকীহগণ এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ফিক্‌হ শাস্ত্র বা ইসলামী আইন শাস্ত্র তৈরী করিয়া গিয়াছেন—যাহাতে মানবজীবনের প্রত্যেকটি সমস্যারই সমাধান রহিয়াছে। আমাদের চোখে সমস্যা যত নূতন বলিয়াই দৃষ্ট হউক না কেন, সমস্ত সমস্যারই সমাধান প্রথম ওদ্বিতীয় যুগের কিতাবসমূহে রহিয়াছে। হয়ত সেই বিশেষ সমস্যারই উল্লেখ রহিয়াছে নতুবা সেই সমস্যার সমাধানের মূলনীতির উল্লেখ রহিয়াছে। সেই যুগের কিতাবসমূহে এমন বহু সমস্যারও সমাধান রহিয়াছে, যাহা উদ্ভব হইতে পারে কিন্তু বাস্তবে এখনও হয় নাই। সেইসব কিতাবে এত খুঁটিনাটি সমস্যার সমাধান রহিয়াছে যাহা এখনও অলীক কল্পনা বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু কালের বিবর্তনে হয়ত কোন কালে সেই সব সমস্যারও উদ্ভব হইবে। তখন সেগুলির সমাধান আদিযুগের ফিক্‌হ গ্রন্থেই পাওয়া যাইবে, নূতন ইজতিহাদের প্রয়োজন হইবে না। অতএব এখন ইজতিহাদ করার অর্থ জ্ঞাত জিনিসকে জানার জন্য অযথা চেষ্টা করিয়া সময় ও শক্তির অপচয় করা। হাঁ, যদি এমন কোন সমস্যার উদ্ভব হয় যাহার সমাধানের উল্লেখ সেই যুগের ফিক্‌হেতে নাই বা উহার মূলনীতিরও উল্লেখ নাই, তবে অবশ্যই ইজতিহাদ করিতে হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে ইজতিহাদের দ্বার চিরকালই খোলা আছে এবং থাকিবেও। তবে তাহা মযহাব চতুষ্টয়ের নির্ধারিত

www.pathagar.com

নীতির মাধ্যমে করিতে হইবে। ইহাতে কাহারও মতভেদ নাই। ইসলাম চির প্রগতির ধর্ম যাহা সর্বযুগে সর্বাবস্থায় সর্বাঞ্চলে সকল সমস্যার সমাধানে কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য হইবে।

তৃতীয় যুগে মাত্র কয়েকজন বিশিষ্ট আলিমই দরজায়ে ইজতিহাদে পৌঁছিয়াছেন। তাঁহারাও আবার ছিলেন যুগের প্রথমার্ধে। যেমন হানাফী মযহাবে কামাল ইবনে হাম্মাম (রঃ), যীলয়ী (রঃ), ইবনে কামাল পাশা (রঃ) প্রমুখ; মালিকী মযহাবে ইবনে দাকীকুল ঈ'দ (রঃ) (মৃত্যু ৭০২ হিঃ) প্রমুখ; শাফী মযহাবে ই'য্‌যু ইবনে আবদুস সালাম (রঃ) (মৃত্যু ৬৬০ হিঃ), ইবনে শবকী (রঃ) (মৃত্যু ৭৭১ হিঃ), সীয়ুতী (রঃ) (মৃত্যু ৯১১ হিঃ) প্রমুখ এবং হাম্বলী মযহাবে ইবনে তাইমীমাহ (রঃ) (মৃত্যু ৭২৮ হিঃ), ইবনুল কাইয়্যিম (রঃ) (মৃত্যু ৭৫১ হিঃ) প্রমুখ। যাঁহারা মযহাব চতুষ্টয়ের শ্রেষ্ঠ আলিম ছিলেন তাঁহারাও কিন্তু সেই মযহাবসমূহের পূর্ববর্তী ইমামগণের চেয়ে উচ্চস্তরের ছিলেন না। পূর্ববর্তীদের মুকাবিলায় তাঁহাদের কথা গ্রহণ করা হইত না। অতএব তাঁহাদিগকেও সাধারণত পূর্ববর্তীগণের সমাধানই মানিতে হইত।

কিন্তু এই যুগের দ্বিতীয়ার্ধ অর্থাৎ হিজরী দশম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গেল। নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে পরিবর্তন আসিয়া গেল এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রচার হইয়া গেল যে, কোন ফকীহের স্বাধীন মতবাদ প্রকাশের যোগ্যতা নাই। কেননা স্বাধীন মত প্রকাশের দিন অতীত হইয়া গিয়াছে। অতএব বাধ্য হইয়া সকলকে পূর্ববর্তীগণের কিতাবসমূহের উপর নির্ভর করিতে হইল। তৃতীয় যুগেও ফিক্‌হের বহু কিতাব রচিত হইয়াছে। এইগুলি প্রথম ও দ্বিতীয় যুগের কিতাবসমূহের টীকা, ব্যাখ্যা ও সংক্ষিপ্ত আকার ছাড়া কিছু নয়। এই সমস্ত কিতাবের উপরই এখন মযহাব চতুষ্টয়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও জনসাধারণকে নির্ভর করিতে হইতেছে।

www.pathagar.com

মোটকথা প্রথম যুগ সম্পাদনা ও নীতি নির্ধারণের যুগ ছিল। তখন আলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ইজতিহাদ ও স্বাধীন মতবাদের প্রচলন ছিল অতি ব্যাপক। তাকলীদ শুধু সাধারণ লোকের মধ্যে ছিল। এমন কি উচ্চস্তরের ছাত্রদের মধ্যে তাকলীদের নাম-গন্ধও ছিল না। শুধু সম্পর্কের নির্দেশ ছিল। দ্বিতীয় যুগের আলেমদের মধ্যে যদিও তাকলীদের কিছু ইংগিত পাওয়া যায় কিন্তু ইজতিহাদের দক্ষতা অর্জন করিতে পারিলেই তাঁহারাও আর তাকলীদের বেশী ধার ধারিতেন না। তবে মযহাবের নীতির মাধ্যমে ইজতিহাদ করিতেন। এইজন্য তাঁহাদিগকে 'মুজতাহিদ ফীল মাসায়েল' বলা হয়। তৃতীয় যুগে কিন্তু সকলেই মুকাল্লিদ। স্বাধীন মতবাদ ও ইজতিহাদ এখন প্রায় বিলীন হইয়া গিয়াছে।

তব্‌কা-ই-ফুকাহা বা ফকীহদের ক্রমিক শ্রেণীবিভাগ

ফকীহগণকে সাতটি ক্রমিক স্তর বা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। ইহাকে 'তব্‌কা-ই-ফুকাহা' বলে। তব্‌কার সাথে দাওর বা যুগের কোন সম্পর্ক নাই। প্রথম যুগেও শেষ বা সপ্তম তব্‌কার ফকীহ হইতে পারেন, আবার শেষ যুগেও প্রথম তব্‌কার ফকীহ হইতে পারেন। যোগ্যতার ভিত্তিতেই তব্‌কায় বিভক্ত করা হয়। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে সাতটি তব্‌কা বা ক্রমিক স্তরের বর্ণনা অতি সংক্ষেপে করা হইল।

১. প্রথম তব্‌কা বা স্তর মুজতাহিদ ফীদ্‌ দীন।

তাঁহারাই সর্বোচ্চ স্তরের ফুকাহা। তাঁহারা স্বাধীনভাবে ইজতিহাদ করিয়াছেন। কাহারও কোন নির্ধারিত নীতির শৃঙ্খলে তাঁহারা আবদ্ধ ছিলেন না। তাঁহারা কুরআন ও হাদীসকে সামনে রাখিয়া ইজতিহাদ করিয়াছেন এবং প্রয়োজন মাফিক কুরআন ও হাদীস হইতে ইজতিহাদের নীতি নির্ধারণ করিয়াছেন। অন্যান্য ফকীহগণ তাঁহাদের নির্ধারিত নীতি অনুসরণ করিয়া ইজতিহাদ করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে

www.pathagar.com

মুজতাহিদে মুতলাকও বলা হয়। ইমাম চতুষ্টয়—ইমাম আবু হানিফা (রঃ), ইমাম মালিক (রঃ), ইমাম শাফী (রঃ), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ), ইমাম আওযায়ী (রঃ), ইমাম তাবারী (রঃ), ইমাম যাহেরী (রঃ), ইমাম লাইস (রঃ) প্রমুখ এই তব্‌কার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

২. দ্বিতীয় তব্‌কা মুজতাহিদ ফীল মযহাব।

তাঁহারাও মুজতাহিদে মুতলাক বা মযহাবের প্রবর্তক ইমামদের ন্যায় ইজতিহাদে পূর্ণ দক্ষ ছিলেন। তাঁহারা অবশ্য মযহাবের প্রবর্তক ইমামদের নির্ধারিত নীতি অনুসরণ করিয়া ইজতিহাদ করিতেন, তবে রায় দানে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। সেখানে তাঁহাদের তাকলীদের অস্তিত্ব ছিল না। শুধু যোগাযোগের সম্পর্ক ছিল, অর্থাৎ মুজতাহিদ ফীল মযহাব তব্‌কার ফকীহগণ ইজতিহাদে মযহাবের ইমামদের নীতি অনুসরণ করিতেন এবং স্বাধীন মতবাদ পোষণ করিতেন। অতএব মাসআলার বিশ্লেষণে ও ব্যাখ্যায় তাঁহারা অনেক ক্ষেত্রে মযহাবের প্রবর্তক ইমামদের সাথে মতভেদ করিলেও মাসআলা ইসতিনবাতের নীতিতে তাঁহারা একমত ছিলেন। যেমন হানাফী মযহাবে ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ), ইমাম যুফার (রঃ), ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) ও তাঁহাদের সমসাময়িক ফকীহগণ।

৩. তৃতীয় তব্‌কা মুজতাহিদ ফীল মাসায়েল।

মুজতাহিদ ফীদ্‌দীন ইমামগণ কর্তৃক ইস্তিনবাতকৃত আহ্‌কামে ইমামগণ যে সকল নীতি ইখ্‌তিয়ার করিয়াছিলেন, সেই সকল নীতি বর্ণনার ব্যাপারে যাঁহারা ইজতিহাদ করিতেন এবং সেই আলোকে মাসআলাসমূহকে শাখা-প্রশাখায় বিন্যস্ত করিতেন তাঁহাদিগকে মুজতাহিদ ফীল মাসায়েল বলা হইত। তাঁহারা ইমামগণের নীতি বর্ণনার ব্যাপারে ইজতিহাদ করিতেন। কিন্তু কোন বিশেষ মাসআলায় বা বিশেষ কোন ক্ষেত্রে ইমামগণ যদি কোন নীতি-নির্দেশ না দিয়া থাকিতেন, তবে

www.pathagar.com

সেখানে তাঁহারা স্বাধীনভাবে প্রত্যক্ষ ইজতিহাদ করিতেন। ইমাম আবু বকর খাস্‌সাফ (রঃ), ইমাম তাহাবী (রঃ), ইমাম আবুল হাসান কারখী (রঃ), ইমাম শামসুল আইম্মা সারাখসী (রঃ), শামসুল আইম্মা হালুয়ায়ী (রঃ), ইমাম ফখর উদ্দীন কাযী খান (রঃ) ও তাঁহাদের সমকক্ষ ফকীহগণ এই তব্‌কার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

৪. চতুর্থ তব্‌কা আসহাবে তাখরীজ।

মযহাবের প্রবর্তক ইমামগণ শরীয়তের এমন কোন মাসআলা বা নির্দেশ ইস্তিনবাত করিয়াছেন যাহার علت و مناط অর্থাৎ কারণ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া যান নাই। দ্বিতীয় যুগে এমন কিছু আলিম ছিলেন যাঁহারা তাঁহাদের ইমামগণের সেই সমুদয় আহকামের আলোচনা-পর্যালোচনা করিয়া উহাদের علت و مناط অর্থাৎ কারণ ও উদ্দেশ্য تخريج তাখরীজ (বাহির) করিয়াছেন। এই আলিমগণকেই আইম্মা-ই-তাখরীজ বা আসহাবে তাখরীজ বলে। এই ফকীহগণ তাঁহাদের মযহাবের ইমামের নির্ধারিত নীতিসমূহে পূর্ণ দক্ষ ছিলেন। তাঁহারা মৌলিক ও সংক্ষিপ্ত উক্তির ব্যাখ্যা ও উহার উপমা দিয়া বিস্তারিত বর্ণনা দানে সক্ষম ছিলেন এবং উক্ত নীতি প্রয়োগ করিয়া যুক্তি দ্বারা মাসআলা রচনা করার দক্ষতাও তাঁহাদের ছিল। যেমন হানাফী মযহাবে আবু বকর জাস্‌সাস রাযী (রঃ), আবুল হাসান কুদুরী (রঃ) ও তাঁহাদের সমকক্ষ অন্যান্য ফকীহগণ।

৫. পঞ্চম তব্‌কা আসহাবে তারজীহ।

এই তব্‌কার ফকীহগণ রেওয়ায়েত, দেরায়েত, বর্ণনা, যুক্তি ও কিয়াস দ্বারা এক হুকুমকে অন্য হুকুমের উপর বা এক রেওয়ায়েতকে অন্য রেওয়ায়েতের উপর তরজী অর্থাৎ প্রাধান্য দিতে পারিতেন। সাহেবে হেদায়া বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান আলী ফারগনানী মুরগেনীয়ানী (রঃ), আসবীজাবী (রঃ) ও অন্যান্যগণ এই তবকার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

www.pathagar.com

৬. ষষ্ঠ তব্‌কা আসহাবে তমীয।

এই তব্‌কার ফকীহগণ উত্তম, মধ্যম, অধম, প্রকাশ্য মযহাব, প্রকাশ্য রেওয়ায়েত ও বিরল রেওয়ায়েতসমূহের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করিতে পারিতেন। সাহেবে কাঞ্জে-দাকায়েক, সাহেবে বেকায়া, সাহেবে মুখ-তাসার, সাহেবে মাজমা ও তাঁহাদের সমকক্ষগণ এই তব্‌কার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের কিতাবে শুধু ঐ সমস্ত মাসআলা ও মতবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যাহা পূর্ববর্তী ফকীহগণ সঠিক বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কোন মাসআলাকে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষমতা ও দক্ষতা তাঁহাদের ছিল না।

৭. সপ্তম তব্‌কার আলিমগণের কোন মাসআলার মধ্যে পার্থক্য করার মত দক্ষতা নাই। ভাল-মন্দের ভেদাভেদ করার মত যোগ্যতাও তাঁহা-দের নাই। তাঁহারা শুধু মাসআলা শিক্ষা করেন। ফতওয়া দেওয়া তাঁহাদের জন্য জায়েয নহে। তাঁহারা শুধু ইতিহাসের ন্যায় মাস-আলার বর্ণনা করিতে পারিবেন।

প্রকাশ থাকে যে, হানাফী ফকীহদের মধ্যে এইরূপ একটি পরিভাষার প্রচলন হইয়া আসিতেছে, যে তাঁহারা ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর ফিক্‌হ সম্পাদনা কমিটির সদস্যগণকে ও তাঁহাদের সমসাময়িক অন্যান্য ফুকাহাকে মুতাকাদ্দিমীন অর্থাৎ পূর্ববর্তীগণ বলিয়া আখ্যায়িত করেন এবং তাঁহারা হইতেছেন—ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ), ইমাম যুফার (রঃ), ইমাম মুহাম্মদ (রঃ), ইমাম দাউদ তায়ী (রঃ), ইমাম আসাদ ইবনে ওমর (রঃ), ইমাম ইউসুফ ইবনে খালিদ (রঃ), ইমাম ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আবু যায়েদ (রঃ) ও তাঁহাদের সমসাময়িক ফকীহগণ। তৎপরবর্তীগণকে মুতাআখখিরীন অর্থাৎ পরবর্তীগণ বলিয়া আখ্যায়িত করা হয়। ইহা আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।

www.pathagar.com

১. আকাবীরে মুতাআখখিরীন।

২. মুতাআখখিরীন।

ইমাম আবু বকর খাস্‌সাফ (রঃ), কারখী (রঃ), হালুয়ায়ী (রঃ), সারাখসী (রঃ), তাহাবী (রঃ), কাযীখান (রঃ) ও তাঁহাদের সমসাময়িক ফকীহগণ আকাবিরে মুতাআখ্‌খিরীন এবং তৎপরবর্তী সকলেই মুতাআখখিরীন শ্রেণীভুক্ত।

তৃতীয় যুগের ফকীহ

নিম্নে তৃতীয় যুগের অর্থাৎ তাকলীদের যুগের কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় হানাফী ফকীহ সম্পর্কে আলোচনা করা গেল।

১. তাজুশ শরীআত মাহমুদ ইবনে সদরুশ্‌ শরীআহ আউয়াল মাহবুবী আল বুখারী (রঃ)। শরহে হেদায়া ও বিখ্যাত মতনের কিতাব বেকায়াতুর্‌ রেওয়াইয়াহ্‌ তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন। বেকায়াতুর্‌ রেওয়াইয়াহ্‌ বিখ্যাত মতন চতুষ্টয়ের একটি মতনের কিতাব। গ্রন্থকার আপন পৌত্র সদরুশ্‌ শরীআহ্‌ সানী (রঃ)-এর জন্য হেদায়া হইতে নির্বাচন করিয়া এই কিতাব লিখিয়াছেন। তিনি ৬৭৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

২. যাহেদী আবুর্‌ রেজা মুখতার ইবনে মাহমুদ গযনবী হানাফী (রঃ)। তিনি কানিয়াহ ও কুদুরীর শরাহ মুজতাবা লিখিয়াছেন। তিনি ৬৭৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৩. আবুল ফতহে আবদুর রহীম ইবনে আবু বকর আবদুল জলীল মুরগীনানী সমরকন্দী (রঃ)। তিনি ফসুলে ইমাদিয়াহ ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

www.pathagar.com

৪. আবুল ফযল মাজদুদ্দীন আবদুল্লাহ ইবনে মাহমুদ ইবনে মওদুদ আল মওসুলী (রঃ)। তিনি আল মুখ্‌তার ও শরহে ইখ্‌তিয়ার গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি ৬৮৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৫. আল নসফী মুহাম্মদ ইবনে আবুল ফযল (রঃ)। তিনি আকায়েদ, মানযুমাহ ফিকাহ ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ৬৮৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৬. ইবনে সাআ'নী মুযাফফর উদ্দীন আহমদ ইবনে আলী ইবনে সু'লাব বাগদাদী (রঃ)। তিনি মতনে মাজমা'ল বাহারাইন ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ৬৯৪ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৭. আন্ নসফী আবুল বারাকাত হাফিয উদ্দীন আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ (রঃ)। ফিক্‌হের বিখ্যাত মতনের কিতাব 'কাঞ্জে-দাকায়েক', 'উসূলে ফিক্‌হের' 'মিনার' এবং তাফসীরের 'মাদারেকুত্ তান্‌যীল' তাঁহার প্রণীত বিখ্যাত কিতাব। 'কাঞ্জে-দাকায়েক' মাদ্রাসার পাঠ্য তালিকাভুক্ত আছে। তিনি ৭১০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৮. সুগতাকী হুস্‌সামুদ্দীন হাসান ইবনে আলী (রঃ)। তিনি প্রসিদ্ধ ফকীহ ছিলেন। হেদায়ার শরাহ নেহায়া তাঁহার প্রণীত বিখ্যাত গ্রন্থ। ৭১০ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৯. হযরত নিযাম উদ্দীন আওলিয়া সুলতানুল মাশায়েখ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আলী বুখারী বদায়ুনী দেহলবী (রঃ)। তিনি একাধারে সূফী, ফকীহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। ৭২৫ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

১০. আল যীলয়ী' আবু মুহাম্মদ ফখরুদ্দীন ওসমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ (রঃ)। তিনি 'কাঞ্জে-দাকায়েক'-এর শরাহ 'তাবাইয়্যিনুল হাকায়েক' প্রণয়ন করিয়াছেন। ৭৪৩ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

১১. সদরুশ্ শরীয়াহ সানী উবায়েদ উল্লাহ ইবনে মাসউদ ইবনে তাজুশ্ শরীয়াহ মাহমুদ ইবনে সদরুশ্ শরীয়াহ আউয়াল (রঃ)। 'শরহে বেকায়া', 'তানকীহুল উসূল', 'তাওযীহ', 'তানকীহ', 'নেকায়া' ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। 'শরহে বেকায়া' ও 'তাওযীহ্' মাদ্রাসার পাঠ্য কিতাব। তিনি ৭৪৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

১২. কাযী আবু হানিফা সিন্ধী (রঃ)। তিনি বহকারের কাযী ছিলেন।

১৩. আবু হানিফা ইত্কানী আমীরে কাতেব ইবনে আমীর গাযী কাওয়ামুদ্দীন (রঃ)। তিনি হেদায়ার শরাহ 'গাইয়াতুল্ বয়ান', 'শরহে হুস্সামী' ও অন্যান্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ৭৫৮ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

১৪. তরসুসী কাযী-উল-কুযাত নজমুদ্দীন ইব্রাহীম ইবনে আলী (রঃ)। তিনি 'ফাতাওয়া-ই-তরসুসী', 'আন্ফাউল ওসায়েল' ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি ৭৫৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

১৫. শেখ আবদুল ওয়াহেদ ইবনে দামেস্কী (রঃ)। তিনি 'মানযুমাহ ইবনে ওহ্ইয়ান' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি ৭৬৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

১৬. হযরত শেখ আহমদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া মুনীরী বিহারী শেখুল ইসলাম শরফুদ্দীন (রঃ)। তিনি ৬৬১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি

www.pathagar.com

মুহাদ্দিস, সূফী ও উচ্চস্তরের ফকীহ ছিলেন এবং দরজায়ে ইজতিহাদ পর্যন্ত পৌছিয়াছিলেন। ৭৭২ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

১৭. শেখ ইসহাক মাগরেবী (রঃ)। তিনি সূফী ও ফকীহ ছিলেন। ৭৭৬ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

১৮. শেখ ইমাম উদ্দীন ফকীহ দেহলবী (রঃ)। তিনি ৭৮০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

১৯. আলাম ইবনে আলাউ আন্দরফানী (রঃ)। তাতারখানের আমীরের নির্দেশে তিনি 'ফতুয়া-ই-তাতারখানিয়া' প্রণয়ন করেন। ইহাই বাংলা-পাক-ভারতের প্রথম ফিক্‌হের কিতাব। তিনি ৭৮৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

২০. শেখ ওমর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আউস সানামী (রঃ)। তিনি 'নেসাবে ইহ্‌তিসাব' প্রণয়ন করিয়াছেন।

২১. শেখ আবুল ফতহে রুকন ইবনে হুস্‌সাম নাগুরী (রঃ)। তিনি 'ফাতাওয়া-ই-হাম্মাদিয়া' প্রণয়ন করিয়াছেন।

২২. বাবর্‌তী আকমাল উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মাহমুদ ইবনে আহমদ (রঃ)। তিনি 'হেদায়ার শরাহ ইনায়াহ', 'শরহে সেরাজিয়াহ্', 'শরহে উসূলে বয়দাবী', 'শরহে মুখতারে-ইবনে-হাজেব' ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি ৭৮৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

২৩. হযরত সাইয়্যেদ বাহাউদ্দীন নক্‌শবন্দী (রঃ)। তিনি সূফী ও ফকীহ ছিলেন। ৭৯১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

২৪. শেখ ইসমাইল ইবনে মুহাম্মদ মুলতানী (রঃ)। তিনি ফকীহ ছিলেন ও ৭৯৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

২৫. হযরত শেখ রুকনউদ্দীন যরাদী (রঃ)। তিনি বিখ্যাত ফকীহ ও সিরাজ বাঙ্গালীর উস্তাদ ছিলেন।

২৬. মাওলানা ইফতেখার উদ্দীন গিলানী দেহলবী (রঃ)। তিনি বিখ্যাত ফকীহ ও নাসিরউদ্দীন সিরাজ দেহলবীর উস্তাদ ছিলেন।

২৭. আবু বকর ইবনে আলী হাদ্দাদী (রঃ)। তিনি 'জাওহারুন্ নাইয়্যারাহ' ও 'সিরাজুল ওহ্হাজ' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ৮০০ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

২৮. সাইয়্যেদ শরীফ আলী ইবনে মুহাম্মদ জুরজানী (রঃ)। তিনি 'শরহে হেদায়া' ও 'শরহে বেকায়াহ শরীফিয়াহ' প্রণয়ন করিয়াছেন। ৮১৬ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

২৯. কুরুরী মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে শিহাব (রঃ)। তিনি 'ফাতাওয়া-ই-বযাযিয়াহ ওরফে ওখীরা কুরুরী' প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি ৮২৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৩০. কারী বদাইয়াহ সিরাজ উদ্দীন ওমর ইবনে আলী (রঃ)। তিনি 'ফাতাওয়া ও তা'লীকাতে হেদায়া'-র প্রণেতা। ৮২৯ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৩১. কাযী শিহাবুদ্দীন দৌলতাবাদী (রঃ)। তিনি 'ফাতাওয়া-ই-ইব্রাহীম শাহী' প্রণয়ন করিয়াছেন। ৮৫৫ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

৩২. হাফিয বদর উদ্দীন মাহমুদ ইবনে আহমদ আল-আইনী (রঃ)। তিনি কাযীউল-কুযাত অর্থাৎ প্রধান বিচারপতি ছিলেন। 'শরহে হেদায়া', 'শরহে মাআ'নীল্ আসার', 'শরহে বুখারী' ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি ৮৫৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৩৩. ইবনে হুম্মাম কামাল উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহেদ ইবনে আবদুল হামীদ সিয়ুতী (রঃ)। তিনি 'ফতহুল কাদীর', 'যাদুল ফকীর', 'তাহরীর ফীল উসূল' ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি মুজতাহিদদের মধ্যে গণ্য ছিলেন। ৮৬১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৩৪. আবুল আদল যয়নুদ্দীন কাসিম ইবনে কাতলুবগা (রঃ)। তিনি মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন। তিনি 'শরহে বেকায়া' ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ৮৭৯ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৩৫. ইবনে আমীরে হজ শামসুদ্দীন হালবী (রঃ)। তিনি 'শরহে মনীয়াতুল মুসল্লী' ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ৮৭৯ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৩৬. মোল্লা খসরু ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ফরামুয (রঃ)। তিনি 'আযরর লি আহকাম', 'দর্‌রিল হুক্কাম' এবং 'মেরকাতুল উসূল' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি ৮৮৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৩৭. ইবনে মুল্‌ক (রঃ)। তিনি 'মিনার'-এর শরাহ লিখিয়াছেন।

৩৮. শেখ হাসান চিলফী (রঃ)। তিনি ফকীহ ছিলেন। ৮৮৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

৩৯. ইউসুফ ইবনে জুনাইদ তাওকানী (রঃ)। তিনি চিলফী (রঃ)-এর ভাই ছিলেন। তিনি 'জখীরাতুল ওকবা' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন এবং 'শরহে বেকায়া'-র হাশিয়া লিখিয়াছেন। ৯০৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৪০. ইব্রাহীম ইবনে মুসা তারাবলিসী (রঃ)। তিনি 'বুরহান' এবং 'মাওয়াহিবুর রহমান' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ৯২২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৪১. মাওলানা হেদাদ জৌনপুরী (রঃ)। তিনি 'হেদায়া', 'বয়দাবী', 'কানিয়াহ' ইত্যাদি গ্রন্থের শরাহ লিখিয়াছেন। ৯২৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৪২. আহমদ ইবনে সুলাইমান ইবনে কামাল পাশা রুমী (রঃ)। তিনি বহু গ্রন্থ প্রণেতা এবং ইমাম সিয়ুতী (রঃ)-এর সমকক্ষ ছিলেন। তিনি আসহাবে তরজীহ তব্‌কার ফকীহদের মধ্যে গণ্য ছিলেন এবং 'শরহে হেদায়া', 'ইসলাহুল বেকায়াহ' ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ৯৪০ হিজরীতে তাঁহার ইন্তেকাল হয়।

৪৩. শেখ বদাহ বিহারী (রঃ)। তিনি শহরে শাহ সুরীর উস্তাদ ছিলেন। তিনি তাঁহার সময়ে শেখুল ইসলাম ছিলেন।

৪৪. মোল্লা ই'সাম উদ্দীন ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আরব শাহ (রঃ)। তিনি 'শরহে শরহে বেকায়া' প্রণয়ন করিয়াছেন। ৯৪৪ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৪৫. সাআ'দী চিলফী সা'দুল্লাহ ইবনে ঈ'সা ইবনে আমীরখান (রঃ)। তিনি মুফতী ছিলেন এবং 'ই'নায়া' কিতাবের হাশিয়া লিখিয়াছেন। ৯৪৫ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

৪৬. শেখ যাদাহ রূমী মহীউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মুসলেহ উদ্দীন (রঃ)। তিনি 'মাজমুউ'ল আনহুর' ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ৯৫১ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৪৭. হুলবী ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম (রঃ)। তিনি 'মুলতাকাল আবহুর', 'কবীরী', 'শরহে মুনিয়াতুল মুসল্লী' ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ৯৫৬ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৪৮. আবদুল আ'লা বরজন্দী (রঃ)। তিনি 'মুখতাসারুল বেকায়া'-র শরাহ করিয়াছেন।

৪৯. শামসুদ্দীন মুহাম্মদ আল খুরাসানী আল-কাহতানী (রঃ)। তিনি 'জামে' উর রমূয' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

৫০. যয়নুল আবেদীন ইবনে ইব্রাহীম ইবনে নজম (রঃ)। তিনি 'আল আশ্‌বাহ ওয়ান নাযাইর', 'বাহারুর রাইক', 'রেসালাই যয়নিয়াহ', 'শরহে মিনার', হেদায়া'-র হাশিয়া ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি ৯৬৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৫১. বরকলী মহীউদ্দীন মুহম্মাদ ইবনে পীর আলী (রঃ)। তিনি 'তরীকা-ই-মুহাম্মদিয়াহ' প্রণয়ন করিয়াছেন। ৯৮১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৫২. মুফতী আবুস্‌সউদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুস্তফা মুফতী রূম (রঃ)। তিনি 'মোল্লা মিসকীন'-এর হাশিয়া লিখিয়াছেন। ৯৮২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৫৩. মাওলানা হামিদ ইবনে মুহাম্মদ কাউনবী (রঃ)। তিনি 'ফাতাওয়া-ই-হামিদিয়া' প্রণয়ন করিয়াছেন। ৯৮৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

৫৪. কাযী যাদাহ শামসুদ্দীন আহমদ (রঃ)। তিনি 'তাকমিলা-ই-ফত-হুল কাদীর' ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ৬৮৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৫৫. তমরতাশী মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ (রঃ)। তিনি 'তানবীরুল আবসার', 'মুঈনুল মুফতী', 'তুহফাতুল আকরান', 'শরহে মুআহিবুর রহমান', 'শরহে যাদুল ফকীর', 'শরহে দাহবানিয়াহ' ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ১০০৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৫৬. কাযী আবুল ফতহে বিলগেরামী (রঃ)। ফকীহ এবং বিলগেরামের কাযী ছিলেন। ১০০১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৫৭. খাজা-ই-খাজেগান হযরত খাজাহ মুহাম্মদ বাকী বিল্লাহ নক্‌শবন্দী (রঃ)। তিনি একাধারে ফকীহ, মুহাদ্দিস ও সূফী ছিলেন। ১০১২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৫৮. মোল্লা আলী কারী নূরুদ্দীন ইবনে সুলতান (রঃ)। তিনি 'নেকা-য়াহ', 'মিরকাত' ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ১০১৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৫৯. ইমামুল আউলিয়া হযরত মুজাদ্দিদে আলফি সানী শেখ আহমদ ফারুকী (রঃ)। 'মুকাতীবে শরীফাহ'-তে তিনি হানাফী মযহাবের খুব প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি ১০৩৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৬০. শেখুল হিন্দ হযরত আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (রঃ)। তিনি 'লুমআ'ত', 'আশ্‌আতুল্‌ লুমআ'ত', 'শরহে সফরুস সাআ'দাত' ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১০৫৮ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

৬১. আফতাবে পাঞ্জাব মাওলানা আবদুল হাকীম শিয়ালকুটী (রঃ)। তিনি একজন যুক্তিবাদী ফকীহ ছিলেন। ১০৬৮ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৬২. শেখ হাসান সরনবিলায়ী (রঃ)। তিনি 'নূরুল ঈযাহ' ও 'মুরাফীল ফালাহ' প্রণয়ন করিয়াছেন। ১০৬৯ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৬৩. খাংরুদ্দীন রমলী ইবনে আহমদ ইবনে নূরুদ্দীন আলী ইবনে যয়নুল আবেদীন (রঃ)। তিনি 'ফতওয়া-ই-খায়রিয়াহ' প্রণয়ন করিয়াছেন। ১০৮১ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৬৪. হাসকফী আলাউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ (রঃ)। তিনি 'দুররুল মুখতার', 'দুররুল মুনতাকা' ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ১০৮৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৬৫. ভারত সম্রাট আওরঙ্গযেব আলমগীর (রঃ)। তিনি নিজ তত্ত্বাবধানে এক জামাত আলিমের সহায়তায় 'ফতওয়া-ই-আলমগীরী' প্রণয়ন করাইয়া সারা ভারতে প্রচার করেন। ১১১৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৬৬. খাজা মুয়ীনুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে খাজা খাওন্দ মাহমুদ নকশবন্দী (রঃ)। তিনি 'ফতওয়া-ই-নক্‌শবন্দীয়া' প্রণয়ন করিয়াছেন।

৬৭. মোল্লা মহিবুল্লাহ বিহারী (রঃ)। তিনি 'মুসাল্লামুস্‌ সবূত' ও অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ১১১৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৬৮. মাওলানা হাফিয শেখ আহমদ ইবনে আবু সাঈদ ইবনে ওবাইদুল্লাহ সিদ্দিকী আল-হানাফী ওরফে মোল্লা জিয়ুন (রঃ)। তিনি 'নূরুল আনওয়ার', 'তাফসীর আহমদী' ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ১১৩০ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

৬৯. মোল্লা নিযাম উদ্দীন বোরহানপুরী (রঃ)। তিনি বিখ্যাত ফকীহ ও 'ফতওয়া-ই-আলমগীরী'-র সম্পাদনা কমিটির সভাপতি ছিলেন। ১১০৩ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৭০. মোল্লা নিযামুদ্দীন সিহালবী (রঃ)। দরসে নিযামিয়ার প্রবর্তক এই ফকীহ 'মুসাল্লামুস্ সবুতে'-র শরাহ লিখিয়াছেন। ১১৬১ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৭১. ইমামুল হিন্দ হযরত শাহ অলী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রঃ)। তিনি ১১৭৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৭২. মোল্লা মাজ্‌হুদ্ দীন মদনী (রঃ)। তিনি ফকীহ ও যুক্তিবাদী মুহাদ্দিস এবং মোল্লা নিযাম উদ্দীন (রঃ) ও শাহ অলী উল্লাহ (রঃ)-এর ছাত্র ছিলেন। তিনি কলিকাতা মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার প্রতিষ্ঠাতা।

৭৩. কাযী সানা উল্লাহ পানিপতি (রঃ)। তিনি 'তাফসীর 'মা-লা-বুদ্দা-মিনহু' প্রণয়ন করিয়াছেন। ১২২৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৭৪. বাহারুল উলুম আবদুল আলা লাখনুবী (রঃ)। তিনি 'রাসায়েলুল আরকান' ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ১২২৬ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৭৫. ইমামুল হিন্দ শাহ আবদুল আযীয (রঃ)। তিনি বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন এবং 'ফাতাওয়া-ই-আযিযিয়াহ' ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি ১২৩৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৭৬. আল্লামা তাহতাবী সাইয়্যেদ আহমদ মুফতী (রঃ)। তিনি 'দুররু মুখতার' ও 'মুরাকী-ইল-ফালাহ'-এর হাশিয়া লিখিয়াছেন। ১২৪৩ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

৭৭. আল্লামা শামী সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আমীন ওরফে ইবনে আবেদীন (রঃ)। তিনি 'রদ্দুল মুখতার', 'তানকীহ', 'ফাতাওয়া-ই-হামিদিয়া' ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ১২৫২ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৭৮. মুফতী বাগদাদ আলুসী যাদাহ মাহমূদ ইবনে আবদুল্লাহ (রঃ)। তিনি ফকীহ ও মুফাস্‌সির ছিলেন এবং 'রুহুল মাআ'নী' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ১২৭০ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৭৯. মুফতী এনায়েত আহমদ (রঃ)। তিনি 'মুহাসিনুল আ'মল', 'যেমানুল ফিরদাউস' ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি ১২৭৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৮০. মুফতী সদর উদ্দীন (রঃ)। তিনি ছিলেন সদরেস্‌ সদুর দিল্লী। তিনি 'মুস্তাহাল মকাল' ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ১২৮৫ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৮১. মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী (রঃ)। তিনি ফকীহ ও সুফী ছিলেন। 'মিফতাহুল জান্নাত' ও অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ১২৯০ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৮২. মুফতী সাআদুল্লাহ (রঃ)। তিনি 'ফতুয়া-ই-সাআদিয়া' প্রণয়ন করিয়াছেন। ১২৯৪ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৮৩. মুফতী আসাদ উল্লাহ (রঃ)। তিনি ছিলেন মুফতী ফতেহপুর ও সদরেস্‌ সদুর জৌনপুর। ১৩০০ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৮৪. মুফতী আবদুর রহমান সিরাজ (রঃ)। তিনি মুফতী-ই-মক্কা-মুকাররমাহ ছিলেন।

www.pathagar.com

৮৫. মাওলানা আবদুল হাই ফেরেঙ্গী মহল্লী লাখনবী (রঃ)। তিনি 'হেদায়া' ও 'শরহে বেকায়া-ই-সিআ'য়াহ'-এর হাশিয়া লিখিয়াছেন এবং 'মজমু'আ'-ই-ফতাওয়া' প্রণয়ন করিয়াছেন। ১৩০৪ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৮৬. মাওলানা এরশাদ হোসাইন রামপুরী (রঃ)। তিনি 'ইন্তেসারুল হক' এবং 'ফতওয়া-ই-রশীদিয়া' প্রণয়ন করিয়াছেন। ১৩১১ হিজরীতে ইন্তেকাল করিয়াছেন।

৮৭. মাওলানা রশীদ আহম্মদ গঙ্গুহী (রঃ)। তিনি একাধারে মুহাদ্দিস, ফকীহ এবং সুফী ছিলেন। ১৩২৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৮৮. মাওলানা শাহ আবু ইউসুফ মুহাম্মদ আলী ইবনে কুতুবে বাঙ্গাল শাহ আবু মুজাফ্ফর মুহাম্মদ গোলাম আকবর রঘুনাথপুরী (রঃ)। তিনি ১২৬৯ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ১২৯৪ হিজরীতে ঢাকার কুদ্দুসিয়া মাদ্রাসার মুদার্‌রিস নিযুক্ত হন। অতঃপর সেই বৎসরেই ঢাকার মুহসনিয়া মাদ্রাসার মুদার্‌রিস নিযুক্ত হন। ১২৯৯ হিজরীতে শিক্ষকতার কাজ ছাড়িয়া দিয়া ধর্ম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি 'বাহ্‌জাতুল ঈমান', 'ওসীলাতুল ফালাহ ফী হুকমে তারেকুস্‌ সালাত', 'শিফাউল আলীল ফী হুকমে তিলাওয়াতিল কুরআন ওয়াত তাহলীল', 'নাইলুল মারাম ফী হুকমে মালিল হারাম', 'রা'হুল মুবতাদিয়ীন বারকুন্‌ লীদ্‌ দাল্‌লীন', 'সাবীলুল জানান ফী হুকমে শুরবিদ্‌ দুখান' ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ১০ই যীলহজ্জ ১৩২৩ হিজরীতে এই প্রখ্যাত ফকীহ ও সূফীর মৃত্যু হয়।

৮৯. মুফতী আযীযুর রহমান (রঃ)। তিনি ছিলেন ফকীহ, সূফী ও মুফতীয়ে আযম হিন্দ, দেওবন্দ। ১৩৪৭ হিজরীতে তিনিইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

৯০. মুফতী আবদুল্লাহ টুনকী বিহারী (রঃ)। এই ফকীহ ও মুফতী কলিকাতা মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার হেড মুদার্‌রিস ছিলেন।

৯১. মুফতী লুতফুল্লাহ আলীগড়ী (রঃ)। তিনি ছিলেন উস্তাদুল-উলামা-ই-ফকীহ। ১৩৩৪ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৯২. মাওলানা ওকীল আহমদ সেকান্দরপুরী (রঃ)। তিনি 'শরহে আসবাহ' প্রণয়ন করিয়াছেন।

৯৩. মাওলানা মুহাম্মদ হাসান সুনবলী (রঃ)। তিনি 'হেদায়া'-র হাশিয়া লিখিয়াছেন।

৯৪. শেখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান সাহেব দেওবন্দী (রঃ)। তিনি ফকীহ, মুহাদ্দিস ও দেওবন্দ মাদ্রাসার হেড মুদার্‌রিস ছিলেন।

৯৫. মাওলানা আহমদ রেযা খান বেরলবী (রঃ)। তিনি 'ফতওয়া-ই-রেযুবিয়াহ' প্রণয়ন করিয়াছেন। ১৩৪০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৯৬. মাওলানা আবদুল ওয়াদুদ চাটগামী (রঃ)। তিনি ফকীহ ছিলেন। 'ফাতাওয়া-ই-ওদুদিয়াহ' প্রণয়ন করিয়াছেন।

৯৭. মাওলানা মুসতাক আহমদ কানপুরী (রঃ)। তিনি 'হেদায়া'-র হাশিয়া লিখিয়াছেন এবং 'শরহে মানাসেকে কারী' প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার ফকীহ ছিলেন। ১৩৫৯ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৯৮. মাওলানা জামীল আনসারী (রঃ)। তিনি কলিকাতা মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার মুফতী ছিলেন। ১৩৬০ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

৯৯. মাওলানা হাফিয আবদুল্লাহ (রঃ)। তিনি 'মাখ্‌যুনুল ফাতাওয়া' প্রণয়ন করিয়াছেন। ১৩৬২ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

১০০. হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ)। তিনি ফকীহ ও সূফী ছিলেন। তিনি 'বেহেস্তী জেওয়র', 'ফতওয়া-ই-এমদাদিয়া' ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ১৩৬২ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

১০১. শামসুল উলামা মাওলানা বেলায়েত হোসেন সাহেব। তিনি কলিকাতা মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার মুফতী ছিলেন।

১০২. মাওলানা মুহাম্মদ সহুল সাহেব (রঃ)। তিনি দেওবন্দ মাদ্রাসার মুফতী ছিলেন।

১০৩. মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ আমীমুল ইহ্‌সান মুজাদ্দেদী বরকতী (রঃ)। তিনি মাওলানা মুসতাক আহমদ কানপুরী (রঃ)-এর নিকট ফিক্‌হ শিক্ষা করেন। তিনি ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার মুফতী ও হেড মুদার্‌রিস ছিলেন। আলিয়া মাদ্রাসা হইতে অবসর গ্রহণ করার পর তিনি ঢাকার বিখ্যাত বায়তুল মুকার্‌রম মসজিদের প্রথম ইমাম নিযুক্ত হন এবং মৃত্যু পর্যন্ত এই পদে বহাল ছিলেন।

তিনি অনেক কিতাব লিখিয়াছেন। যেমন ফিক্‌হ বিষয়ে: 'ফতুয়া-ই-বরকতিয়াহ', ২৭ খণ্ড। ইহাতে বিশ হাজার ফতওয়া সন্নিবেশিত হইয়াছে। 'আল-আওযাহ', 'আরকানে আরবা'-এর উপর তিনখানা মুখতাসার কিতাব, 'কিতাবুল মওকুত', 'আল ইযান ওয়াত্‌ তাবশীর', 'আল মাসআলাতু লি-দফ্‌ইল গলগলা', আল কুর্‌রাহ ফীল কুরাহ', 'ইযহারে হক', 'তাখরীজি মাসায়েলিল মুজিল্লাহ' ইত্যাদি। উসূলে ফিক্‌হ বিষয়ে: 'আত্‌তানবীহ লিল ফকীহ', 'মা-লা-বুদ্দা-বিহি লিল ফকীহ',

www.pathagar.com

'আদাবুল মুফতী', 'তুহফা-ই-বরকতী' ইত্যাদি। এছাড়া হাদীস, তাফসীর, তারীখ ও অন্যান্য বিষয়েও তাঁহার অনেক লিখা আছে। ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর মুতাবিক ১০ই শাওয়াল ১৩৯৪ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

১০৪. মুফতী কেফায়েত উল্লাহ (রঃ)। তিনি দেওবন্দের মুফতী ছিলেন। ১৩৭২ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

১০৫. মুফতী মুহাম্মদ শফী' (রঃ)। তিনি প্রথমে দেওবন্দের মুফতী ছিলেন। অতঃপর পাকিস্তানের মুফতী-ই-আযম হন। 'জাওয়াহিরে ফিক্‌হ', 'ইসলাম কা নেযামে আরদী', 'আলাতে জাদীদা কী শরয়ী'-আহকাম' ও অন্যান্য অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। হিজরী ১৩৯৬ সনের ১১ই শাওয়াল তিনি ইন্তেকাল করেন।

১০৬. মাওলানা শাহ আবুল ফয়েয মুহাম্মদ আতিকুর রহমান বিন মাওলানা মুহাম্মদ আলী রঘুনাথপুরী (রঃ)। তিনি ১৩১৬ হিজরীর ১০ই রজব মুতাবিক ১৫ই নভেম্বর ১৮৯৯ খ্রীঃ বুধবার দিন বাংলাদেশের কুমিল্লা জিলার অন্তর্গত রঘুনাথপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তাঁহার পিতা ইন্তেকাল করেন। বিধবা মাতা তিনটি এতিম বালক সন্তানকে নিয়া বাপের বাড়ী দাউদকান্দি থানার অন্তর্গত আটিপাড়া গ্রামে গিয়া আশ্রয় নেন।

মা ও নানার তত্ত্বাবধানে তিনটি এতিম বালকের লেখাপড়া শুরু হয়। ইলিয়টগঞ্জ জুনিয়ার মাদ্রাসায় তাঁহার শিক্ষা শুরু হয়। অতঃপর ঢাকা মুহসনিয়া সরকারী মাদ্রাসায় পড়িতে যান। এ সময়ে একদিন কোন এক কারণে তাঁহার মামা তাঁহাকে খুব ভৎর্সনা করেন। ইহাতে তিনি দুঃখিত মনে বাড়ী হইতে পলাইয়া হিন্দুস্তান চলিয়া যান। সেখানে তিনি দেওবন্দ ও সাহারামপুর মাদ্রাসায় ৬/৭ বৎসর অধ্যয়ন করেন। এই কয় বৎসর বাড়ীর সাথে তাঁহার কোন যোগাযোগ ছিল না। সেখানে অধ্যয়নকালে

www.pathagar.com

তিনি হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ)-এর নিকট যাতায়াত করিতেন এবং তাঁহার হাতে মুরীদ হইয়া তাঁহার নিকট হইতে খিরকা-ই-খিলাফত লাভ করেন। অতঃপর সম্ভবত ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে হঠাৎ একদিন বিনাখবরে তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন।

দেশে ফিরিয়া তিনি শরীয়ত ও মা'রিফাত শিক্ষাদানে মশগুল হন। তিনি বহু দ্বীনী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তন্মধ্যে বায়নগর ফয়যে আম আতিকিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা বিশেষ উল্লখযোগ্য। অগণিত লোক তাঁহার হাতে বয়াত হইয়া আলোর সন্ধান পাইয়াছেন।

তিনি 'গঞ্জে-আতীক' ও 'যাদুল আখিরাত' নামক দুইখানা ছোট কিতাব লিখিয়াছেন। ১৩৮২ হিজরীর ১৯ শে রজব মুতাবিক ১৯৬২ ইং সনের ১৬ই ডিসেম্বর রবিবার দিবাগত রাত্রে কুমিল্লার শাসনগাছাস্থ তাঁহার নিজ বাড়ীতে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং তৎসংলগ্ন গোরস্থানে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

উল্লিখিত ফকীহগণ ছাড়া আরও অনেক ফকীহ গত হইয়া গিয়াছেন, তথ্যের অভাবে যাঁহাদের সম্বন্ধে কিছু লিখা সম্ভব হয় নাই, তাঁহাদের সকলের রূহের মাগফিরাত কামনা করিতেছি—আমীন।

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়

উস্‌লে ফিক্‌হ

আল্লাহর অহীই ফিক্‌হে ইসলামীর মূল উৎস। এই অহী নিয়া গবেষণাকালে ইমামগণ এমন নীতিমালা (Criteria) প্রণয়নের প্রয়োজন অনুভব করেন যাহার মাধ্যমে অহীশসমূহ পর্যালোচনা করিয়া আহ্‌কাম বাহির করার পর ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, হালাল, হারাম, মাকরূহ, মুবাহ ইত্যাদি শ্রেণীবিভাগ যেন নির্ণয় করা যায় এবং এই পরিভাষাসমূহের জন্য একটি মানদণ্ডও নির্দিষ্ট করা যায়। এই নীতিমালার সমষ্টির নামই উস্‌লে ফিক্‌হ।

ফিক্‌হ সম্পাদনার সাথে সাথে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) খুব সম্ভব আইন-কানুন নির্ণয়ের প্রতিও মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি কতটুকু অবদান রাখিয়াছিলেন তাহার সঠিক কোন বর্ণনা আমরা খুঁজিয়া পাই নাই। আল্লামা খিযরী (রঃ) লিখিয়াছেন যে, ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) ও ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) উস্‌লে ফিকহের কিতাব লিখিয়াছেন। কিন্তু উক্ত কিতাবেরও কোন হদিস আমরা পাই নাই। অতএব উহার ধারা বা আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না। আমরা যাহা জানি তাহা হইতেছে ইমাম শাফী (রঃ)-এর 'রিসালায়ে উস্‌লে ফিক্‌হ' যাহা তিনি তাঁহার 'কিতাবুল উম্ম'-এর শুরুতে অবতরণিকা আকারে লিখিয়াছেন। ইহা সাধারণভাবে সর্বত্র পাওয়া যায়। অতএব ইহাকেই আমরা এই ইলমের ভিত্তি মনে করি।

ইমাম শাফী (রঃ) তাঁহার উস্‌লে ফিক্‌হের কিতাবে কুরআন, সুন্নাহ, আওয়ামের, নাওয়াহী, দরজায়ে হাদীস, নস্‌খ, ই'লালে আহাদীস, খবরে ওয়াহেদ, ইজমা', কিয়াস, ইসতিহসান, ইখতিলাফ ইত্যাদি বিষয়ে পৃথক

www.pathagar.com

পৃথক পরিচ্ছেদ লিখিয়াছেন এবং ইহাতেই উসূলে ফিক্‌হের ভিত্তি রচিত হয়। অতঃপর ফকীহদের এক জামাত উসূলে ফিক্‌হের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। তাঁহারা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে শাফী (রঃ)-এর কিতাবকে যাচাই-বাছাই করিয়া সংশোধন অন্তে তাহাতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করিয়া বিস্তারিত ও সংক্ষিপ্ত আকারে কিতাবাদি লিখেন।

উসূলে ফিক্‌হের উপর যে সকল কিতাব লিখা হয় সেগুলির রচনা পদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের ছিল। কেহ কেহ দার্শনিক পদ্ধতিতে শুধু আইন কানূন লিপিবদ্ধ করিয়া এবং সেই প্রেক্ষিতে দার্শনিক যুক্তি প্রমাণাদি পেশ করিয়া প্রশ্নাদির উত্তর দিয়া কিতাব সমাপ্ত করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ ফিক্‌হের তরীকায় তাহা লিখিয়াছেন। সেগুলিতে গ্রন্থকারগণ আইন-কানূন বর্ণনা করিয়া উপমা, উদাহরণ ইত্যাদি ফকীহ বিষয়ের উল্লেখ বাদ মাসআলা বিশ্লেষণ করিয়াছেন। দার্শনিক পদ্ধতিতে যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে সেগুলির মধ্যে অতি উচ্চস্তরের চারখানা কিতাব হইল :

১. কিতাবুল বুরহান : প্রাচ্যের শাফী মযহাবের ইমাম আবুল মুআ'লী আবদুল মালিক ইবনে আবদুল্লাহ জুবীনী ওরফে ইমামুল হারামাইন ইহা প্রণয়ন করিয়াছেন। ৪৭৮ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

২. আল্‌ মুস্‌তাস্‌ফা : ইমামুল হারামাইনের সুযোগ্য ছাত্র হুজ্জাতুল ইসলাম আবু হামীদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ গায্‌যালী (রঃ) ইহা প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি ৪৫০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫০৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৩. কিতাবুল আহাদ : আবুল হুসাইন বসরী মু'তাযেলী ইহা প্রণয়ন করিয়াছেন। ৪৩৬ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৪. কিতাবুল আহাদ : আবদুল জাব্বার মু'তাযেলী ইহা প্রণয়ন করিয়াছেন। ৬৫৫ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

মুতাআখ্‌খিরীনদের মধ্যে ইমাম ফখরউদ্দীন রাযী (রঃ) (জন্ম ৫৪৪ হিঃ—মৃত্যু ৬০৬ হিঃ) 'আল মাহ্‌সুল ফী উসূলীল ফিক্‌হ' এবং শেখ আবুল হাসান আলী ইবনে আবী আলী মুহাম্মদ ওরফে সাইফুদ্দীন আমুদী (রঃ) (মৃত্যু ৬৩১ হিঃ) 'আহকামুল আহকাম ফী উসূলীল আহকাম' নামক গ্রন্থদ্বয়ে পূর্ববর্তী গ্রন্থ চতুষ্টয়ের সার-সংক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের বর্ণনা পদ্ধতি পরস্পর বিভিন্ন ছিল। দার্শনিক যুক্তি প্রমাণাদির প্রতি ইমাম রাযী (রঃ)-এর আর মযহাবের তাহকীক এবং মাসআলার বিশ্লেষণের প্রতি ইমাম আমুদী (র:)-এর বেশী অনুরাগ ছিল। অতঃপর ইমাম রাযী (রঃ)-এর ছাত্র আল্লামা সিরাজউদ্দীন আবুস্‌ সানা মাহমুদ ইবনে আবী বকর আরমুয়ী (রঃ) (মৃত্যু ৬৮২ হিজরী) 'তাহসীল' কিতাবে এবং আল্লামা কাযী তাজউদ্দীন মুহাম্মদ ইববে হুসাইন আরমুবী (রঃ) (মৃত্যু ৬৫৬ হিঃ) 'হাসিল' কিতাবে ইমাম রাযী (রঃ)-এর 'মাহসুল' কিতাবের আরও সংক্ষেপ করিয়াছেন। ইহার পর শিহাবুদ্দীন কিরওয়ানী (রঃ) (মৃত্যু ৬৮৪ হিঃ) এই দুই কিতাব হইতে কিছু পূর্বাভাষ নিয়া ও কিছু কায়দা কানুন যাচাই-বাছাই করিয়া 'তান্‌কীহাত' নাম দিয়া একখানা কিতাব প্রণয়ন করিয়াছেন। আল্লামা মহীউদ্দীন ইবনে আরবী (রঃ) (মৃত্যু ৬২৮ হিঃ) 'তালখীসু কিতাবিল মাহসুল ফী ইলমিল্‌ উসূল' নাম দিয়া একখানা কিতাব লিখিয়াছেন। এভাবে কাযী বয়দাবী (রঃ) (মৃত্যু ৬৮৫ হিজরী) 'মিনহায' নামে একখানা কিতাব লিখিয়াছেন। ইবনে হাজেব (রঃ) (মৃত্যু ৬৪৬ হিজরী) 'কিতাবুল আহকাম'-কে মুখ্‌তাসার করিয়া একখানা কিতাব লিখিয়াছেন এবং 'মুখতাসারে কবীর' উহার নামকরণ করিয়াছেন। অতঃপর উহাকে সংক্ষেপ করিয়া 'মুখতাসারে ছগীর' নামে আর একখানা কিতাব লিখিয়াছেন।

ফিক্‌হের তরীকায় উসূলের কিতাব হানাফী ফকীহগণই অধিক লিখিয়াছেন। ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস (রঃ) (মৃত্যু ৩৭০ হিঃ)-এর 'কিতাবুল উসূল' এই তরীকার প্রাচীনতম কিতাব। আল্লামা আবু যায়েদ

www.pathagar.com

রাবুসী (রঃ) (মৃত্যু ৪৩০ হিঃ)-এর 'কিতাবুল আসরার' এবং 'তাকভীমুল আদিল্লা' এই বিষয়ের অতি উত্তম কিতাব, যেহেতু ইহাতে তিনি কিয়াস সম্বন্ধে বিশদভাবে ব্যাখ্যা দিয়া অনেক অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ সংযোজন করিয়াছেন। এই ভাবে এই বিষয়কে সুশৃঙ্খল করতঃ পূর্ণতা দান করিয়া ইহার ভিত্তি খুব মজবুত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

মুতাআখ্‌খিরীন হানাফীদের মধ্যে ইমাম ফখরুল ইসলাম বযদুবী (রঃ)-এর 'কিতাবুল উসূল' এই বিষয়ের অতি নির্ভরযোগ্য কিতাব। আবদুল আযীয বুখারী (রঃ) ইহার সর্বোৎকৃষ্ট শরাহ লিখিয়াছেন, যাহার নাম 'কাশ্‌ফুল আস্‌রার'। ইহা বহুল প্রচলিত গ্রন্থ। ইমাম সারাখ্‌সী (রঃ)-ও উসূলের খুব বড় কিতাব লিখিয়াছেন। ইমাম আহমদ ইবনে সাআ'তী (রঃ) (মৃত্যু ৬৯৪ হিজরী) 'কাওয়ায়েদ' এবং 'আল্ বদায়িউ' নামক দুইখানা কিতাব লিখিয়াছেন। তিনি 'আহকামে আমুদী' এবং 'উসূলে বযদুবী' এই দুই কিতাবকে একত্র করিয়া দিয়াছেন। এই জন্য তাঁহার কিতাব 'আল বদায়িউ' উৎকৃষ্টতায় উল্লিখিত কিতাবদ্বয়ের সমকক্ষ হইয়া গিয়াছে। তিনি ইহাতে দার্শনিক এবং ফিক্‌হী উভয় তরীকাকে একত্র সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন। ইমাম হাফিয উদ্দীন নসফী (রঃ) 'উসূলে বযদুবী'-র সংক্ষিপ্ত সার সংকলন করিয়া এক কিতাব লিখিয়াছেন, যাহার নাম 'কিতাবুল মিনার'। ইহা একটি প্রসিদ্ধ মতনের কিতাব। মোল্লা জীয়ুন (রঃ) ইহার শরাহ লিখিয়াছেন, যাহার নাম 'নূরুল আনওয়ার'। ইহা সকল মাদ্রাসার পাঠ্য তালিকাভুক্ত রহিয়াছে। জালালউদ্দীন খাব্বাসী (রঃ) উসূলে ফিক্‌হের কিতাব 'আল্ মুগ্‌নী' লিখিয়াছেন, যাহার শরাহ সিরাজ উদ্দীন হিন্দী (রঃ) করিয়াছেন (মৃত্যু ৭৭৩ হিঃ)। 'তাহরীরে ইবনে হাম্মাম' এবং 'তাওযীহ-ই-সদরুশ্‌ শরীয়াহ্' এই বিষয়ের বিখ্যাত কিতাব। 'তাহরীর' কিতাবে 'বদিউ' কিতাবের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তবে গ্রন্থকার ইহাতে নিজের পক্ষ হইতে অনেক তাহকীকাত সংযোজন করিয়াছেন। 'তাওযীহ' প্রকৃতপক্ষে 'কাশফ বযদুবী'-এর সংশোধিত সংস্করণ এবং ইহার সাথে 'মাহসূল' ও 'মুখতাসারে ইবনে হাজেব'-এর কয়েকটা অধ্যায়

www.pathagar.com

সংযোগ করা হইয়াছে। আল্লামা তফ্‌তযানী (রঃ) 'তাওযীহ'-এর শরাহ্ করিয়াছেন। উহার নাম 'তালবীহ'। 'তাওযীহ' ও 'তালবীহ' কিতাবদ্বয় খুব বিখ্যাত এবং বহুল প্রচলিত।

পাক-বাংলা-ভারত উপমহাদেশে উস্‌লে ফিক্‌হর যে সকল গ্রন্থ পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে, তন্মধ্যে কাযী মহিব উল্লাহ (রঃ)-এর 'মুসাল্লামুস্‌ সবূত' খুব উচ্চস্তরের গ্রন্থ হিসাবে পরিগণিত। ইহা 'তাহরীরে ইবনে হাম্মাম', 'মুখতাসারে ইবনে হাজেব' এবং 'মিনহাযে বয়দাবী'—গ্রন্থত্রয় হইতে সংকলিত হইয়াছে। কোন কোন অধ্যায়ে গ্রন্থকার আপন উক্তিও সংযোগ করিয়াছেন। বাহারুল উলূম আবদুল আলী মুহাম্মদ ইবনে নিযাম উদ্দীন মুহাম্মদ আন্‌সারী হিন্দী (রঃ) (মৃত্যু ১২২৫ হিঃ) ইহার সর্বোত্তম শরাহ লিখিয়াছেন। ইহার নাম 'ফাওয়াতিহুর রাহমূত'। ইহা খুব প্রসিদ্ধ ও বহুল প্রচলিত গ্রন্থ। মাওলানা মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ওমর ওরফে হুস্‌সাম উদ্দীন (রঃ)-এর রচিত গ্রন্থ 'হুস্‌সামী'ও উস্‌লে ফিক্‌হের এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই কিতাবের প্রকৃত নাম 'আল মুন্‌তাখাব ফী উস্‌লীল মযহাব' মতান্তরে ইহার নাম 'আল মুখতাসার ফীল উস্‌ল' ছিল, কিন্তু গ্রন্থকারের উপাধি অনুসারে ইহা 'হুস্‌সামী' নামেই প্রসিদ্ধ এবং পরিচিত। আল্লামা নিযাম উদ্দীন শাশী হানাফী (রঃ)-এর প্রণীত উস্‌লুশ্‌ শাশী'ও উস্‌লে ফিক্‌হের একখানা প্রসিদ্ধ কিতাব। ইহা মাদ্রাসার প্রারম্ভিক শ্রেণীসমূহের পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। কোন কোন লেখক ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম শাশী সমরকন্দী (রঃ)-কে 'উস্‌লুস শাশী'-র প্রণেতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যাঁহার মৃত্যু ৩৩৫ হিজরীতে হইয়াছে, কিন্তু এই মতের পক্ষে বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রকৃত পক্ষে নিযাম উদ্দীন শাশী (রঃ) তাঁহার বয়স ৫০ বৎসর পূর্ণ হওয়ার বৎসর অর্থাৎ ৭৮১ হিজরীতে ইহার লেখা সমাপ্ত করিয়াছেন বলিয়া যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

IFP—82-83—P-3118—3250—1-11-1982

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ